ইসলামের বাস্তব কাহিনী-৬

আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর (রহঃ)

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ইসলামের বাস্তব কাহিনী - ৬

মূল - আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর

(রহমতুল্লাহে আলাইহে)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪, মোবাইল ঃ ০১৮১৯৬২১৫১৪

প্রকাশনায় ঃ
নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া - ৭০/-

মুদ্রণে ঃ
এনামস প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

অনুবাদকের কথা

আল্লাহর লাখো শুকরীয়া, অবাস্তব ও কাল্পনিক কাহিনীর বাজারে আমাদের প্রকাশিত ইসলামী বাস্তব কাহিনী মোটামুটি ঠাঁই করে নিয়েছে। পাঠক মহলের অনুপ্রেরনায় এগিয়েই চলছে স্বমহিমায়। এ পর্যন্ত ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হলো। সপ্তম খণ্ডের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। ইনশা আল্লাহ, আগামী রমযানের মধ্যে সেটার কাজ সমাপ্ত হবে। সুধী পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আল্লামা আবুন নূর বশিরের কাহিনী গ্রন্থ "সচ্ছি হেকায়েত" এর অনুবাদ শেষ হলে অন্যান্য কিতাব থেকে বিভিন্ন কাহিনী অনুবাদ করে বাস্তব কাহিনীর প্রকাশনা অব্যাহত রাখবো।

এ খণ্ডে আউলিয়ায়ে কিরামের বিভিন্ন কাহিনী স্থান পেয়েছে। তাঁদের প্রতিটি কাহিনী শিক্ষনীয়। এ সব কাহিনী পাঠে মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন সাধিত হয়, ধর্ম কর্মে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং আউলিয়ায়ে কিরামের শানমান সম্পর্কে সঠিক ধারনা লাভ করা যায়। আউলিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় আজকাল কিছু সংখ্যক মুখচেনা জ্ঞানপাপী তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করে তাঁদের শানমান নিয়ে ব্যঙ্গ করে এবং তাঁদের মাযার যেয়ারত থেকে মানুষকে বাধা দেয়। আশা করি, আমাদের এ গ্রন্থ পাঠে সঠিক পথের দিশা পাবে এবং জ্ঞানপাপীদের খপ্পর থেকে রক্ষা পাবে।

বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে বইয়ের মূল গ্রন্থের ভাষা হুবহু ফুটিয়ে তুলতে না পারলেও মূল ভাব এবং বক্তব্যে কোন হেরফের করিনি। ভাষাকে সহজ ও সাবলীল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর পরও সুধী পাঠক মহলের চোখে কোন ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এ ব্যাপারে সকলের চিন্তাশীল পরামর্শ সর্বদায় কাম্য।

অনুবাদক

সূচী

ইসলামের বাস্তব কাহিনী- ৬

কাহিনী নং - ৬৬১

ন্যায় বিচার

বদর যুদ্ধে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একটি তীর হাতে নিয়ে মুজাহিদগনের লাইন ঠিক করছিলেন। হযরত সওয়াদ (রাদিআল্লাহু আনহু) লাইন থেকে একটু বের হয়ে গিয়েছিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত মুবারকে রক্ষিত তীর দ্বারা হযরত সাওয়াদের পিঠ স্পর্শ করে বললেন- হে সওয়াদ, লাইন বরাবর হয়ে যাও। হযরত সওয়াদ আরয করলেন, হুযূর, আপনার তীরে আমার পিঠে যে আঘাত পেয়েছি আমি এর বদলা চাই। হুযূর, আপনি ন্যায় বিচারের ধারক ও বাহক, আমাকে এর বদলা নেয়ার সুযোগ দিন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাতের তীরটি হযরত সওয়াদকে দিয়ে বললেন, তুমিও এটা দিয়ে আমার পিঠে আঘাত করে বদলা নিয়ে নাও। হুযূর (আলাইহিস সালাম) বদলা দেয়ার জন্য তাঁর পিঠ মুবারকের কাপড় উম্মুক্ত করলে, হযরত সাওয়াদ দ্রুত হুযূরের পিঠ মুবারকে অবস্থিত মোহরে নবুয়াতে চুমু দিলেন এবং আরয করলেন- হুযুর আমি এ উসিলায় আপনার শরীর মুবারক স্পর্শ করলাম, যেন আমি এর বরকতে উপকৃত হতে পারি।

(নুজহাতুল মাজালিস - ২ ৯৩ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ন্যায় নীতি ও দয়া-মায়ার মূর্ত প্রতীক। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে ন্যায় নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এ কলহময় সমাজে তাঁর শিক্ষাই একমাত্র নাজাতের পথ।

কাহিনী নং ৬৬২

সম অধিকার

হযরত আবু ইসহাক শিরাজী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) একবার তাঁর কয়েক জন মুরীদসমেত কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক কুকুরকে বিপরীত দিক থেকে আসতে দেখে মুরীদগন এগিয়ে গিয়ে কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। হযরত আবু ইসহাক শিরাজী ওনাদেরকে বললেন- কুকুরটিকে বাধা দিওনা, কারণ এ

রাস্তায় আমাদের ও কুকুরের সমঅধিকার রয়েছে।
(নুজহাতুল মাজালিস-২ জি- ৯৪ পৃঃ।)
সবক ঃ আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগন জীব-জন্তুর সাথেও ভাল আচরণ করে থাকেন।

কাহিনী নং - ৬৬৩
পবিত্র নাম মুবারক

এক ইহুদী তওরাত পড়ছিল। সে তওরাতের এক পৃষ্ঠায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নাম মুবারক দেখে হিংসার বশবর্তী হয়ে নামটি ঘষে উঠিয়ে ফেললো। দ্বিতীয় দিন তওরাত খুললে সেই একই পৃষ্ঠায় সেই নাম মুবারক চার জায়গায় লিখা দেখলো। এতে সে রাগান্বিত হয়ে পুনরায় নাম মুবারকগুলো ঘষে মুছে ফেললো। তৃতীয় দিন সে দেখলো সেই নাম মুবারকটি সেই পৃষ্ঠার আট জায়গায় লিখিত আছে। সে পুনরায় এ নাম মুবারকটি সব জায়গা থেকে ঘষে উঠিয়ে ফেললো। চতুর্থ দিন সে সেই নাম মুবারকটি একই পৃষ্ঠার বার জায়গায় লিখিত দেখলো। এবার ওর মানসিক অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং সেই নামের প্রতি ওর অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেল। সে সেই পবিত্র নামধারী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাত করার মানসে সিরিয়া থেকে মদীনা মনোয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, এ দিকে সে রওয়ানা হলো, অন্য দিকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল ফরমান। মদীনা শরীফে পৌছার পর প্রথমে ওর সাথে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে সাক্ষাত হয়। হযরত আলীর মুখে হুযূরের ইন্তেকালের কথা শুনে সে ভীষনভাবে অস্থির হয়ে পড়ে। সে হযরত আলীকে বললো আমাকে হুযুরের ব্যবহৃত কোন একটি কাপড় দেখান। হযরত আলী ওকে হুযুরের ব্যবহৃত একটি কাপড় দিলে, সে একান্ত মুহাব্বত সহকারে সেটা শুকলো, অতঃপর হুযূরের রওজা মুবারকের সামনে গিয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল এবং হাত উঠিয়ে এ মুনাজাত করলো- হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার ইসলাম গ্রহন করে থাক, তাহলে আমাকে তোমার মাহবুবের কাছে নিয়ে যাও। এতটুকু বলার সাথে সাথে সে হুযূরের সামনে ইন্তেকাল করে। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) ওকে গোসল দেন এবং জান্নাতুল বাকীতে ওকে দাফন করেন।
(নুজহাতুল মাজালিস - ২ জিঃ ১৪৪ পৃঃ)

সবক ঃ কোন হিংসুটে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শানমানকে ধমিয়ে রাখতে পারেনি এবং পারবেও না। তাঁর শানমান চির উজ্জ্বল, চির ভাস্কর।

কাহিনী নং ৬৬৪
পার্থিব প্রেম

এক ধনী ব্যক্তি এক নেককার গরীব মহিলার প্রেমে পড়লো। মহিলার পিতা এটা জানতে পেরে মেয়েকে অধিক বমী উদ্দীপক ঔষধ খাইয়ে দিল। এতে মেয়েটির অধিক বমি হতে লাগলো এবং অল্প দিনের মধ্যে মেয়েটি খুবই দুর্বল হয়ে পড়লো এবং চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গরীব লোকটি মেয়ের বমি গুলো একটি পাত্রে সংগৃহিত করে রাখলো এবং ধনী লোকটিকে খবর দিল যেন সহসা এসে মেয়েটিকে বিবাহ করে নিয়ে যায়। ধনী লোকটি দারুন খুশী হয়ে কাল বিলম্ব না করে বরবেশে মেয়ের বাড়ীতে আসলো। মেয়েটিকে দেখে সে মুখ ফিরায়ে নিল এবং বললো আমি যে রূপ ও সৌন্দর্য্যের কারণে ওর প্রতি আসক্ত হয়েছিলাম, এখন ওর মাঝে সেটা দেখছিনা। মেয়ের পিতা বললো আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার সেই প্রিয় রূপ ও সৌন্দর্য একটি পাত্রে হেফাজত করে রেখেছি; এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। অতঃপর সে বমির পাত্রটি নিয়ে এসে ওর সামনে রাখলো এবং বললো এতেই রয়েছে আপনার সেই বিমোহিত হওয়ার রূপ-লাবন্য, যা এতদিন আমার মেয়ের মধ্যে ছিল। সেটা আমার মেয়ের থেকে বের হয়ে যাওয়ায় এখন আপনার কাছে আমার মেয়ে অপছন্দ। তাই পাত্রে রক্ষিত আপনার প্রিয় জিনিস আপনি নিয়ে যান। ধনী লোকটি খুবই লজ্জিত হয়ে উঠে চলে গেল। (মসনবী শরীফ)
সবক ঃ পার্থিব ও শরীয়ত বিবর্জিত মহব্বত হচ্ছে ময়লা আবর্জনার স্তুপ। এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

কাহিনী নং ৬৬৫
চালাক মহিলা

একাকী জীবন যাপনকারী এক বৃদ্ধ শেষ কালে এক কমবখত মহিলাকে বিবাহ করে। মহিলাটি ছিল দারুন চালাক, নির্লজ্জ ও খাদ্যলোভী। একদিন ঘরে মেহমান আসায় লোকটি বাজার থেকে এক কেজি মাংস আনলো এবং স্ত্রীকে ভালভাবে পাক করতে বললো। স্ত্রী পাক করার সময় স্বাদ দেখতে গিয়ে একটি একটি করে সব খেয়ে

ফেললো। এখন কি করা যায়। অনেক চিন্তাভাবনা করে স্বামীকে রন্ধনশালায় ডেকে এনে বললো, দেখ আমি মাংসটা রান্না করে তাকে রেখে ছিলাম কিন্তু কোন ফাঁকে এ বিড়ালটা এসে সব খেয়ে ফেললো। স্বামী ওকে কিছু না বলে কাছের দোকান থেকে একটি পাল্লা নিয়ে আসলো এবং বিড়ালটা ওজন করে দেখলো যে, বিড়ালটির ওজন সর্বমোট এক কে জি। সে স্ত্রীকে বললো, ওহে বেহায়া, এ ওজন কী বিড়ালের, নাকি মাংসের? যদি মাংসের হয়, বিড়াল কোথায়? আর যদি বিড়ালের হয়, মাংস কোথায়? (মসনবী)

সবক ঃ কাগজের নৌকা দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকে না, কাঠের পাত্র সোজা থাকে না, মিথ্যা একদিন না একদিন প্রকাশ পায়। প্রবাদ আছে, চোরের দশ দিন, গৃহস্তের একদিন।

কাহিনী নং ৬৬৬
হযরত আবু সাঈদ (রহঃ)

হযরত আবদুর রহমান বিন জাফর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন, আমি বসরায় বসবাস করতাম। আমার বাসার পাশেই যে মসজিদটি ছিল সেখানে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায় করতাম। সেই মসজিদের ইমাম ছিলেন এক বুজুর্গ ব্যক্তি, যিনি আবু সাঈদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক বছর আমি হজ্বের উদ্দেশ্য ঘর থেকে বের হলাম। সে বছর ভীষন গরম পড়ছিল। আমি যে কাফেলার সাথে ছিলাম, রাত্রে ওদের থেকে আলাদা হয়ে সারা রাত সফর করতাম এবং ভোর হলে নিকটস্থ কোন মনজিলে বিশ্রাম নিতাম। দিনভর সেখানে অবস্থান করতাম। রাত্রে সেখানে কাফেলা এসে পৌছলে আমি পুনরায় যাত্রা দিতাম। এভাবে কয়েক রাত চলার পর একরাত্রে আমি পথ হারিয়ে ফেললাম এবং কাফেলা থেকে একেবারে আলাদা হয়ে জনমানবহীন ও গাছপালাবিহীন এক ভয়াল মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছলাম। সূর্য উদিত হতে দেখে ঘাবড়িয়ে গেলাম। এখন কি করি। দুপুরের তাপামাত্রা, মরুভূমির উত্তপ্ত বালি ও কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন এ সব চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়লাম। মৃত্যু অত্যাসন্ন জেনে এক জায়গায় শুয়ে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ কোন এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলাম, যিনি আমার নাম ধরে আহবান করছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে চোখ খুলে দেখি আমাদের মসজিদের ইমাম জনাব আবু সাঈদ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এ বিরান মরুভূমিতে ওনাকে দেখে আমি আরও বিস্মিত হলাম এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। জনাব আবু সাঈদ বললেন, তোমাকে

ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে। আমি বললাম, হ্যা, আমি খুবই ক্ষুধার্ত। তিনি আমাকে একটি রুটি দিলেন। আমি সেটা খেয়ে নিলাম। পানি দিলেন, সেটাও পান করলাম। এতে প্রান শক্তি ফিরে পেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমার পিছনে পিছনে চল। আমি ওনাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। কিছুক্ষন চলার পর পবিত্র মক্কানগরীর সুউচ্চ প্রাচীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো এবং অল্পক্ষনের মধ্যে মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছে গেলাম। তিনি সেখানে এক জায়গায় আমাকে বসিয়ে বললেন, তুমি এখানে অপেক্ষা কর। তিন দিন পর তোমার কাফেলা এখানে এসে পৌছবে। তিনি আমাকে একটি রুটি দিলেন এবং বললেন, এটা তোমার জন্য যথেষ্ট। ঠিকই সেই রুটি থেকে দু'টুকরা খেলেই পেট ভরে যায়। তিনদিন পর্যন্ত সেটা খেয়ে রইলাম। তৃতীয় দিন কাফেলাও এসে পৌঁছলো। যখন আমরা আরাফাতের ময়দানে গেলাম, সেখানে জবলে রহমতের নিকট জনাব হযরত আবু সাঈদকে প্রার্থনারত দেখলাম। আমি সালাম দিলে, তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, কোন কিছুর প্রয়োজন থাকলে বল। আমি বললাম, আমার জন্য দো'য়া করুন। তিনি আমার জন্য দু'আ করলেন। এরপর তাঁকে আর দেখা গেল না। হজ্বের পর বসরায় ফিরে আসলাম। পরদিন সকালে যথারীতি ফজর নামায পড়তে মসজিদে গেলে জনাব আবু সাঈদকে নামায পড়াতে দেখলাম। নামাযের পর তিনি যথারীতি ওয়াজও করলেন। ওয়াজের পর আমি তাঁর সাথে মুসাফাহা করতে গেলে তিনি আমার হাতে একটু চাপ দেন। এতে আমি বুঝে গেলাম যে সেই রহস্যভরা কাহিনী যেন কারো কাছে প্রকাশ না করি। আমি মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাছে জানতে চাইলাম যে ইমাম সাহেব মাঝখানে কোথাও গিয়েছিল কিনা। মুয়াজ্জিন বললেন একদিনের জন্যও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না, যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িয়েছেন এবং ফজরের নামাযের পর নিয়মিত ওয়াজও করেছেন। এ কথা শুনে আমি নিশ্চিত হলাম যে হযরত আবু সাঈদ নিশ্চয় একজন আবদাল।

(রউজুল ফায়েক -৫৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলার মকবুল বান্দাগনকে আল্লাহ তাআলা অনেক বড় বড় ক্ষমতা দান করেছেন। তাঁরা যে কোন দূরত্বের পথ মূহুর্তে অতিক্রম করতে পারেন। তারা একই সময়ে কয়েক জায়গায় অবস্থান করতে পারেন। তারা বিপদ আপদের সময় সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন।

কাহিনী নং - ৬৬৭

যিকিরকারী এক বান্দা

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, একদিন আমি মসজিদে হারাম থেকে বের হয়ে আবি কুবাইস পাহাড়ের দিকে গেলাম। সেখানে এক কালো ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি বড় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন। তিনি বারবার এটাই বলছিলেন أَنْتَ أَنْتَ يَاهُوْ يَاهُوْ (আনতা, আনতা, ইয়াহু, ইয়াহু) বার বার এ শব্দগুলো উচ্চারণ করতে দেখে আমি ওনাকে বললাম, তুমি কি পাগল? তিনি বললেন হে শাইখ, পাগলতো সে, যে এতদূর পথ অতিক্রম করে এখানে আসলো এবং এ সময়ের মধ্যে একটি বারও আল্লাহর যিকির করলো না। আমি বললাম, ভাই, আল্লাহর যিকির মনে মনে করা অধিক উত্তম। তিনি বললেন, আপনার কথা ঠিক, তবে অন্তর যখন আল্লাহর যিকিরে ভরপুর হয়ে যায় তখন মুখও চালু হয়ে যায়। এ কথাটুকু বলে তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি খুব লজ্জিত হলাম এই ভেবে যে আল্লাহর এক মকবুল বান্দাকে কেন বিরক্ত করলাম। সেদিন দিবাগত রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম এক অদৃশ্য আহবানকারী বলছেন, সেই কালো রং এর মানুষটি আমার কাছে বড় মর্যাদা প্রাপ্ত। কিয়ামতের দিন আমি ওকে এমন এক নূর দান করবো, যেটার আলোকে ওর আশপাশ ঝলমল করবে। (রউজুল ফারেক - ৭৭ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগনের অন্তর ও মুখ সদা আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকে। তাঁদেরকে কখনো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। কারণ তাঁরা আল্লাহর কাছে অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

কাহিনী নং - ৬৬৮

তিন তীর

হযরত ফদিল (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ছিলেন একজন নামকরা বড় ডাকাত। এক রাত্রে তিনি স্বীয় গোলামের কোলে মাথা রেখে রাস্তার ধারে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় রাস্তা অতিক্রম কালে এক কাফেলা ফদিলকে দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সবাই চিন্তা করতে লাগলো, এখন কি করা যায়। কাফেলার মধ্যে তিনজন হাফেজে কুরআন ও ক্বারী ছিলেন। তাঁরা বললেন- আমরা তিনটা তীর নিক্ষেপ করে দেখি। এতে কাজ হতে পারে। অতঃপর ওনাদের মধ্যে একজন

ফদিলকে শুনিয়ে কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন -

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য কি সে সময় আসেনি যে যিকরে ইলাহী দ্বারা হৃদয় কেঁপে উঠে। ফদিল এ আয়াত শুনে শিহরিয়ে উঠলেন। এর পর পর দ্বিতীয় জন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন -

فَفِرُّوْا إِلَى اللّٰهِ إِنِّيْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ কর। আমি তোমাদেরকে তাঁর ভয় দেখাচ্ছি। এ আয়াত শুনে ফদিল চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ইত্যোবসরে তৃতীয় জন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন -

وَأَنِيْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ.

অর্থাৎ স্বীয় সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোনিবেশ কর এবং আযাব নাযিল হওয়ার আগেই আত্মসমর্পন কর। কেননা ঐ সময় কোন সাহায্য তোমাদের মিলবে না।

এবার ফদিল একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন এবং সাথীদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা সবাই চলে যাও। অমি আমার কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত। আমার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় বাসা বেঁধেছে- এতটুকু বলে তিনি মক্কা মুয়াজ্জমার দিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং আন্তরিকভাবে তওবা করে আল্লাহর ওলীগনের অন্তভুক্ত হয়ে গেলেন। (নুজহাতুল মাজালিস ঃ ২ জিঃ ৬৫ পৃঃ)

সবক ঃ খোদাভীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে, গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর মকবুল বান্দা হয়ে যায়।

কাহিনী নং - ৬৬৯

হালুয়া খরিদদার

আহমদ নামে এক বুজুর্গ ছিলেন। যিনি কর্জ করে লোকদেরকে পানাহার করাতেন, এ অভ্যাসের কারণে ওনার অনেক টাকা কর্জ হয়ে যায়। তিনি যখন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন, কর্জ দাতারা তাঁর কাছে এসে কর্জ টাকা ফেরত চাইলো এবং বললো মৃত্যুর আগে কর্জটা আদায় করে যান। সে সময় এক হালুয়া বিক্রেতা বালক হালুয়া নিয়ে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। হযরত আহমদ ওকে ডাকলেন এবং সব হালুয়া ক্রয় করে নিলেন এবং উপস্থিত কর্জ দাতাদেরকে সেটা খাওয়ালেন। ছেলেটা হালুয়ার টাকা চাইলে তিনি বললেন, ওখানে গিয়ে বস, যেখানে ওরা বসে আছে। এরা সব আমার

পাওনাদার। তুমিও ওদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এ কথা শুনে ছেলেটা কেঁদে দিল এবং বললো আমি গরীবের ছেলে, আমার আব্বা আমাকে মারবে। উপস্থিত লোকদের কাছে এটা খুবই খারাপ লাগলো। তারা বলাবলি করতে লাগলো, কাজটি ঠিক হয়নি। সে বুজুর্গ লোকটি কিন্তু নিশ্চুপ বসে রইলেন। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি এসে ওনাকে অনেক টাকা দিল এবং বললো অমুক ব্যক্তি পাঠিয়েছেন। হযরত আহমদ সে টাকা থেকে সকল কর্জদাতাদের কর্জ আদায় করে দিলেন। তাঁর এক খাদেম আরয করলো, হযুর! এর মধ্যে কি রহস্য ছিল যে মৃত্যু সায়াহ্নেও আপনি একটি বালক থেকে হালুয়া ক্রয় করে কর্জের বোঝাটাকে আরও বৃদ্ধি করে ছিলেন? তিনি বললেন, আমি যখন খোদার কাছে আমার কর্জ আদায় হয়ে যাওয়ার প্রার্থনা করলাম, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো, কর্জ আদায়টা কোন ব্যাপার নয়। তবে কেউ কাঁদলে আমার রহমতের সাগর উথলিয়ে উঠে। কিন্তু আমার কর্জ দাতাদের মধ্যে কেউ ক্রন্দনকারী নয়। সবাই নিশ্চুপ বসে আছে। এ জন্য আমি গরীব ছেলেটার হালুয়া ক্রয় করেছি। যখন ছেলেটা কান্না শুরু করলো, তখন রহমতের সাগর উথলিয়ে উঠলো। এটা ছিল আমার একটি আমল, যা কাজে আসলো। (মসনবী)

সবক ঃ আল্লাহর কাছে আন্তরিক কান্নাকাটি খুবই গ্রহনযোগ্য। যে ব্যক্তি স্বীয় গুনাহসমূহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে এবং আন্তরিকভাবে তওবা করে, সে মাফ পেয়ে যায়।

কাহিনী নং - ৬৭০
চালাক শৃগাল

এক বাঘ বনের জীবজন্তুদেরকে নির্দেশ দিল আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আগের মত মারধর করে, দৌড়িয়ে শিকার ধরে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি অমুক গর্তে অবস্থান নিচ্ছি। তোমরা নিজেরাই মনোনিত করে প্রতিদিন আমার জন্য একটি জানোয়ার পাঠিয়ে দিবে। যেন আমি সেখানে বসেই আমার শিকার পেয়ে যাই। পশুকূল এ শাহী নির্দেশ পেয়ে প্রতিদিন কোন না কোন পশু মনোনিত করে সেই গর্তে প্রেরণ করতে শুরু করলো। ১০/১৫ দিন পর শৃগালের পালা আসলো। এবার শৃগালকে যেতে হবে। যাত্রা কালে শৃগাল সবাইকে বললো আমার জন্য দু'আ কর। ইনশাআল্লাহ আজ আমি সবাইকে এ মরন ফাঁদ থেকে উদ্ধার করবো। যেকোন প্রকারে আজ আমি এ বাঘকে খতম করবো। অতঃপর শৃগাল যাত্রা দিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে একটু দেরীতে গর্তের

সামনে গেল। বাঘ রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলো, এত দেরী কেন? শৃগাল করজোড়ে বললো, হুযুর, আমরা দু'বোন আপনার জন্য যথা সময়ে আসতে ছিলাম। পথে অন্য একটি বাঘ আমার বোনকে জোর করে ধরে রাখলো এবং 'ওকে আমিই খাব' বলে নিয়ে গেল। আমি ওকে অনেক অনুনয় বিনয় করে বলেছি যে আমরা দু'জন আমাদের বাদশাহের খোরাক। কিন্তু সে আমার কোন কথা শুনলো না এবং আপনাকেও কোন পাত্তা না দিয়ে আমার বোনকে নিয়ে চলে গেল। এ কাহিনী শুনে বাঘ খুবই রেগে গেল এবং বললো- সে বাঘের কাছে আমাকে নিয়ে চলো, প্রথমে তার শায়েস্তা করে আসি। শৃগাল ওকে এক গভীর কূপের কাছে নিয়ে গেল। বাঘকে কূপের কিনারে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে কূপের পানির দিকে ইশারা করে বললো, হুযুর, ঐ যে দেখুন- আমার বোনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঘ পানিতে নিজের ও শৃগালের প্রতিছবি দেখে নিশ্চিত হলো যে ঘটনাতো ঠিকই। রাগে আরও অস্থির হয়ে তর্জন-গর্জন করে কূপে ঝাপ দিল এবং পানিতে হাবুডুবু খেতে লাগলো। শৃগাল বাঘকে বিদায়ী সালাম দিয়ে চলে গেল। বাঘ কিছুক্ষন হাবুডুবু খেয়ে মরে গেল। (মসনবী শরীফ)

সবক ঃ কারো প্ররোচনায় স্বজাতির উপর জুলুম করা অনুচিত। স্বজাতির উপর জুলুম করা মানে নিজের উপর জুলুম করা। তাই হিংসা বিদ্বেষের বসবর্তী হয়ে কারো প্রতি জুলুম করতে নেই।

কাহিনী নং - ৬৭১
ঐক্য

এক জংগলে দুটি ষাঁড় এক সঙ্গে বাস করতো। একটি বাঘ কয়েক বার ওদের উপর আক্রমন চালালো কিন্তু বার বার বিফল হলো। কারণ ষাঁড় দুটি সব সময় এক সঙ্গে থাকতো। এক মূহুর্তের জন্যও পৃথক হতো না। বাঘ আক্রমন করতে উদ্ধত হলে উভয়ে একজোট হয়ে শিং দ্বারা গুতো দিয়ে বাঘকে তাড়িয়ে দিত। এভাবে বারবার ব্যর্থ হয়ে বাঘ একটি ফন্দি করলো। একদিন একটি ষাঁড়কে একটু আলাদা পেয়ে অপরটি না শুনে মত বললো- ভাই, অনর্থক কেন নিজের জানটাকে বিপদে ফেলছ। খোদার কসম করে বলছি, তোমার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমার যত আক্রোশ, সব তোমার বন্ধুর প্রতি। ওকে আমি ছাড়বো না। তুমি আমার সুপরামর্শ গ্রহন কর এবং ওর সঙ্গ ত্যাগ কর। বোকা ষাঁড় ওর ধোকায় পরলো এবং পরস্পর

আলাদা হয়ে গেল। এ সুযোগে বাঘ উভয়কে শিকার করলো। (মসনবী শরীফ)
সবক ঃ একতাই শক্তি। দুশমনের পরামর্শ কখনো শুনতে নেই।

কাহিনী -৬৭২
মনের কথা

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বর্ননা করেন, শাহ আবদুর রহীম সাহেবের প্রথম পীরের নামও শাহ আবদুর রহীম ছিল। তিনি তাঁর পীর প্রসঙ্গে বলেন, একবার আমি আমার পীরের মাথা টিপছিলাম। পীরসাহেব বল্লেন আরও ভালকরে জোরে জোরে টিপ দাও। আমার মনে ধারনা হলো যে যদি খুব জোরে চাপদি, তাহলে মাথাটা রসালো ফল তরমুজের মত গলে যাবে। পীর সাহেব বললো, ভাই, তুমি জোরে জোরে চাপ দাও, রসালো ফল তরমুজের মত আমার মাথা গলে যাবে না। (মলফুজাতে হুসনুল আজীজ ৫২ পৃঃ)
সবকঃ আল্লাহর ওলীদের কাছে কোন কথা গোপন থাকে না। তাঁরা মনের কথাও জেনে ফেলেন।

কাহিনী নং - ৬৭৩
দূর নিক্ষেপন

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বর্ণনা করেন - পশ্চিমা দেশের এক সাধক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে একশত পঞ্চাশ টাকা কর্জ চাইলো। ধনাঢ্য লোকটি বললো আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধুর এক শত্রু লন্ডনে বসবাস করে। যদি তুমি কোন উপায়ে সে লোকটাকে মেরে ফেলতে পার, তাহলে আমি তোমাকে ওনার কাছ থেকে একশত পঞ্চাশ টাকা নিয়ে দিব। সাধক এতে সম্মত হলো এবং ওকে সে ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেল। সাধক একটি আয়না আনালো এবং সেই ব্যক্তিকে আয়না দেখতে বললো। আয়নাতে সে লন্ডন শহর দেখতে পেল এবং সে আরও দেখলো যে সেই শত্রু বাজারে যাচ্ছে। সাধক ওকে বললো, আপনার লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে ফায়ার করুন। সে ফায়ার করলো এবং গুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। সে আয়নাতে দেখতে পেল যে তার সেই শত্রু গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল। মনের শান্তনা ও নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে লন্ডনে এক পরিচিত ব্যক্তির কাছে ফোন করে জানতে চাইলো, অমুক ব্যক্তি কি অবস্থায় আছে। ওখান থেকে খবর আসলো যে অমুক তারিখ লোকটি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। কে গুলি

করলো, এর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। পুলিশ জোর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও হত্যাকারী সনাক্ত করা যায়নি। শত্রু নিধন নিশ্চিত হয়ে লোকটি প্রতিশ্রুত টাকা থেকে আরও কিছু অতিরিক্ত টাকা সেই পশ্চিমা দেশের লোকটিকে দিল। পশ্চিমা লোকটি কেবল ১৫০/-টাকা নিয়ে অতিরিক্ত টাকাগুলো ফেরত দিয়ে দিল।
(মলফুজাতে হুসনুল আজীজ- ৯৬ পৃঃ)
সবক ঃ একজন সাধারন লোকের ব্যাপারে যিনি এ ধারনা পোষন করেন, ওনার মুখে নবী-ওলীর মোজেযা-কেরামত সম্পর্কে কটাক্ষ করা কি করে শোভা পায়? উনি কি করে বলতে পারেন "যার নাম মুহাম্মদ, উনি কোন কিছুর মালিক-মুখতার নয়, তিনি কিছু করতে পারেন না"।

কাহিনী নং - ৬৭৪
হক! হক!! হক!!!

শেখ আহমদ আবদুল হক রুদুলভী বিবাহ করে ছিলেন এবং সন্তানাদিও হয়েছিল। কিন্তু সন্তান জন্মের পর তিনবার হক, হক হক বলে মারা যেত। একবার তাঁর স্ত্রী এ দুঃখের কারণে তাঁর সামনে কান্নাকাটি করলেন। তিনি স্ত্রীকে সান্তনা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, এবার যে সন্তান জন্ম হবে, সেটা বেঁচে থাকবে। তাই হলো.পরবর্তীতে যে সন্তান জন্ম হলো সেটা হক হক হক করলো না এবং জীবিত রইলো।
(মলফুজাতে হুসনুল আজীজ ৫০০ পৃঃ)
সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাদের কাছে ফরিয়াদ করা, আল্লাহর ওলীগনের কাছে সন্তান ও সন্তানের জিন্দেগী কামনা করা শিরক নয়। আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ যা বলেন, তা হয়ে যায়।
বিঃ দ্রঃ- উপরোক্ত কাহিনী তিনটি মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর কিতাব হতে সংগৃহিত। তাই যিনি এ ধরনের কাহিনী লিখতে পারেন, তাঁর মুখে এর বিপরীত কথাবার্তা মোটেই শোভা পায় না।

কাহিনী নং - ৬৭৫
ফেরাউনের ধ্বংস

একদিন আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন- হে মূসা, আমার পক্ষ থেকে ফেরাউনকে জিজ্ঞেস কর যে, সে কি আমার সাথে আপোষ করতে আগ্রহী কি

না? যদি আগ্রহী হয়, তাহলে ওকে বল, তুমি তো সারা জীবন স্বীয় নফসের গোলামীতে অতিবাহিত করেছ। এখন থেকে যদি এক বছরও তুমি আল্লাহর মর্জি মুতাবিক চল, তাহলে তোমার সারা জীবনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। যদি তোমার পক্ষে এতটুকু সম্ভব না হয়, তাহলে কেবল একমাস আল্লাহর আনুগত্য কর। যদি সেটাও না পার, তাহলে কেবল একটা দিন অনুগত্য কর। যদি এটাও না পার, তাহলে এক নিশ্বাসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ফেল। এতে তোমার ও আল্লাহর মধ্যে আপোষ হয়ে যাবে।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন এ সত্যের পয়গাম ফেরাউনকে পৌঁছালেন, সে রাগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং তার সমস্ত বাহিনীকে একত্রিত করে ভরপুর দরবারে ঘোষনা করলো- আমি ছাড়া আবার অন্যপ্রভূ কে? اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আমিই তোমাদের সর্বোচ্ছ প্রভূ। ফেরাউনের এ অহংকারী ঘোষনা শুনে আসমান জমীন কেঁপে উঠলো এবং ওকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসলো- ফেরাউন কুকুরের মত। ওর জন্য এক টুকরা কাঠই যথেষ্ট। হে মূসা, তুমি তোমার লাঠিটা মাটিতে রাখ। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম লাঠিটা মাটিতে রাখা মাত্র সেটা এক বিরাট অজগর সাপ হয়ে গেল। মূসা আলাইহিস সালাম এ লাঠি নিয়ে ফেরাউনের দরবারে গেলেন এবং ওকে লাঠির সেই দৃশ্য দেখালেন এতে ফেরাউন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অন্দর মহলে পালিয়ে গেল। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে ফেরাউন! যদি তুমি ঘর থেকে বের হও, তাহলে আমি আমার লাঠিকে তোমার কাছে পৌঁছে যাবার নির্দেশ দিব। একথা শুনে ফেরাউন বললো, হে মূসা! আমাকে কিছু সময় দাও এবং এত সহসা বিনাশ কর না। আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন, হে কলীম, ওকে সময় দাও। হযরত মূসা আলাইহিসসালাম ওকে চল্লিশ দিনের সময় দিলেন। কিন্তু সেই জালিম আল্লাহকে অস্বীকার ও কুফরীতে অটল রইলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ওকে দুনিয়া ও আখেরাতের আজাবে নিক্ষেপ করলেন। দুনিয়াতে তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারলেন এবং আখেরাতে জাহান্নামের ভয়ানক আজাব ওর জন্য নির্ধারন করলেন।

(নুজহাতুল মাজালিস - ২২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা বড় মেহেরবান ও ক্ষমাশীল। কোন ব্যক্তি সারা জীবন গুনাহের কাজে মশগুল রইলো। কিন্তু এক মুহূর্তও যদি আন্তরিকভাবে তওবা করে,

আল্লাহ ওর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল, গর্ব, অহংকার ও আমিত্ব খুবই খারাপ। এর দ্বারা মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। এ সব একমাত্র আল্লাহর জন্যই শোভা পায়। নবীগণকে অনেক বড় বড় মোজেজা দান করা হয়েছে। যারা নবীগনের অনুসরন করে না, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে আজাবে পতিত হয়।

কাহিনী নং - ৬৭৬
গাভী

এক বুজুর্গ এক ব্যক্তিকে গাভী পূজা করতে দেখলেন। তিনি ওকে বললেন, ওহে মূর্খ, গাভীর পূজা করিওনা, এসব পূজা ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাও এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ পড়ে নাও। লোকটি বললো, আমি কখনো এ কলেমা পড়বো না। বুজুর্গ লোকটি গাভীর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে গাভী, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর প্রভাবে তুমি আগুনের শিখা হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে গাভীটি অগ্নিশিখা হয়ে গেল। পুনরায় বুজুর্গ ব্যক্তিটি লোকটিকে বললেন- দেখ, এখনও সময় আছে, কলেমা পড়ে নাও, নচেৎ তুমিও অনুরূপ অগ্নিশিখা হয়ে যাবে। লোকটি কালবিলম্ব না করে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

(নুজহাতুল মাজালিস -১ জিঃ ৪১ পৃঃ)

সবক ঃ বুজুর্গগন মানুষকে মন্দকাজ থেকে বারন করেন। তাঁদের কারামত বরহক।

কাহিনী নং - ৬৭৭
এক ধর্ম যাজকের স্বপ্ন

হযরত মালেক বিন দিনার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এক দিন এক গির্জার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গির্জার অভ্যন্তরে ধর্ম যাজককে এ রকম বলতে শুনলেন- হে পবিত্র সত্ত্বা, হে গুনাহগারদের ক্ষমাকারী, হে রহমানুর রহীম, আমি তোমার শাস্তি থেকে অব্যাহতির আবেদন করতেছি, এবং স্বীয় গুনাহসমূহের মাগফেরাত কামনা করছি। হযরত মালেক বিন দিনার এ আওয়াজ শুনে ধর্মযাজকের কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন- এ পরিবর্তন কি করে আসলো? সে বললো আমি খৃষ্টান ছিলাম কিন্তু এখন নই। ব্যাপার হলো, কয়েকদিন আগে আমি স্বপ্ন দেখলাম, এক ব্যক্তি আমাকে খুবই শান্তনাদায়ক সূরে বললেন, হে যাজক, আর কতদিন শিরক ও কুফরীতে নিমর্জিত

থাকবে? এতে কোন সন্দেহ নেই যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন উচ্চ মর্যাদাবান বান্দা ও তাঁর পয়গাম্বর। কিন্তু উনি কক্ষনো খোদা বা খোদার বেটা নয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি গুনাহগারদের সুপারিশকারী, সর্বশেষ নবী, যার সুসংবাদ ঈসা আলাইহিস সালামও দিয়ে গেছেন, যার আগমনের ভবিষ্যদ্বানী পবিত্র ইন্জীলেও মওজুদ আছে। আমি সেই ব্যক্তি, যার নবুয়াতের সাক্ষ্য মূসা আলাইহিস সালামও দিয়েছেন এবং পবিত্র তওরাতেও বর্নিত আছে। অতঃপর সেই মহান ব্যক্তি তাঁর পবিত্র রহমতের হাত আমার বুকের উপর বুলিয়ে দিলেন এবং এ দু আ পড়লেন اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْ عَبْدَكَ الرَّشَادَ وَوَفِّقْهُ لِلسَّدَادِ (হে আল্লাহ! তোমার বান্দার অন্তরে হেদায়াতের আলো দান কর এবং ওকে সৎপথ কবুল করার তৌফিক দান কর।) ঘুম ভাঙ্গার পর আমি নিজেকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট পেলাম। আল্লাহর লাখো শুকর, আমি এখন মুসলমান।

(নুযহাতুল মাজালিস ১জিঃ ৪১ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের আকা মওলা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এখনও জীবিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির হেদায়তকারী ও পথ প্রদর্শক। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লম) যার প্রতি করুনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়; দোযখী জান্নাতের অধিকারী হয়ে যায়।

কাহিনী নং - ৬৭৮

পুরোহিতের প্রশ্নাবলী

আল্লাহর এক সাহসী নেক বান্দা পথ ভুলে এক উচু পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উপনিত হলেন। তিনি সেখানে খৃষ্টানদের এক বিরাট সমাবেশ দেখলেন। সমাবেশের মাঝখানে একটি শানদার চেয়ার খালি পড়ে থাকতে দেখে তিনি কোন একজনকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে তাঁকে জানায় যে প্রতি বছর আমাদের এখানে এক পুরোহিত আসেন এবং ওয়াজ নসীহত করেন। এ জন্য আজ আমরা এখানে জামায়েত হয়েছি এবং এ চেয়ার তাঁরই জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এ কথা শুনে তিনিও এক কিনারে বসে গেলেন। অল্প কিছুক্ষন পর এক পরোহিত আসলো এবং সেই চেয়ারে বসে চারিদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো- সমবেত খৃষ্টান ভায়েরা, আজ আমি তোমাদের

সামনে কোন ওয়াজ করবো না। কেননা এ সমাবেশে উম্মতে মুহাম্মদীর কোন একজন উপস্থিত আছে। এ কথা বলে সে পুনরায় চারিদিকে থাকালো এবং জোর গলায় বললো- হে মুহাম্মদী, আমি তোমাকে তোমার ধর্মের কসম দিচ্ছি। তুমি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াও যেন আমরা তোমাকে সনাক্ত করতে পারি এবং তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে সেই মরদে মুজাহিদ দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং পুরোহিতের সামনে এসে বললেন, আমিই মুহাম্মদী, কি বলার আছে, বলুন। পুরোহিত বললো, আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে, সে গুলোর উত্তর দিন। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমি শুনেছি যে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে নানা ধরনের ফলমূল তৈরী করেছেন, দুনিয়াতে কি অনুরূপ কোন ফল আছে? মরদে মুজাহিদ উত্তরে বললেন, হ্যাঁ দুনিয়াতেও অনুরূপ ফল রয়েছে। তবে জান্নাতের ফলের সাথে কেবল নাম ও রঙে সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু স্বাদে জান্নাতের ফলের সাথে কোন তুলনা নেই। পুরোহিত পুনরায় জিজ্ঞেস করলো- আমি শুনেছি যে জান্নাতে এমন কোন ঘর ও বালাখানা নেই, যেটার উপর তুবা বৃক্ষের একটি ডালি মওজুদ নেই। দুনিয়াতে কি এ রকম কোন নজির আছে? মরদে মুজাহিদ বললেন, হ্যা, এ রকম নিদর্শন আছে। যেমন সূর্য যখন আসমানের মাঝখানে আসে, তখন তুবা বৃক্ষের ডালির মত সূর্যের কিরন সব জায়গায় ছড়িয়ে পরে। পুরোহিত আবার জিজ্ঞেস করলো- আমি শুনেছি জান্নাতে চারটি নদী আছে, যে গুলোর পানির স্বাদ ভিন্ন। কিন্তু সব নদীর উৎপত্তির স্থল এক, অভিন্ন। দুনিয়াতে কি এ রকম কোন নজির আছে? মরদে মুজাহিদ বললেন, হ্যা, এ রকম নজিরও দুনিয়াতে আছে। দেখুন, কান থেকে যে পানি বের হয়, সেটা কটু; চোখের পানি নুনতা, নাকের পানি দুর্গন্ধময় এবং মুখের পানি মিঠা। অথচ এ সবের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মাথা। পুরোহিত বললো- যথার্থ হয়েছে। আর মাত্র একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। সেটা হচ্ছে, আমি শুনেছি যে জান্নাতে জান্নাতবাসীগন নানা রকম পানাহার করবে। কিন্তু ওদের পায়খানা প্রশ্রাবের হাজত হবে না। দুনিয়াতে এ রকম কোন নজির আছে? মরদে মুজাহিদ বললেন, হ্যাঁ, এর উদাহরণও রয়েছে, দেখুন, যখন শিশু মায়ের পেটে থাকে, তখন সে যেটা খেতে চায়, সেটার আগ্রহ মায়ের মনে সৃষ্টি করে দেয় এবং খোদার খুদরতে সেই খাদ্য শিশুর পেটে পৌঁছে যায়। কিন্তু যতদিন মায়ের পেটে থাকে, ততদিন পায়খানা প্রশ্রাব করে

কাহিনী নং - ৬৮১
নামাযের বরকত

এক ব্যক্তি এক সুন্দরী বিবাহিতা মহিলার প্রতি আসক্ত হয়ে ওর প্রতি প্রেম নিবেদন করে। মহিলার স্বামীটা ছিল একজন নেককার লোক ও স্থানীয় মসজিদের ইমাম। মহিলাটি এ খবর স্বীয় স্বামীকে অবহিত করলে, সে স্ত্রীকে বললো- তুমি ওকে বলিও, 'যদি তুমি চল্লিশ দিন আমার স্বামীর পিছন নামায পড়, তাহলে তুমি যা চাও, তাতে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করবো'। মহিলাটি স্বামীর শিখানো কথাটি ঐ লোকটাকে বললো। লোকটা এতে দারুন খুশী হলো এবং নিয়মিতভাবে ওর স্বামীর পিছনে নামায পড়তে লাগলো। চল্লিশদিন পূর্ন হলে মহিলাটি ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো- এবার বল, তোমার মনঃবাসনা কি? লোকটি বললো- এখন আমার মনে তোমার প্রতি কোন আকর্ষন নেই। নামায পড়ে আমি যা অর্জন করেছি, এতে আমার মন থেকে যাবতীয় কু-লালসা দুরীভূত হয়ে গেছে। মহিলা এ বিবরন স্বামীকে শুনালে, সে বললো,আল্লাহ তাআলা নামায সম্পর্কে ইরশাদ করেন اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।) আমি এ আয়াতের আলোকে ওর চিকিৎসা করেছি।

(নুজহাতুল মাজালিস - ১ জিঃ ২০৪ পৃঃ)

সবক ঃ নামায বড় ফযীলতময়। নামায আদায়ের ফলে মন্দ ধ্যানধারনা দূরীভূত হয়ে যায়। অবশ্য যথা নিয়মে নামায আদায় করতে হবে। নতুবা কোন ফল হবে না।

কাহিনী নং ৬৮২
মা

এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলো যে হযরত আবু ইসহাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর দাঁড়ি মুবারক মনিমুক্তা দ্বারা সুশোভীত। লোকটি সকালে হযরত আবু ইসহাকের কাছে গিয়ে এ স্বপ্নের কথা বললে, তিনি বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ, কাল আমি আমার আম্মার কদমবুচি করেছিলাম। এটা সেটারই প্রতিফলন। (নুযহাতুল মাজালিস-১ জিঃ ২২৯ পৃঃ)

সবক ঃ মায়ের মর্যাদা অনেক উর্ধে। মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত। মায়ের কদমবুচি করার দ্বারা অনেক বরকত লাভ হয়।

কাহিনী নং - ৬৮৩
শাহী ফরমান

খলীফা হারুনুর রশীদের ছেলে মামুনের রাজত্বকালে এক অপরাধী শহর থেকে পালিয়ে গেল। মামুন ওর ভাইকে ধরে আনালেন এবং বললেন,তোমার ভাইকে হাজির কর, নচেৎ তোমাকে হত্যা করা হবে। সে আরজ করলো, খলীফা মহোদয়, আপনার অধীনস্থ কোন বিচারক কাউকে মৃত্যুদন্ড দিলো আর আপনি সেই মৃত্যুদন্ড রহিত করলেন, লোকটি রেহাই পাবে কিনা? মামুনুর রশীদ বললেন, নিশ্চয় রেহাই পাবে। লোকটি বললো, আমি আপনার সামনে সেই বড় বাদশাহের নির্দেশনামা পেশ করছি, যার করুনায় আপনি খলিফা হয়েছেন। আপনি আমাকে রেহাই দিন। খলীফা মানুনুর রশীদ বললেন, সেই হুকুমটা আমাকে শুনাও। তখন লোকটি কালামে পাকের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে খলীফাকে শুনালো لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (কাউকে অন্য জনের পাপের জন্য শাস্তি দিওনা) মামুনুর রশীদ এ আয়াত শুনে খুবই প্রভাবান্বিত হলেন এবং ওকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (তালিমুল আখলাক - ২৮৩পৃঃ)

সবক ঃ কুরআনী নির্দেশনার মুকাবিলায় অন্যসব নির্দেশনা বাতিল। নিরাপরাধ ব্যক্তিকে জ্বালাতন করা ও কষ্ট দেয়া কুরআনী আইনের বরখেলাফ।

কাহিনী নং - ৬৮৪
সবচে বড় বোকা

সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার তাঁর সভাসদকে বললেন, এমন একজন লোক তালাশ করে নিয়ে এসো, যে সবচে বোকা। এটা শুনে সবাই বোকার তালাশে বের হয়ে পড়লো। চারিদিকে খোঁজাখুঁজির পর এমন এক ব্যক্তিকে দেখলো, যে একটি উঁচু গাছের ডালের উপর বসে সেই ডালের গোড়া কাটতে ছিল। ডালটি কাটা গেলে, লোকটি নিশ্চিত নিচে পড়ে মারা যেত। লোকটিকে ধমক দিয়ে গাছ থেকে নামানো হলো এবং ধরে সুলতান মাহমুদের কাছে নিয়ে আসলো। অতপর দরবারে খাজির করে আরয করলো-হুযুর এ লোকটি বড় বোকা। ওকে আমরা এমনাবস্থায় পেয়েছি যে একটি বড় গাছের ডালের উপর বসে সেই ডালের গোড়া

কাটছিল। সুলতান মাহমুদ বললেন, ঠিকই, লোকটি বড় বোকা, তবে এর থেকেও বড় বোকা আছে। বল, সে কে? সবাই আরয করলেন, হুযূর আপনিই বলুন। সুলতান মাহমুদ বললেন, সেই শাসক সবচেয়ে বোকা, যিনি জুলুম অত্যাচার করে প্রজাদের ক্ষতি করে এবং পরিনতিতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।

(তালিমুল আখলাক - ৪৯৬ পৃঃ)

সবক ঃ প্রজাসাধারণ হচ্ছে গাছের গোড়ার মত আর শাসক হচ্ছে গাছের মত। গোড়ার উপরই গাছের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেক শাসকের উচিৎ যেন প্রজাসাধারনের কল্যানের প্রতি খেয়াল রাখা।

কাহিনী নং - ৬৮৫
মালিক সালেহ ও এক দরবেশ

সিরিয়ার বাদশাহ মালিক সালেহের নিয়ম ছিল যে তিনি রাত্রে এক গোলামকে সাথে নিয়ে মসজিদ ও মাযার সমূহে যাতায়াত করতেন এবং সেখানে অবস্থানরত প্রত্যেকের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। শীতের এক রাত্রে এক মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে এক দরবেশ খালি গায়ে ঠান্ডায় থর থর করে কাঁপছে এবং বলছে-হে আল্লাহ! দুনিয়ার বাদশাহ তোমার প্রদত্ত নেয়ামত রিপুর লালসা ও স্বাদ আহলাদে অপচয় করে। অভাবী ও দুর্বলদের কোন খবর রাখে না। তোমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের কসম, কেয়ামতের দিন সে যদি বেহেশতের ভাগী হয়, আমি সে বেহেশতে পদার্পন করবো না।

মালিক সালেহ এ আরজী শুনে ওর সামনে এগিয়ে গেলেন এবং দিনারের থলি ওর সামনে রেখে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, আমি শুনেছি যে দরবেশ জান্নাতের বাদশাহ হবে। এখন আমিই বাদশাহ, আপনার সাথে সন্ধি করার জন্য এসেছি। যেন কাল আপনি বাদশাহ হলে আমার সাথে দুশমনী না করেন। আমি ওসব বাদশাহদের দলভুক্ত নই, যারা গরীবদের অবজ্ঞা করে।

(তালীমুল আখলাক -৫০৬ পৃঃ)

সবক ঃ বড় বড় লোকদের উচিৎ গরীবদের প্রতি খেয়াল রাখা। যারা গরীব ও অভাবীদের প্রতি উদাসীন, তাঁদের পরিনাম ভাল নয়।

কাহিনী নং -৬৮৬
একটি ছেলের বুদ্ধিমত্তা

মেহমান নওয়াজীতে প্রসিদ্ধ মায়ান বিন যায়েদ নামে এক আমীরের দরবারে শত্রু পক্ষের কয়েক হাজার লোক বন্দি করে আনা হলো। আমীর হুকুম দিল- সবাইকে কতল করে দাও। শত্রুপক্ষের এক ছেলে দাঁড়িয়ে বললো- জনাব, আমি তৃষ্ণার্ত। কতল করার আগে পানি পান করানো হোক। সে পানির গ্লাস হাতে নিল এবং বললো, জনাব, আমার জন্য পানি পান করার চেয়ে পানিতে ডুবে মরাই উচিৎ। আমার পক্ষের সবাইকে তৃষ্ণার্ত রেখে আমি পান করতে পারি না। আপনার উদার অন্তরাত্মার কাছে আমার ফরিয়াদ, ওদেরকেও পানি পান করানোর হুকুম দিন। অতঃপর সবাইকে পানি পান করানো হলো। এবার সুযোগ বুঝে ছেলে বললো, জনাব, আমরা তো সব আপনার মেহমান হয়ে গেলাম এবং মেহমানদের হত্যা করা অশোভনীয় বরং ওদের ইজ্জত করার নির্দেশ রয়েছে। আমীর ছেলেটির বাকপটুতা ও বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হয়ে সবাইকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিল।

(তালিমুল আখলাক - ৫০৮ পৃঃ)

সবক ঃ যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযুক্ত সাবলিল কথাবার্তায় অনেক উপকার সাধিত হয়।

কাহিনী নং - ৬৮৭
নওশীরওয়া ও এক বৃদ্ধা

বাদশাহ নওশীরওয়া এক আলীশান রাজ প্রাসাদ তৈরী করিয়ে মন্ত্রীসভার সদস্যদেরকে দেখালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- এতে কি কোন খুঁত আপনাদের দৃষ্টি গোচর হচ্ছে? সবাই এক বাক্যে বললেন, অদ্বিতীয় মহল যার কোন তুলনা নেই। তবে প্রাসাদের এক কোনায় যে কুঁড়ে ঘরটা রয়েছে, সেটার চুলার ধোঁয়ায় প্রাসাদের দেয়ালটা কালো হয়ে যাচ্ছে। ওটা উচ্ছেদ করা উচিৎ, যেন প্রাসাদটা একেবারে নিখুঁত থাকে। বাদশাহ নওশীরওয়া বললেন, এ কুঁড়ে ঘরটা এক বুড়ীর। সে সারা জীবন এখানেই অতিবাহিত করেছে। এখন একেবারে জীবন সায়াহ্নে এসে উপনীত হয়েছে। আমি এ প্রাসাদ তৈরী করার সময় জায়গাটা আমার কাছে বিক্রি করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং এর বিনিময়ে ওর দাবীকৃত মূল্য বা অন্য কোন উন্নত ঘর দিতে রাজি ছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয়নি। জবাবে বলেছিল, হে বাদশাহ! এটা

আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। এখানেই আমি জন্ম হয়েছি এবং এটার প্রতি আমি আসক্ত। তাই আমি কিছুতেই এটা ত্যাগ করতে রাজি নই। আমিতো আপনার এতবড় সাম্রাজ্য দেখে আদৌ ঈর্ষান্বিত নই। কিন্তু আপনি কেন গরীবের এ ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরটার প্রতি লালায়িত। আমি ওর এ কথার পর আর বাড়াবাড়ি করিনি। আমার সীমানায় প্রাসাদ করলাম। প্রাসাদ তৈরী হওয়ার পর যখন দেখলাম বুড়ীর কুঁড়ে ঘরের কালো ধোঁয়ায় প্রাসাদের ক্ষতি হচ্ছে, তখন আমি বুড়ীর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম যে, আপনার কুঁড়ে ঘরে রান্না বান্না ত্যাগ করুন। আমি প্রতি দিন আপনার জন্য কোর্মা পোলাওসহ নানা প্রকারের তৈরী খাবার পাঠাবো। বুড়ী এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলেছে, সারা দেশে কত লোক অনাহারে-অর্ধহারে কষ্ট পাচ্ছে আর আমি ভুনা মুরগী খাবো, তা কিছুতেই সমীচীন নয়। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আমি সত্তর বছর যবের রুটি খেয়েছি। বাকী জীবনটাও সেভাবে কাটিয়ে দিতে চাই। আমার কুঁড়ে ঘরটি যে অবস্থায় আছে, সেভাবে থাকতে দাও। এটা তোমার ন্যায় বিচারের প্রতিক হয়ে থাকবে। তোমার অধীনস্থ আমির- ওমরারা যখন দেখবে যে তুমি একজন গরীবের কুঁড়ে ঘরের প্রতিও হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করনি, তখন ওরাও প্রজাদের সম্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করবে। আরও একটি কথা হলো, তোমার এ রাজ প্রাসাদ এ অস্থায়ী দুনিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কিন্তু আমার কুঁড়ে ঘরের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় তোমার ন্যায় বিচারের সাক্ষী হয়ে থাকবে। বুড়ীর এ কথা আমার খুবই মনঃপূত হয়েছে এবং বুড়ীকে প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহন করে নিলাম। বুড়ীর একটি গাভী ছিল, সে প্রতিদিন সকালে রাজ প্রাসাদের আঙ্গিনা দিয়ে এ গাভী জংগলে চড়াতে নিয়ে যেত এবং সন্ধ্যায় আসতো। এভাবে আসা যাওয়ায় আঙ্গিনায় দাগ পড়েছিল। একদিন রাজার এক কর্মচারী বুড়ীকে বললো বুড়ী তুমি রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনা দিয়ে গাভী আনা নেয়া বন্ধ কর। কারণ এতে রাজ প্রাসাদের সৌন্দযের ক্ষতি হচ্ছে,বুড়ী বললো, বাদশাহের বদনাম হয় জুলুমের কারনে। আমি যা কিছু করছি, বাদশাহের সুনামের জন্যই করছি। (তালিমুল আখলাক -৫১২ পৃঃ)

সবক ঃ নিজের স্বার্থে অন্যের হক আত্মসাৎ করা মোটেই উচিত নয়। ধনী হোক বা গরীব হোক, প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরন করা বাঞ্চনীয়। ন্যায় পরায়ন শাসক জন সাধারনের সব বিষয়ে খোঁজ খবর রাখে এবং তারাই ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকে।

কাহিনী নং - ৬৮৮

এক আবেদ

আগের উম্মতদের মধ্যে এক আবেদ সমুদ্রের মাঝে জনবসতিহীন এক দ্বীপে গিয়ে রাতদিন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতো। আল্লাহ তাআলা সেই দ্বীপে একটি আনার বৃক্ষ এবং একটি মিঠা পানির ঝর্ণা সৃষ্টি করে দিলেন। লোকটি আনার খেয়ে ও পানি পান করে আল্লাহর ইবাদত করে চারশ বছর অতিবাহিত করলো। উল্লেখ্য যে, যখন মানুষ একাকী জীবন যাপন করে এবং অন্য কারো সাথে সম্পর্ক থাকে না, তখন সে মিথ্যা, গীবত, চুরি, মোট কথা কোন অপরাধ করতে পারে না। তাই লোকটি যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত রইলো। হযরত আজরাইল (আঃ) যখন জান কবচ করতে আসলেন তখন লোকটি বললো, আমাকে এতটুকু সময় দিন, যেন তরতাজা অযু করে দু'রাকাত নামায পড়তে পারি এবং শেষ রাকাতের শেষ সিজদায় যেন আমার জান কবচ করা হয়। আজরাঈল (আঃ) তাই করলেন। ওর শরীর অবিকল রয়ে গেছে এবং এখনও সিজদারত আছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি আসমান থেকে অবতরন ও আসমানে আরোহন করার সময় ওকে সিজদারত অবস্থায় দেখতে পান।

কিয়ামতের দিন এ বান্দার আমল নামায় ইবাদত ছাড়া অন্য কোন কিছু থাকবে না। ওর হিসেব নিকাশের কোন প্রয়োজনই হবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমাবেন اِذْهَبُوْا بِعَبْدِىْ اِلٰى جَنَّتِىْ بِرَحْمَتِىْ (আমার বান্দাকে আমার করুনায় জান্নাতে নিয়ে যাও) এ বানী শুনে সে বান্দা আরয করবে -হে আল্লাহ! আমিতো আমার আমলের বদৌলতেই জান্নাতের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন, ওকে ফিরিয়ে আন এবং বিচারের কাটগড়ায় দাঁড় করাও, ওর আমল নামা এক পাল্লায় এবং চারশ বছর যাবত ওকে আমি যে নেয়ামত দান করেছি, সেখান থেকে কেবল চোখের নেয়ামত অন্য পাল্লায় রেখো। যখন ওজন করা হবে, তখন দেখা যাবে যে চারশ বছরের আমল থেকে চোখের নেয়ামতের ওজন অনেক বেশী। ইরশাদ করা হবে اِذْهَبُوْا بِعَبْدِىْ اِلٰى نَارِىْ بِعَدْلِىْ (আমার বান্দাকে আমার ন্যায় বিচার অনুযায়ী জাহান্নামে নিয়ে যাও)। এতে ঘাবড়ায়ে সে আরয করবে, হে আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে, তোমার রহমতই নাজাতের উপায়। পুনরায় ইরশাদ করা হবে اِذْهَبُوْا بِعَبْدِىْ اِلٰى جَنَّتِىْ بِرَحْمَتِىْ (আমার বান্দাকে আমার করুনায় জান্নাতে নিয়ে যাও।)

মলফুজাতে আলা হযরত ২ জিঃ ৮২ পৃঃ)

সবক ঃ নিজের আমলসমূহের উপর গর্ব করা অনুচিৎ। সর্বাবস্থায় আল্লাহর রহমতের কথা স্মরণ রাখা উচিৎ।

কাহিনী নং - ৬৮৯

জ্ঞানের মাহাত্ম্য

একটি হাদীছে বর্নিত আছে, আসরের নামাযের পরবর্তী সময়ে সমুদ্রের মাঝখানে ইবলীসের দরবার বসে এবং শয়তানদের রিপোর্ট গ্রহন করা হয়। কেউ বলে, সে এত জনকে যেনার কাজে নিয়োজিত করেছে, কেউ বলে সে এত জনকে শরাব পানে উৎসাহিত করেছে। এভাবে ইবলীস সবার কথা নিরবে শুনতে থাকে। কেউ বললো, আমি আজ অমুক ছাত্রকে লেখাপড়া থেকে বিরত রেখেছি। এ কথা শুনা মাত্র ইবলিস আসন থেকে নেমে এসে ওকে গলায় জড়িয়ে ধরে সাবাসী দিল এবং বললো তুমিই কাজের মত কাজ করেছ। অন্যান্য শয়তানরা এ দৃশ্য দেখে হিংসা ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে গেল। কেননা ওরা এত বড় বড় কাজ করলো, অথচ ওদেরকে কিছু বললো না এবং কোন সাবাসীও দিল না। ইবলীশ বললো তোমরা যা কিছু করেছ সেটা ওটার অভাবের কারনে করতে পেরেছ। যদি জ্ঞান থাকতো, তাহলে ওরা গুনাহ করতো না। বাস্তব প্রমান দেখানোর জন্য ইবলীস ওদেরকে বললো, তোমরা এমন একটি জায়গার নাম বল, যেখানে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী বাস করে এবং ওখানে একজন আলেমও থাকে। ওরা একটি জায়গার নাম উল্লেখ করলো। ইবলীস প্রত্যুষে শয়তানদেরকে নিয়ে সে জায়গায় পৌঁছলো এবং শয়তানরা মানবীয় আকৃতি ধারন করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো। সেই বড় ইবাদতকারী তাহাজ্জুদের নামাযের পর ফজর নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবার জন্য ঘর থেকে বের হলো। মানবীয় আকৃতিতে রাস্তায় দাঁড়ানো ইবলীস ওকে সালাম দিয়ে বললো- হুযূর, আমি একটি মাস্‌আলা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি। ইবাদতকারী বললো- কি জানার আছে, তাড়াতাড়ি বল, আমি নামাযে যাচ্ছি। ইবলীস পকেট থেকে একটি ছোট শিশি বের করে বললো, আল্লাহ তাআলা কি সমস্ত আসমান জমীন এ শিশিতে ভরে রাখার সামর্থ রাখে? ইবাদতকারী চিন্তা করে বললো, কোথায় আসমান জমীন আর কোথায় এ ক্ষুদ্র শিশি। ইবলীস বললো এটাই জানার ছিল, আপনি যেতে পারেন। অতঃপর শয়তানদেরকে লক্ষ্য করে বললো দেখলেতো ওকে আমি কিভাবে ঘায়েল করলাম। আল্লাহর কুদরতের উপর ওর ঈমান

নেই। ঈমানহীন ইবাদত কোন কাজে আসবে না।

সূর্য উদিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে আসছিল, ঐ এলাকার আলেম লোকটি তাড়াতাড়ি মসজিদে যাচ্ছিল। ইবলীস তাঁকে সালাম দিয়ে সেই একই মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন- মালাউন, তোমাকে ইবলীস মনে হচ্ছে। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। এ শিশিতো অনেক বড়। তিনি ইচ্ছে করলে, একটি সুইয়ের ছিদ্রে লাখ লাখ আসমান জমীন প্রবেশ করাতে পারেন। إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর সামর্থবান) আলেম লোকটি চলে যাওয়ার পর ইবলীস শয়তানদেরকে সম্বোধন করে বললো, দেখলে তো, এটা জ্ঞানেরই মাহাত্ম্য। (মলফূজাত - ২ জিঃ ২২ পৃঃ)

সবক ঃ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা একান্ত জরুরী। ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া শয়তানের প্রতারনা থেকে রক্ষা পাওয়া বড় মুশকিল।

কাহিনী নং - ৬৯০

মনের কথা

এক বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে তখনকার বাদশাহ দুআর জন্য গিয়েছিলেন। তখন ওনার কাছে হাদিয়া হিসেবে কিছু আপেল এসেছিল। তিনি সেখান থেকে একটা বাদশাকে দিলেন এবং বললেন, খাও। বাদশাহ বললেন- আপনিও একটা খান। তিনিও একটা নিলেন এবং উভয়ে আপেল খেতে লাগলেন। সেই সময় বাদশাহ মনে মনে ভাবলো যে খাঁচার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সুন্দর রং এর যে আপেলটি আছে, সেটা যদি উনি নিজ হস্তে আমার হাতে তুলে দেন, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তিনি সত্যিকার ওলী-বুজুর্গ। লোকটি সেই আপেলটি হাতে নিয়ে বললেন, আমি একবার মিশরে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখালাম, এক জায়গায় বিরাট জটলা, জটলার মাঝখানে এক ব্যক্তি একটি গাধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাধার চোখ দুটি কাপড় দ্বারা বাঁধা ছিল। যে কোন একটি জিনিস একজন থেকে নিয়ে অন্য জনের কাছে লুকিয়ে রাখা হতো এবং গাধাকে বলা হতো সেটা খুঁজে বের করার জন্য। গাধা জটলার চারিদিকে ঘুরে যার কাছে সে জিনিসটা থাকতো, ওর সামনে এসে মাথা দ্বারা স্পর্শ করতো। এ কাহিনীটা আমি এ জন্য বর্ণনা করলাম যে, এ আপেল যদি আমি না দিই, ওলী হলাম না আর যদি দিই, তাহলে ঐ গাধা থেকে অধিক কি করলাম? এ কথাটুকু বলে আপেলটি বাদশাহের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

(মলফুজাত - ৪ জি ঃ ১০ পৃঃ)

সবক ঃ মনের কথা বলা কোন কামালিয়াত নয়, এবং শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরনই কামালিয়াত।

কাহিনী নং - ৬৯১

জান্নাতী ফলের থোকা

একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নামাযরত অবস্থায় তাঁর হাত মুবারক সামনের দিকে বাড়ালেন যেন কিছু ধরতে চাচ্ছেন। পুনরায় হাত ফিরায়ে নিলেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ, আমরা আপনাকে আপনার হাত মুবারক আগে বাড়াতে এবং পুনরায় ফিরিয়ে নিতে দেখলাম। এর রহস্য কি? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন-

اِنِّی رَاَیْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا لَوْ اَخَذْتُهٗ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا

(আমি জান্নাত দেখলাম এবং জান্নাতের ফলের একটি থোকা ধরলাম। যদি আমি সেই থোকা ছিঁড়ে নিয়ে আসতাম, তাহলে তোমরা দুনিয়াতে যত দিন থাকতে, ততদিন সে থোকা থেকে খেতে থাকতে)

(মুসলিম শরীফ ১ জিঃ ১১০ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উভয় জাহানে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী। তাঁর চোখের সামনে সব কিছু দৃশ্যমান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন।

কাহিনী নং - ৬৯২

জান্নাতে সান্নিধ্য

হযরত রবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) রাত্রে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে থাকতেন এবং হুযূরের খেদমত করতেন। এক রাত্রে হযরত রবিয়া হুযূরের খেদমতে ওযুর পানি পেশ করলেন। এতে হুযূরের করুনার সাগর উথলিয়ে উঠলো এবং হযরত রবিয়াকে বললেন سَــــلْ (যা খুশী, আমার কাছে চাও) হযরত রবিয়া সুযোগ বুঝে আরয করলেন - اَسْــئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِی الْجَنَّةِ (আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সান্নিধ্য কামনা করি।) অর্থাৎ ইয়া রসূলল্লাহ জান্নাত দান করুন এবং জান্নাতে আপনার কাছের রাখুন। হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পুনরায়

ইরশাদ করেন اَوْ غَيْــــــرَ ذٰلِكَ (আর কিছু চাওয়ার আছে? আরয করলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! আর কিছু চাওয়ার নেই। একমাত্র এটাই কাম্য। এটাই মনজুর করুন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, ঠিক আছে তুমি অধিক সিজদা দ্বারা আমার আনুগত্য করতে থাক। অর্থাৎ যথারীতি নামায পড়তে থাক।

(মিশকাত শরীফ ৮৪ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের মালিক ও মুখতার। তিনি যাকে ইচ্ছে জান্নাত দান করতে পারেন। সাহাবায়ে কিরাম এ আকীদা পোষন করতেন যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সব কিছু দান করতে পারেন। যারা বলে, যার নাম মুহাম্মদ, সে কোন কিছুর মালিক নয়, তারা বড় গুমরাহ। তবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) থেকে জান্নাত নিতে ইচ্ছুক হলে, অবশ্যই নামাযের পাবন্দি হতে হবে।

কাহিনী নং - ৬৯৩

তাবুক যুদ্ধে

তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সাহাবায়ে কিরামের রসদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্ষুধার তাড়নায় তাঁরা কাবু হয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে দুআ প্রার্থী হলেন । হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, যার কাছে যা কিছু অবশিষ্ট আছে, আমার কাছে নিয়ে এসো। সাহাবায়ে কিরাম তাই করলেন, যার কাছে যা ছিল সব হুযূরের সামনে হাজির করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ওসব নগন্য জিনিসের উপর বরকতের দুআ করলেন। অতঃপর সবাইকে বললেন যাও, নিজ নিজ বরতন নিয়ে এসো এবং এখান থেকে ভরে ভরে নিয়ে যাও। সাহাবায়ে কিরাম সবাই নিজ নিজ বরতন ভরে নিলেন, কোন বরতন খালি রইলো না। সাহাবায়ে কিরাম সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলেন। এরপরও অনেক খাবার অবশিষ্ট রয়ে গেল।

(মিশকাত শরীফ - ৫২৮ পৃঃ)

সবক ঃ সাহাবায়ে কিরাম যে কোন বিপদের সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে ধর্না দিতেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর দু'আর বরকতে সামান্য জিনিস অধিক জিনিসে পরিনত হয়।

কাহিনী নং - ৬৯৪
দুধের পেয়ালা

একবার হযরত আবু হোরাইরা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ভীষন ক্ষিধা লেগেছিল। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এক পেয়ালা দুধ নিলেন এবং হযরত আবু হোরাইরা (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বললেন, যাও আসহাবে সুফ্ফার সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। আসহাবে সুফ্ফার সংখ্যা ছিল সত্তর জন। হযরত আবু হোরাইরা মনে মনে চিন্তা করলেন, যে, ওরা সবাই আসলে এ এক পেয়ালা দুধ থেকে আমার জন্য কি বা অবশিষ্ট থাকবে। তবুও হুযূরের নির্দেশ বিধায় ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন এ দুধের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে সবাইকে পান করাও। হযরত আবু হোরাইরা একে একে সবাইকে দিতে শুরু করলেন। একজন পান করার পর পেয়ালাটি অন্যজনের সামনে রাখলেন। এভাবে সবাই তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন। কিন্তু দুধের মাত্রা অবিকল রয়ে গেল, এক ফোঁটা ও কমলো না। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে আবু হোরাইরাকে বললেন, এবার তুমি পান কর। হযরত আবু হোরাইরা পান করার পর পেয়ালাটা যখন মুখ থেকে সরিয়ে নিলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পুনরায় পেয়ালাটি ওনার মুখে দিলেন এবং বললেন, আরও পান কর। হযরত আবু হোরাইরা আরও পান করলেন। পেয়ালাটি মুখ থেকে রাখতেনা রাখতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আরও পান কর। এভাবে কয়েকবার পান করলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আবু হোরাইরা আরয করলেন! ইয়া রাসূলল্লাহ! আর জায়গা নেই। (বোখারী শরীফ - ৯৫৬ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। তিনি ইচ্ছে করলে এক পেয়ালা দুধ সত্তর জনকে তৃপ্তি সহকারে পান করাতে পারেন। যারা বলে "নবীর ইচ্ছায় কিছু হয় না" তারা বড় গুমরাহ।

কাহিনী নং - ৬৯৫
ঘি এর ছোট মোশক

হযরত উম্মে মালেকা নামী এক মহিলা সাহাবী একটি ছোট মোশকে ঘি নিয়ে তা হুযূর (সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)এর খেদমতে নিয়মিত পেশ করতেন। একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্ট হয়ে সেই মোশকের দিকে করুনার দৃষ্টি দিলেন। এতে সেই মোশক ঘি এর ঝর্ণা হয়ে গেল। উম্মে মালেকার যখনই ঘি এর প্রয়োজন হতো, সেই মোশক থেকে ঘি নিতেন। একদিন উম্মে মালেকা সেই মোশকটি মুছে ঘি বের করলেন। এর ফলে মোশকটা শুকিয়ে গেল। উম্মে সালমা এ ঘটনা হুযুরের সমীপে আরয করলে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান - لَوْ تَرَكْتِهَا مَازَالَ قَائِمًا (যদি তুমি মুছে না নিতে, ঘি সব সময় থাকতো) (মুসলিম শরীফ ৫৩৭ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হলেন রহমতের ভান্ডার। তাঁর সুদৃষ্টি যে জিনিসের উপর পতিত হয়, সেটা রহমতের ঝর্ণায় পরিণত হয়।

কাহিনী নং - ৬৯৬
খেজুর

এক দিন হযরত আবু হুরাইরা (রাদি আল্লাহু আনহু) আনুমানিক ২০/২১ টি খেজুর নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! এ খেজুরগুলোতে বরকতের দুআ করুন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খেজুর গুলোকে একত্রিত করলেন এবং দুআ করে বললেন, এগুলো তোমার থলিতে ভরে নাও এবং যখন প্রয়োজন হয়, হাত ঢুকিয়ে বের করিও এবং এটাকে ঝাড়িও না। হযরত আবু হুরাইরা (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই থলিটা কোমরের সাথে বেঁধে নিলেন এবং চব্বিশ বছর থেকে অধিক কাল সেই থলি থেকে বের করে খেতে রইলেন, গরীব দুঃখীদেরকে দানও করতেন এবং অন্যান্য লোকদের মধ্যেও বন্ঠন করতেন। হযরত উসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শাহাদতের দিন সেই থলিটা হযরত আবু হুরাইরার কোমর থেকে ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গিয়েছিল। (তিরমীযী শরীফ - ২ জিঃ ২৪১ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মালিক, মুখতার এবং সমগ্র সৃষ্টি কুলের হাকিম। খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। যেমন কয়েকটি খেজুর তাঁরই দুআর বরকতে কয়েক মন হয়ে গেছে, যা২৪ বছর খেয়েও শেষ করতে পারেনি।

কাহিনী নং - ৬৯৭
নায়েবে রসূল (দঃ)

বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণিত, হযরত গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) ইরশাদ ফরমায়েছেন, সূর্য প্রতিদিন উদিত হওয়ার সময় আমার সমীপে সালাম পেশ করে। প্রতি নববর্ষ আগমন কালে আমার কাছে সালাম পেশ করে সারা বছর যা কিছু হওয়ার আছে, এর খবর দিয়ে দেয়। প্রতি মাস যখন শুরু হয়, তখন প্রথমে আমার কাছে সালম পেশ করে এবং সারা মাসে যা কিছু হওয়ার আছে, এর খবর আমাকে অবহিত করে। প্রতি সপ্তাহ শুরু হওয়ার আগে আমার কাছে সালাম পেশ করে এবং সপ্তাহ ব্যাপী যা হওয়ার আছে, এর খবর দেয়। এ রূপ প্রতি দিনও আমার কাছে সালাম পেশ করে সারাদিনের ঘটনাবলীর খবর দেয়। আমার পালনকর্তার ইজ্জতের কসম, ভাল মন্দ সব কিছু আমার সামনে পেশ করা হয় এবং আমার দৃষ্টি লওহে মাহফুজে নিবদ্ধ থাকে। আমি আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও নিদর্শনের মহা সমুদ্রে ডুব দিয়ে আছি। আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর দলীল। আমি নায়েবে রসূল এবং পৃথিবীতে তাঁর উত্তরাধিকারী।

(বাহজাতুল আসরার ২২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কে অনেক বড় মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন ব্যাপক জ্ঞান দান করেছেন যে সারা বছর যা কিছু ঘটবে, তিনি আগে ভাগে জানতেন। একজন নায়েবে রসূল যেখানে এতটুকু জ্ঞানের অধিকারী, সেখানে স্বয়ং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কতটুকু জ্ঞানের অধিকারী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সে কত বড় জাহিল, যে বলে যে দেয়ালের পিছনে কি আছে, সে জ্ঞান টুকু ও রসূলের নেই।

কাহিনী নং - ৬৯৮
একটি পাখীর মৃত্যু

হযরত গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) একবার তাঁর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বসে অযু করছিলেন। হঠাৎ একটি উড়ন্ত পাখীর মল তাঁর কাপড়ে পতিত হয়। এতে তাঁর জালালিয়াত এসে যায় এবং জালালী দৃষ্টিতে উপর দিকে তাকালে পাখীটি মরে নিচে পড়ে যায়। তিনি কাপড়টি খুলে মল লাগা অংশটি ধূয়ে ফেললেন এবং সে মূল্যবান কাপড় টি তাঁর এক খাদেমকে দিয়ে বললেন- এটা বিক্রি করে যা পাও, তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দাও, যেন সেই পাখীটির মৃত্যুর কাফ্ফারা হয়ে যায়।

(বাহজাতুল আসরার - ১০২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জালালী দৃষ্টিতে ভীষন ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। তাই তাঁদের মনে কোন প্রকারের কষ্ট দেয়া থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত।

কাহিনী নং - ৬৯৯
এক সওদাগরের কাহিনী

আবুল মুজাফফর নামে এক সওদাগর সফরে বের হবার প্রারম্ভে হযরত শেখ হাম্মাদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর দরবারে গিয়ে আরয করলো- হুযূর, আমি ব্যবসায়িক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া যাচ্ছি। সাথে একশ স্বর্ণ মুদ্রা ও অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছি। আমার জন্য দু'আ করুন, যেন সহীহ সালামতে ফিরে আসতে পারি। হযরত শেখ হাম্মাদ বললেন- তুমি এ সফর বাতিল কর। অন্যথায় ভীষন ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ডাকাতেরা তোমার সব জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে যাবে এবং তোমাকেও হত্যা করে ফেলবে। সওদাগর এ কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলো এবং নৈরাশ হয়ে ওনার দরবার থেকে ফিরে আসছিল। রাস্তায় হুযূর গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত পেরেশান কেন? সওদাগর তাঁকে সব কথা খুলে বললে, তিনি বললেন, দুঃচিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই; তুমি নির্ভিকভাবে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাও। ইনশাআল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি সহীহ সালামতে এবং কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসবে। সওদাগর এ কথায় আস্থাশীল হয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল।

সিরিয়ায় সওদাগরের যথেষ্ট মুনাফা হলো। এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফেরার পথে

হলবে যাত্রা বিরতি করলো। সেখানে স্বর্ণমুদ্রার থলিটা কোন এক জায়গায় রেখে বেমালুম ভুলে গেল। এর অস্থিরতায় চটপট করতে করতে ঘুমায়ে পড়লো। সে স্বপ্ন দেখলো যে ডাকাত দল তার কাফেলায় আক্রমন করে সমস্ত মালামাল লুঠ করে নিয়ে গেল এবং ওকেও হত্যা করে ফেললো। এ ভয়াল স্বপ্ন থেকে সওদাগর ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো এবং এদিক সেদিক তাকালো কিন্তু কিছু দেখলো না। তবে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পরই সেই স্বর্ণের থলি কোথায় রেখেছিল, মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গেল এবং থলিটা পেয়ে গেল। অতঃপর সানন্দে ও নিরাপদে বাগদাদে ফিরে আসলো। বাগদাদে ফিরে আসার পর প্রথমে গাউছে পাক, নাকি হযরত শেখ হাম্মাদের সাথে দেখা করবে, তা চিন্তা করতে লাগলো। ঘটনাক্রমে বাজারে হযরত শেখ হাম্মাদের সাথে প্রথমে দেখা হয়ে গেল। হযরত শেখ হাম্মাদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ওকে দেখা মাত্র বললেন- তুমি প্রথমে গাউছে পাকের সাথে দেখা করে এসো। তিনি হচ্ছেন মাহবুবে রব্বানী। তিনি তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে সত্তরবার দু'আ করেছেন, ফলে তোমার তকদীর বদলে গেছে। আমি তোমাকে যে অঘটনের কথা বলেছিলাম, আল্লাহ তাআলা গাউছে পাকের দুআয় তা জাগ্রতাবস্থার থেকে স্বপ্নে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে সওদাগর গাউছে পাকের কাছে গেল। ওকে দেখা মাত্র হুযূর গাউছে পাক বললেন, বাস্তবিকই তোমার জন্য সত্তর বার দু'আ করে ছিলাম।

(বাহজাতুল আসরার -১৯ পৃঃ)

সবক ঃ বুজুর্গানে কিরামের দু'আর বদৌলতে তকদীর বদলে যায়।

কাহিনী নং - ৭০০

জ্বীন

একবার হুযূর গাউছে পাক (রাদিআল্লাহু আনহু) জামে মনসুরে নামায পড়ছিলেন। নামাযরত অবস্থায় তিনি মাদুরের উপর মৃদু আওয়াজ অনুভব করলেন। মনে হলো যে কেউ যেন ভিতরে প্রবেশ করেছে এবং মাদুরের উপর পা রেখেছে। কিন্তু কোন কিছু দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল না। তিনি যথারীতি নামায পড়তে রইলেন। যখন রুকুতে গেলেন, তখন দেখলেন যে এক বিষাক্ত ও ভয়াল সাপ সিজদায় জায়গায় হা করে রয়েছে। শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক তিনি সিজদায় যাবার সময় হাত বাড়িয়ে সাপটি হটিয়ে দিলেন। সিজদা করার পর যখন তিনি বসলেন, তখন সাপটি তাঁর উপর দিয়ে কাঁধে

উঠে গেল। তখনও তিনি কোন ভয় করেননি এবং নামাযে মশগুল রইলেন। সালাম ফিরানোর পর সাপটি আর দেখলেন না, অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিন তিনি পুনরায় সেই মসজিদে গেলে দেখলেন যে এক ব্যক্তি খুবই তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। তিনি বুঝে গেলেন যে, এটা জ্বীন ছাড়া আর কেউ নয়। তাঁর এ ধারনা হতে না হতেই সে তাঁকে সম্বোধন করে বললো, কাল নামাযে আপনি যে সাপ দেখেছিলেন, সেটা আমিই ছিলাম। আমি এভাবে সাপের আকৃতি ধারন করে অনেক বুজুর্গ ও ওলীদেরকে ভয় দেখিয়ে যাচাই করে দেখেছি। কিন্তু কাউকে আপনার মত অটল ও বেপরওয়া দেখিনি। বাস্তবিকই আপনার যাহের-বাতেন এক বরাবর। এটা বলার পর পরই সে তাঁর হাতে তওবা করলো এবং ওয়াদা করলো যে এখন থেকে খোদার ইবাদতে মশগুল থাকবে এবং কাউকে ভয় দেখাবে না ও জ্বালাতন করবে না।

(বাহজাতুল আসরার - ৮২ পৃঃ)

সবক ঃ গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) মানুষ-জ্বীন উভয়ের গাউছ। জ্বীনেরাও তাঁর ফয়ুজ ও বরকাত দ্বারা উপকৃত হয়।

কাহিনী নং - ৭০১

ভয়ঙ্কর সাপ

এক দিন হুযুর গউছে পাকের মজলিসে আলেম ফকীর দরবেশ ও ভক্তদের ব্যাপক ভিড় ছিল। ভাগ্য ও নিয়তির উপর ওয়াজ হচ্ছিল, শ্রোতাগন বিমোহিতভাবে ওয়াজ শুনছিলেন। হঠাৎ ছাদ থেকে একটি ভীষন ভয়ংকর ও বিষাক্ত সাপ পতিত হয়। এতে মজলিসে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং সবাই ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে যায়। কিন্তু হুযুর গাউছে পাক স্বীয় জায়গায় অনড় রইলেন এবং দাঁড়িয়ে ওয়াজ করতে থাকেন। এদিকে সাপটি এগিয়ে এসে তাঁর কাপড়ের ভিতর প্রবেশ করে এবং গা বেয়ে কাঁধে উঠে পুনরায় নেমে তাঁর সামনে ফনা তুলে দাঁড়ায়। যারা ওখানে মওজুদ ছিল, তারা দেখলো সে সাপটি তাঁর সাথে কিছু কথা বলছে। অতপর অদৃশ্য হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে লোকেরা ভীষন কৌতুহল বোধ করলো। শেষ পর্যন্ত গাউছে পাক নিজেই সেই কৌতুহল দূরীভূত করলেন। তিনি বললেন, সাপটি আমাকে বললো, আজ পর্যন্ত আমি অনেক আউলিয়ায়ে কিরামকে যাচাই করেছি। কিন্তু আপনার মত কাউকে অবিচল পাইনি। আমি ওকে বললাম, ও সময় আমি ভাগ্য ও নিয়তির উপর ওয়াজ

করছিলাম। তুমি অবস্থা বুঝে পতিত হয়েছ। আমি তোমাকে ভয় করবো কেন? তুমি তো এ পৃথিবীর একটি পোকা মাত্র। ভাগ্য ও নিয়তি আমাকে অটল রেখেছে। তোমার পতিত হওয়ার দ্বারা আমার কথা ও কাজের সামঞ্জ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর কুদরত, এটা হাতে নাতে প্রমান করে দেখালো যে আমার ভিতর-বাহির এক বরাবর।
(বাহজাতুল আসরার - ৮৭ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগনের অন্তর সদা খোদার ধ্যানে মগ্ন। দুনিয়াবী কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা তাঁদের দৃঢ়চিত্তে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না।

কাহিনী নং - ৭০২

আমীর

হযরত আবু ইসহাক ইব্রাহীম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সমীপে এক দরবেশ আরয করলেন- হুযূর, আমি হজ্ব যাত্রায় আপনার সাথে থাকতে চাচ্ছি। তিনি এতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন নেতা বা আমীর মনোনিত হওয়া চায়, যাতে সব কাজ সুষ্টুভাবে পরিচালিত হয়। দরবেশ বললেন, আপনাকে নেতা হিসেবে মেনে নিলাম। তিনি বললেন- ঠিক আছে, এখন তুমি আমার অনুগত। আমি তোমাকে যা হুকুম করবো, তা মানতে হবে।

এ শর্তে উভয়ে যাত্রা শুরু করলেন। এক মনজিল যাবার পর হযরত আবু ইসহাক দরবেশকে বিশ্রাম করার নির্দেশ দিয়ে নিজে পানি আনতে গেলেন। পানি আনার পর লাকড়ী সংগ্রহ করলেন। অতঃপর আগুন জ্বালালেন। পথে সব কাজ নিজেই করলেন, দরবেশকে কোন কাজ করতে দিলেন না। দরবেশ যখন বলতেন, আমাকেও কিছু কাজ করতে দিন, তখন তিনি বলতেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি আমীর এবং তুমি অনুগত। রাস্তায় অজোরে বৃষ্টি শুরু হলো। তিনি তার চাদরটা খুলে ওর গায়ের উপর দিলেন এবং সারা রাত দু'হাতে চাদরের দু'কিনারা ধরে ওনাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করলেন। এতে দরবেশ খুবই লজ্জিত হলেন কিন্তু শর্তের কারণে কিছু বলতে পারলেন না। ভোর হলে দরবেশ বললেন- হুযূর, আজ আমি আমীর হবো। হযরত আবু ইসহাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বললেন, ঠিক আছে। যখন তাঁরা পরবর্তী মনজিলে পৌছলেন, হযরত আবু ইসহাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সমস্ত কাজ কর্ম নিজ জিম্মায় নিয়ে নিলেন। দরবেশ বললেন, আমার নির্দেশের বিপরীত কিছু করবেন না। হযরত আবু ইসহাক বললেন, আমীরকে খেদমত করার জন্য বলাটা হচ্ছে অন্যায়। অনুগত

খাদেম থাকতে আমীরের কষ্ট করার কি প্রয়োজন আছে। মক্কা মুয়াজ্জমা পৌঁছা পর্যন্ত তিনি দরবেশের সাথে এ রকম আচরন করতে থাকেন। মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছে দরবেশ লজ্জায় তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যান। তিনি দরবেশকে বললেন- বেটা, বন্ধুর সাথে এ রকম মহব্বত রাখা চায়, যে রকম আমি তোমার সাথে রেখেছি।
(মুখযেনে আখলাক - ৪২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগন সর্বাবস্থায় জনগনের খেদমত করে থাকেন। তাদের মনে কোন সময় গর্ব বা অহংকার সৃষ্টি হয় না। যারা সমাজের নেতা, তারা মূলতঃ জনগনের খাদিম, জনগনের খেদমত করাটাই তাদের মূল লক্ষ্য হওয়া চাই।

কাহিনী নং - ৭০৩

আগুন

এক চালাক ব্যক্তি মনস্থ করলো যে, সে এক সাধুকে যাচাই করে দেখবে। যদি সে উপযুক্ত প্রমানিত হয়, তাহলে সে ওর শিষ্য হয়ে যাবে। সে মতে সে সেই সাধুর কাছে গেল। গিয়ে দেখলো যে সাধু স্বীয় কুঁড়ে ঘরে বসে আছে। লোকটি ওকে বললো মহারাজ, একটু আগুন দিন। সাধু বললো, ভাই, আমার কুঁড়ে ঘরে আগুন নেই। বাস্তবে আগুন ছিল না। কিন্তু সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যতো অন্য কিছু। তাই সে পুনরায় বললো, মহারাজ আগুন একটু দিন। এবার সাধু রাগান্বিত হয়ে চেহারা পরিবর্তন করে বললো, এখান থেকে চলে যাও। তুমি কেমন লোক! আমি বলছি যে আগুন নেই। এর পরও তুমি বারবার আগুন চাচ্ছ। লোকটি বললো,মহারাজ, ধূঁয়াতো উঠতেছে একটু আগুন দিন। এতে সাধু আরো রাগান্বিত হয়ে উঠলো এবং রাগে চোখ লাল হয়ে গেল এবং বল্লম হাতে নিয়ে ওকে মারতে উদ্যত হলো। লোকটি হাত জোড় করে বললো, মহারাজ মাফ করবেন, এখনতো আগুন ভালমতে জ্বলছে। সাধু এবার বিস্মিত হয়ে বললো- তুমি আমার কাছে বার বার আগুন কেন চাচ্ছ? লোকটি বললো, মহারাজ, আমি আপনার নমনীয়তা যাচাই করে দেখলাম। প্রথমে আপনার হালকা রাগটা এসেছিল,সেটা ছিল আগুনের উন্মেষ, যা ধোঁয়া সদৃশ। পরবর্তীতে আপনার যে ভীষন রাগ এসেছিল, সেটা ছিল আগুনের পরিপূর্ণ শিখা। এ আগুন আপনার অন্তরে সৃষ্টি হয়ে মুখ দিয়ে বের হয়েছে। এ আগুন প্রথমে নিজেকে অতপর অন্যদেরকে জ্বালিয়ে ভস্মিত করে। যদি আপনার মধ্যে নমনিয়তা থাকতো, তাহলে কখনো এ আগুন সৃষ্টি হতো না।

(মুখযেনে আখলাক - ২২২ পৃঃ)

সবক ঃ রাগ এমন এক ভয়ংকর আগুন, যা দ্বারা মানুষ নিজেও জ্বলে যায় এবং অন্যদেরকেও জ্বালিয়ে দেয়। আল্লাহর নেক বান্দাদের মনে সদা বিনয়ভাব থাকে। তাঁদের মধ্যে সহজে রাগ আসেনা। আসলেও তারা তা হজম করে ফেলেন।

কাহিনী নং - ৭০৪

দুনিয়ার মোহ

একব্যক্তি পারিবারিক কাজ কর্ম ও ঝামেলায় অতিষ্ট হয়ে সংসার ত্যাগ করার মনস্থ করলো। একদিন বেচারী স্ত্রীকে ত্যাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং কোন এক ফকীরের সান্নিধ্য গ্রহন করলো। অতপর ফকীরালী পোষাক পরিধান করে পাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে লাগলো। একদিন ঘুরতে ঘুরতে সেই বস্তিতে এসে উপনিত হলো, যেখানে ওর স্ত্রী থাকতো। সে অভ্যাসমত হাঁক দিল, মাগো, ফকীরকে কিছু ভিক্ষা দিন। ওর স্ত্রী ওর আওয়াজ শুনে চিনে ফেললো এবং উকি মেরে দেখে নিশ্চিত হলো যে সে ওর স্বামী। যাক ওকে সামান্য আটা দান করলো এবং বললো তোমার আমার সম্পর্ক যদি ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তবু তুমি বললে আমি তোমাকে রুটি বানিয়ে দিতে পারি। সে বললো, খুবই ভাল কথা। অতঃপর সে তার ঝুলি থেকে আটা, লবন, মরিচ, পাত্র, তাঁবা এবং কিছু লাকড়ীও বের করে দিল। এ সব দেখে সেই মহিলা জোরে এক চপেটাঘাত দিল এবং বললো- কমবখ্ত, সারা দুনিয়া নিজের বগলে নিয়ে ঘুরতেছ আর আমি অভাগিনীকে ত্যাগ করে দুনিয়া ত্যাগী হয়েছ।

(মুখযেনে আখলাক - ৪১৫ পৃঃ)

সবক ঃ ধন-দৌলত; স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির মালিক হওয়াটা দুনিয়াদারী নয় এবং ইত্যাদির কারনে আল্লাহকে ভুলে যাওয়াটাই হচ্ছে দুনিয়াদারী। যে ব্যক্তি লাখো টাকার মালিক হয়েও আল্লাহকে ভুলে না, সে দুনিযাদার নয় আর যে ব্যক্তি ভিক্ষুক হয়েও আল্লাহকে ভুলে যায়, সে দুনিয়াদার।

কাহিনী নং - ৭০৫

বন্দি

এক মদখোর মস্তান হযরত শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর খেদমতে হাজির হলো এবং বললো, মৌলভী বাবা, মদ পান করাও।

শাহ সাহেব ওকে একটাকা দান করলেন এবং বললেন, এটা দিয়ে যা ইচ্ছে পানাহার কর, তোমার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। সে বললো, আমি আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি। কিন্তু আমি দেখতেছি যে, আপনি বন্দি। শাহ সাহেব বললেন, মস্তান বাবা, আপনি কি বন্দি নন? সে বললো, না; তিনি বললেন, যদি তুমি কোন পদ্ধতির বন্দি না হও, তাহলে এক্ষুনি গোসল করে জুববা-পাগড়ী পরে মসজিদে চলো এবং নামায পড়। অন্যথায় আমি যেমন শরীয়তের বন্দি, তুমিও মদের নেশায় বন্দি, তোমার স্বাধীনতা একটি খেয়ালীপনা মাত্র। একথা শুনে সে গুম হয়ে গেল এবং শাহ সাহেবের কদমে লুটিয়ে পড়লো এবং বললো, বাস্তবিক আমি ভুল ধারনায় ছিলাম। অতঃপর ভবিষ্যতে আর কোন দিন মদপান করবো না বলে তওবা করলো।

(মুখযেনে আখলাক - ৪২২ পৃঃ)

সবক ঃ মানুষ মাত্রই যে কোন একটি নিয়মনীতির অধীন; কেউ শরীয়তের অধীন, কেউ স্বাধীন চিন্তাচেতনার অধীন; মুলতঃ স্বাধীন বলতে কেউ নেই।

কাহিনী নং- ৭০৬

সত্য কথা

একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জুমার খোতবা দিতে গিয়ে খুবই দীর্ঘায়িত করলো, মুসল্লীদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বললো, হে হাজ্জাজ, নামায শুরু কর। সময় চলে যাচ্ছে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবে না। হাজ্জাজ এ উক্তি শুনে খুবই রাগান্বিত হলো এবং ওকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল। নির্দেশ মতে লোকটিকে বন্দি করা হলো। লোকটির স্বগোত্রীয় কয়েকজন লোক হাজ্জাজের কাছে গিয়ে বললো, লোকটি পাগল, ওকে ছেড়ে দিন। হাজ্জাজ বললো, সে যদি নিজেকে পাগল বলে স্বীকার করে, আমি ওকে ছেড়ে দিব। ওরা ওর কাছে গিয়ে বললো, তুমি নিজেকে পাগল বলে স্বীকার কর, যেন বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাও। সে বললো- মাজাল্লা! আমি কখনো মিথ্যা কথা বলবো না। আল্লাহ আমাকে কোন রোগে আক্রান্ত করেননি। তিনি আমাকে সুস্থতা দান করেছেন। এ খবর হাজ্জাজের কানে পৌঁছলে, সে ওকে সত্য বলার জন্য ক্ষমা করে দিল এবং ছেড়ে দিল।

(মুখযেনে আখলাক - ৪১৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগন কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তাঁরা সদা সত্য কথা বলেন। তাঁরা হক কথা বলতে কাউকে পরওয়া করেন না।

কাহিনী নং - ৭০৭
তিনটি চিরকুট

আগের যুগের এক বাদশাহ তিনটি চিরকুট লিখিয়ে তার এক বিশেষ গোলামের হেফাজতে রাখলেন এবং ওকে বললেন, কোন সময় কোন বিচার কার্যে রায় দেয়ার সময় যদি আমার মেজাজ বিগড়ে যায় এবং ক্ষোভের লক্ষন আমার চোখে মুখে প্রকাশ পায়, তখন তুমি আমাকে এক নম্বর চিরকুটটি দেখাবে।এতে যদি আমার রাগ প্রশমিত না হয়, তখন আমাকে দ্বিতীয় চিরকুটটি দেখাবে। এতেও যদি আমার রাগ প্রশমিত না হয়, তাহলে তৃতীয় চিরকুটটি দেখাবে।

১ম চিরকুটে লিখা ছিল, চিন্তাভাবনা কর। স্বীয় চিন্তাধারার রশি নফ্সে আম্মার কবজায় সোপর্দ করনা। কেননা মখলুক দুর্বল এবং খালেক সবচে শক্তিশালী, যিনি তোমাকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ববান করেছেন।

২য় চিরকুটে লিখা ছিল, করতলগত ব্যক্তিরা হচ্ছে আল্লাহর আমানত। তাড়াহুড়ার সাথে কোন বিচারকার্য পরিচালনা কর না। তোমার হাতে পরাজিত লোকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাও, যেন সেও তোমার প্রতি সহানুভূতি দেখায়, যিনি তোমার উপর বিজয়ী।

৩য় চিরকুটে লিখা ছিল- তাড়াহুড়ার মধ্যে যে রায় প্রদান কর, সেটার বেলায় যেন শরীয়তের সীমানা অতিক্রম না কর এবং দীনদারীর প্রধান অংগ ইনসাফ বজায় রেখো।

(মুখযেনে আখলাক) ৪২০ পৃঃ

সবক ঃ নেককার ও খোদাভীরু শাসকগন কখনো জুলুম করেন না। তারা সবসময় ন্যায় বিচার করেন এবং খোদাকে ভয় করেন।

কাহিনী নং - ৭০৮
অনুগত গোলাম

হযরত সুলতান মাহমুদ গজনভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে একটি অতি মূল্যবান পাত্র ছিল। একদিন বাদশা সভাসদকে নির্দেশ দিলেন, এ পাত্রটি ভেঙ্গে ফেল। সবাই আপত্তি করে বললো, হুযূর, এ রকম মূল্যবান জিনিস ভেঙ্গে ফেলা কিছুতেই সঙ্গতঃ নয়। বাদশা অতঃপর তাঁর গোলাম আযাজকে নির্দেশ দিলেন, এ

পাত্রটি ভেঙ্গে ফেল। আরাজ নির্দেশ পাওয়া মাত্র পাত্রটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেললো। দরবারের লোকেরা আয়াজকে গালাগালি করলো এবং বললো, তুমি বড় অন্যায় কাজ করেছ। একটি মূল্যবান পাত্র ভেঙ্গে ফেললে। আযাজ উত্তরে বললো- আমিতো একটি পাত্র ভেঙ্গেছি, আপনারাতো শাহী ফরমান ভেঙ্গেছেন। বাদশা কৃত্রিম নারাজী প্রকাশ করে বললেন, আয়াজ, তুমি এ পাত্র কেন ভেঙ্গেছ? দরবারের কেউ তো এ কাজ করতে সাহস করলো না। আয়াজ হাত জোড় করে বললো, হুযূর, ভুল হয়ে গেল। মাফ করুন। বাদশা এবার দরবারের লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, দেখলেন তো? এ জন্যইতো আমি ওকে ভালবাসি। সে পাত্র ভাঙ্গার ঘটনাকে আমার নির্দেশ বললো না বরং একে নিজের ভুল বলে স্বীকার করলো।

(মুখযেনে আখলাক - ৪২৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেককার ও অনুগত বান্দা কখনো স্বীয় ভুল ত্রুটির ইঙ্গিত আল্লাহর দিকে করে না। সব সময় এর জন্য নিজেকে দোষী স্বীকার করে। যে ব্যক্তি কোন মন্দকাজ করে এ রকম বলে, এতে আমার কি অপরাধ, যা আল্লাহর হুকুম তাই হয়েছে, এ কাজ আল্লাহই করিয়েছে, সে ব্যক্তি বড় অজ্ঞ ও গুনাহগার।

কাহিনী নং ৭০৯
স্বর্ণমুদ্রার থলি

দু'ব্যক্তি এক সাথে সফর করছিল। চলার পথে ওদের একজন রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দেখতে পেল। সে থলিটি উঠিয়ে ওর সাথীকে বললো- দেখ ভাই, আমি এ থলিটা কুঁড়িয়ে পেলাম। অপর সাথী বললো, আমি পেয়েছি, কেন বলছ? বরং বল আমরা পেয়েছি। কারণ আমি ও তুমি এক সাথে সফর করছি। এটা আমাদের উভয়ের প্রাপ্য। প্রথমজন বললো, এ রকম কেন বলবো; থলিটাতো আমিই পেয়েছি। এভাবে উভয়ে তর্ক বিতর্ক করে পথ চলছিল। ইত্যবসরে পিছনে কিছু লোকের হৈচৈ অনুভব হলো এবং কান লাগিয়ে শুনতে পেল যে ওরা এ বলে এগিয়ে আসছিল, এ দু'জনই থলি চোর। এটা শুনে থলির সেই একক দাবীদার ওর সাথীকে বললো, ভাই, এখন কি করি? এখনতো আমরা মহা বিপদে পড়লাম। অপর জন বললো, 'আমরা বিপদে পড়লাম,' এ রকম কেন বলছ বরং বল, আমি বিপদে পড়লাম। যখন তুমি থলি পাওয়ার মধ্যে আমাকে শরীক করনি, এখন বিপদের সময় আমি কেন তোমার শরীক হবো।

(মুখাযেন আখলাক - ৪৩১ পৃঃ)

সবক ঃ যে ব্যক্তি সুখের সময় কাউকে সাহায্য করে না, সে ব্যক্তির মসীবতের সময় কেউ এগিয়ে আসেনা।

কাহিনী নং - ৭১০

সুনাম

এক বাদশাহের মজলিসে কোন এক বুজুর্গের কথা উঠলো। উপস্থিত সভাসদ সেই বুজুর্গের খুবই প্রসংশা করলেন। এতে বাদশাহের মনে সেই বুজুর্গের সাথে সাক্ষাত করার খুবই আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বাদশাহ এক বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়ে সেই বুজুর্গকে তাঁর দরবারে ডেকে আনালেন। বুজুর্গ লোকটি শাহী মজলিসে আশা মাত্রই বললেন, "বাদশাহ হাজার বছর জীবিত থাকুক"। বাদশাহ বললেন, হুযূর, আপনার প্রথম কথায় আপনার বোকামী প্রকাশ পেল,যা আপনার মত বুজুর্গের মুখে মানায় না। কোন মানুষ কি হাজার বছর বাঁচতে পারে? বুজুর্গ লোকটি বললেন, মানুষের বেঁচে থাকা শরীরের উপর নির্ভর নয়। যে ব্যক্তি রাজত্ব পেয়ে খোদাভীতি মনে রেখে ন্যায় নীতি অনুসরন করে ও জনকল্যান মূলক কাজ করে, সে ব্যক্তি সুনামের বদৌলতে চির জীবন লাভ করে। আমার ঐ কথা বলার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে সুশাসনের বদৌলতে ইতিহাসের পাতায় আপনার নাম হাজার হাজার বছর অটল থাকুক।

(মুখযেনে আখলাক - ৪৩২ পৃঃ)

সবক ঃ খোদাভীতি মনে জাগরুক রেখে ন্যায়নীতি ও ভাল কাজের মাধ্যমে মানুষ চির অমর হয়ে থাকতে পারে।

কাহিনী নং - ৭১১

বাকপটুত্ব ও উপস্থিত জবাব

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছিল বড় জালিম ও নিষ্ঠুর শাসক। তবে আরবী ভাষায় সে ছিল খুবই বিজ্ঞ এবং অনলবর্ষী বক্তা। ওর যুগে কুবাছরা নামে এক কবি ছিল। একদিন আঙ্গুরের মৌসুমে এক আঙ্গুরের বাগানে বসে বন্ধুবান্ধবদের সাথে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে হাজ্জাজের কথা উঠলে তিনি এ পংক্তিটি আবৃত করেন -

اَللّٰهُمَّ سَوِّدْ وَجْهَهٗ ÷ وَاقْطَعْ عُنُقَهٗ وَاسْقِنِىْ مِنْ دَمِهٖ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! ওর মুখ কালো করে দাও ; ওর গরদান কেটে দাও এবং আমাকে

ওর রক্ত পান করাও।

এ খবর হাজ্জাজের কানে গেলে, সে ওনাকে অনতিবিলম্বে দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিল। যখন তিনি হাজ্জাজের সামনে গেলেন এবং ওকে খুবই রাগান্বিত দেখলেন, তখন তিনি বললেন- জনাব, আমার ব্যাপারে হয়তো আপনাকে কেউ ভুল বুঝায়েছে। বাস্তব কথা হলো,আমি বাগানে গিয়ে দেখলাম,কালো আঙ্গুর প্রায় পাকার কাছাকাছি হয়েছে। তখন আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ, ওর মুখ কালো করে দাও। অর্থাৎ আঙ্গুর পেকে কালো হয়ে যাক। ওর গরদান কেটে দাও অর্থাৎ আঙ্গুরের থোকা বৃক্ষ থেকে আলাদা করা হোক এবং আমাকে ওর রক্ত পান করাও অর্থাৎ আঙ্গুরের রস পান করাও। এটাই আমার পংক্তির ভাবার্থ ছিল, কিন্তু আমার শত্রুরা এর উল্টো ভাবার্থ কয়ে আপনার কান ভারী করেছে। হাজ্জাজ এর পরও ওনাকে অনেক জেরা করলো। শেষ পর্যন্ত ওনার বাকপটুত্বের কাছে ঠিকতে না পেরে বললো- لَاَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْاَدْهَمْ অর্থাৎ আমি তোমাকে লোহার শিকল পরাবো। اَدْهَمْ শব্দের দু'টি অর্থ আছে- লোহার শিকল ও কালো ঘোড়া। কুবাছরা এ নির্দেশ শুনে বললেন,আমি আপনার থেকে এটাই আশা করে ছিলাম যে আপনি আমাকে কালো ঘোড়ায় চড়াবেন। হাজ্জাজ বললো اَرَدْتُ الْحَدِيْدَ অর্থাৎ আমি লোহার শিকল বুঝিয়েছি (কালো ঘোড়া নয়) উল্লেখিত, حَدِيْدٌ শব্দেরও দুটি অর্থ হয়- লোহা ও তেজ। কুবাছরা হাজ্জাজের এ কথা শুনে বললেন اَنْ يَكُوْنَ حَدِيْدًا خَيْرٌ مِّنْ بَلِيْدٍ অর্থাৎ তেজী ঘোড়া হলেতো খুবই ভাল। সেটা অলস ঘোড়া থেকে অনেক উত্তম। হাজ্জাজ শেষ পর্যন্ত ওনার বাকপটুত্ব ও উপস্থিত জবাবের কাছে হার মেনে ওনাকে ক্ষমা করে দিল।

(তালীমুল আখলাক - ৪০৭ পৃঃ)

সবক ঃ ভাষা জ্ঞান বড় উপকারী বিষয়। এর বদৌলতে মানুষ বড় বড় মুসীবত থেকে রক্ষা পায়।

কাহিনী নং - ৭১২

উলংগ শয়তান

শেখ আবুল কাসেম জুনাইদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি একবার স্বপ্নে ইবলীসকে উলংগ দেখলাম। আমি ওকে বললাম, মানুষদের সামনে তোমার শরম লাগে না? সে বললো এরা কি মানুষ? আমি বললাম- মানুষ নয়তো কি? সে বললো,

এরা মানুষ নামের কলংক। হ্যাঁ, ওরা ছাড়া সত্যিকার মানুষ আছে বটে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কারা? সে বললো,মসজিদে শুনিজায় কয়েকজন মানুষ আছে, যাদের ইবাদত পরহেজগারীর কারনে আমি বারবার চেষ্টা করেও ওদের কাছে ভিড়তে পারিনি এবং বিফল হয়েছি।

হযরত জুনাইদ বলেন, স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে আমি সোজা মসজিদে শুনিজায় গেলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম, তিন ব্যক্তি জোড়া তালি দেয়া কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে মাথা নোয়ায়ে বসে আছেন। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে একজন মাথা বের করে বললেন- হে জুনাইদ, শয়তানের কথায় ধোকা খেয়ো না। এতটুকু বলে পুনরায় চেহারা ঢেকে ফেললেন।

(রিয়াজুর রিয়াহীন - ৬ পৃঃ)

সবক ঃ উলংগপনা শয়তানেরই কাজ। আল্লাহর মকবুল বান্দাদেরকে শয়তান বিপদগামী করতে পারেনা। এ কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে, আল্লাহর মকবুল বান্দাদের কাছে কোন কিছু গোপন থাকে না।

কাহিনী নং - ৭১৩

পরীক্ষা

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াছ (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন- আমি বাগদাদে অবস্থান কালে ফকীর দরবেশদের একটি দল আমার সাথে থাকতো। একদিন এক বুদ্ধিমান, অমায়িক ও সুন্দর নওজোয়ান আমাদের আস্তানায় আসলো। আমি ওকে দেখে বললাম, এ যুবকটা ইহুদী মনে হচ্ছে। আমার এ মন্তব্য আমার সাথীদের কাছে খারাপ লাগলো। আমি কিছুটা বিরক্ত হয়ে ওদের থেকে বের হয়ে আসলাম। যুবকটাও আমার পিছে পিছে বের হয়ে আসলো। আবার কি চিন্তা করে পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করলো এবং আমার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, এ বড় হুযুর আমার সম্পর্কে আপনাদেরকে কি বলেছিলেন। ওনারা প্রথমে বলতে চাচ্ছিলেন না কিন্তু যুবকটি বারবার বিরক্ত করায় ওনারা বলে দিলেন, আমাদের শেখ তোমাকে ইহুদী বলেছেন। এ কথা শুনে সে যুবক, আমার পায়ে পতিত হয় এবং মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর সে বললো, আমি পরীক্ষা করার নিয়তে এসে ছিলাম। আমার মনে এ ধারনা ছিল যে এরা যদি সত্যিকার দরবেশ হয়, আমাকে নিশ্চয় চিনে ফেলবে। ঠিকই শেখ আমাকে সনাক্ত করে ফেললেন।

(রিয়াজুর রিয়াহীন - ৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে কোন কিছু গোপন থাকে না। তারা খোদা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মানুষের ধ্যান-ধারনা সম্পর্কেও অবহিত হয়ে যান।

কাহিনী নং - ৭১৪

তাকওয়া

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (রাদি আল্লাহু আনহু) একদিন একটি বাগানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীতে একটি আপেল ভাসতে দেখে সেটাকে উঠিয়ে নিলেন এবং খেয়ে ফেললেন। কিন্তু খাওয়ার পর চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে খাওয়াটা জায়েয হলো কিনা এবং এর জন্য কিয়ামতের দিন ধরা হলে কি জবাব দেব? এ চিন্তায় অস্থির হয়ে বাগানের মালিকের ঘরে গেলেন এবং দরজার কড়া নাড়লেন। ঘরের বাঁদী দরজা খুললে ইব্রাহীম বিন আদহাম বললেন, আমি বাগানের মালিকের সাথে একটু দেখা করতে চাচ্ছি। বাঁদী বললো, বাগানের মালিকতো মহিলা। হযরত ইব্রাহীম বললেন, ওকে গিয়ে বল, আমি ওনার সাথে দেখা করতে চাই। ভদ্রমহিলা ওনার সামনে আসলেন এবং ওনার মুখে পুরা কাহিনী শুনে বললেন, আমি হলাম এ বাগানের অর্ধেকের মালিক আর বাকী অর্ধেকের মালিক হলেন দেশের বাদশাহ। আমি আমার অংশের হক মাফ করে দিলাম কিন্তু বাদশাহের হকের ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। বাদশাহ বলখ শহরে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম সেই অর্ধ ভাগ মাফ করানোর জন্য বলখ শহরে গেলেন এবং বাদশাহ থেকে মাফ করিয়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। (রওয়ায়েত - ২০২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন খুবই মুত্তাকী ও পরহিজগার হয়ে থাকেন, তাঁরা পরের হককে খুবই ভয় করেন।

কাহিনী নং - ৭১৫

অপচয়

এক ভিক্ষুক এক অপচয়কারী ধনী ব্যক্তির কাছে হাত পেতে বললো, হুযুর, আমাকে আল্লাহর নামে এক দিনার ভিক্ষা দিন। ধনী লোকটি বিস্মিত হয়ে ভিক্ষুককে জিজ্ঞেস করলো, তুমিতো অন্যদের কাছে এক টাকা করে ভিক্ষা কর কিন্তু আমার কাছে এত বেশী (এক দিনার) কেন চাইলে? ভিক্ষুক বললো, হুযুর! ব্যাপার হলো, অন্যদের কাছে

আমি পুনরায় কিছু না কিছু পাবার আশা রাখি, কিন্তু আপনার কাছ থেকে পরবর্তীতে আর পাওয়ার আশা নেই। কেননা আপনি যেভাবে অপচয় করতেছেন তাতে অদূর ভবিষ্যতে আপনিও আমার মত হয়ে যাবেন। তাই এ মূহুর্তে যা আদায় করতে পারবো, সেটা আমার জন্য গনীমত। অপচয়কারী এ কথা শুনে খুবই প্রভাবান্বিত হলো এবং এরপর থেকে একান্ত মিতব্যয়ী হয়ে গেল।
(রওয়ায়েত ২৫৩ পৃঃ)

সবক ঃ খুবই সতর্কতার সাথে খরচ করা উচিত। অপচয় থেকে বিরত থাকা চাই। অপচয় মানুষকে অভাবী ভিক্ষুকে পরিনত করে।

কাহিনী নং - ৭১৬

অনুশীলন

একব্যক্তি আস্ত এক মোটাতাজা বলদ গরু কাঁধে নিয়ে শহরে শহরে প্রদর্শনী করতো। লোকেরা ওর এ শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত এবং মনে মনে চিন্তা করতো এ শক্তি সে কিভাবে অর্জন করলো এবং সে খায় কি? একবার এক ব্যক্তি ওর এ প্রদর্শনী দেখে ওকে জিজ্ঞেস করলো- তুমি এ অপূর্ব শক্তি কোত্থেকে ও কিভাবে অর্জন করলে? সে বললো, এ বলদটির জন্মলগ্ন থেকে একে আমি নিয়মিতভাবে কাঁধে নিচ্ছি। আজ পর্যন্ত এমন কোন দিন যায়নি যে দিন আমি ওকে কাঁধে নেই নি। এ নিয়মিত প্রশিক্ষন ও অনুশীলনের কারনে ওর ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে আমার শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এখন এটা এতবড় বলদ হয়ে গেলেও একে কাঁধে উঠাতে আমার মোটেই কষ্ট হয় না এবং সেও নড়াছড়া করে না। (রওয়ায়েত - ৫৫ পৃঃ)

সবক ঃ যে ব্যক্তি যে কাজ নিয়মিত করে, সে সেই কাজে পারদর্শীতা লাভ করে। নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়।

কাহিনী নং - ৭১৭

হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাদিঃ)

হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, একবার মক্কার মুশরিকেরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর উপর অতর্কিত আক্রমন করে হুযুরকে কষ্ট দিল। এ হামলা প্রতিহত করার সাহস কারো ছিল না। কিন্তু হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) একাই এগিয়ে গেলেন; মুশরিকদের কাউকে ধমক দিয়ে হটিয়ে দিলেন,

কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আফসোস তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলেন, আল্লাহ এক। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, এ দৃশ্য দেখে আমি কেঁদে দিলাম এবং ওদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে হেদায়েত করুন। তোমরাই বল, ফেরাউনের মুমিন স্ত্রী ভাল ছিল, নাকি আবু বকর? কারো মুখে কোন উত্তর নেই। তখন আমি নিজেই বললাম- তোমরা কেন জবাব দিচ্ছ না? আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকরের এক মূহুর্ত ওনার হাজার ঘন্টা থেকে উত্তম। কেননা উনি ওনার ঈমানকে লুকায়ে রেখেছিলেন আর হযরত আবু বকর প্রকাশ্যে স্বীয় ঈমানের ঘোষনা দিয়েছেন।
(তারীখুল খোলাফা-৩৪ পৃঃ)

সবক ঃ ঈমানকে লুকায়ে রাখা থেকে প্রকাশ করা অনেক উত্তম। ঈমানদারদের সামনে মুশরিকরা কখনো টিকতে পারে না। নবী প্রেম মুসলমানদের মধ্যে বাড়তি শক্তি যোগায়।

কাহিনী নং - ৭১৮

কুরআন একত্রিকরণ

মুসায়লামা কাজ্জাবের সাথে যুদ্ধের পর হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাদি আল্লাহু আনহু)কে ডেকে পাঠালেন। যে সময় হযরত যায়েদ ছিদ্দিকে আকবর (রাদিআল্লাহু আনহু) এর কাছে আসলেন, সে সময় হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু)ও সেখানে বসা ছিলেন। ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত যায়েদকে বললেন, ওমর ফারুক আমাকে বলছেন যে এমামার যুদ্ধে অনেক হাফেজ শহীদ হয়ে গেছে। এভাবে শহীদ হতে থাকলে কুরআন শরীফের সংরক্ষন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। তাই তিনি কুরআন শরীফ একত্রিকরনের জন্য খুবই জোর দিচ্ছেন। আমি ওনাকে বললাম كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ ঐ কাজ কি করে করবেন, যে কাজ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) করেন নি। কিন্তু ওমর ফারুক বললেন, এটা ভাল কাজ যদিওবা এ কাজটি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর যুগে প্রয়োজন হয় নি কিন্তু এখন প্রয়োজন। তাঁর এ কথা আমার মনে দারুন রেখাপাত করেছে এবং আমি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

তুমি হলে ওহী লিখক, নওজোয়ান ও বুদ্ধিমান। তাই তোমাকে এ জন্য ডাকলাম যে

তুমি চারিদিকে অনুসন্ধান করে কুরআন শরীফ একত্রিত কর। হযরত যায়েদ এ প্রস্তাবে খুবই বিব্রতবোধ করলেন এবং বললেন যে- كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ঐ কাজ কি করে করবেন, যে কাজ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) করেননি। হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন- খোদার কসম, এটা ভাল কাজ। হযরত যায়েদ প্রথমে এ কাজে সায় দিতে চাইলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও এর গুরুত্ব অনুভব করলেন এবং কুরআন একত্রিকরনের কাজে লেগে গেলেন। তিনি কাগজের টুকরা, উট-ছাগলের ঘাড়ের হাড্ডি, বৃক্ষের পাতা সমূহ ও হাফেজগনের সিনা থেকে সংগ্রহ করে কুরআন শরীফ একত্রিত করেন এবং হযরত ছিদ্দিকে আকবরের খেদমতে পেশ করেন। (বোখারী শরীফ ৭৪৫ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) কুরআন পাক একত্রিত করে উম্মতের অনেক বড় উপকার করেছেন। আজকাল যারা কোন নতুন কাজকে বেদআত বলে গলাবাজী করে, তারা বড় ভুলের মধ্যে রয়েছে। কুরআন একত্রিকরন এমন কাজ, যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) করেন নি। সাহাবায়ে কিরাম এটা ভাল কাজ মনে করে করেছেন। কেউ এর জন্য বিদআতের ফত্ওয়া দেন নি। জশনে জুলুস, মিলাদে মুস্তফা, গিয়ারবী শরীফ উৎযাপন যদিও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ছিলনা, কিন্তু নিশ্চয়ই এগুলো ভাল কাজ।

কাহিনী নং ৭১৯
গর্ভস্থিত বিষয়ের জ্ঞান

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ইন্তেকালের সময় যখন ঘনিয়ে আসলো, তখন তিনি হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) কে ডেকে বললেন, বেটি! আমি তোমাকে সবসময় সন্তুষ্ট দেখতে চাই। তোমার অভাব অনটনে আমি কষ্ট পাই, তোমার স্বচ্ছলতায় আমি স্বস্থি বোধ করি। আমার ইন্তেকালের পর আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তোমার ভাই ও অপর দু বোনের মধ্যে কুরআনী ফর্মুলা মতে বণ্ঠন করে দিও। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু) আরয করলেন - আব্বাজান! ভাই হবে। তবে আমার বোনতো আসমা একজনই, দু'বোন কোথায়? ছিদ্দিকে আকবর ফরমালেন, তোমার সৎমা হাবিবা সন্তান সম্ভবা। ওর গর্ভে এক মেয়ে রয়েছে। আমি তোমাকে ওর জন্যও অসিয়ত করছি। ঠিকই ওনার ইন্তেকালের পর

উম্মে কুলসুম জন্ম গ্রহন করেন। (ইসলামের ইতিহাস)

সবক ঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) যদি গর্ভস্থিত বিষয়ে খবর দিতে পারেন, তা'হলে যিনি তাঁর আকা ও মওলা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), তাঁর কাছে গর্ভস্থিত ও অন্যান্য বিষয় কিভাবে অদৃশ্য থাকতে পারে? ওরা কত বড় মূর্খ, যারা বলে যে দেয়ালের পিছনের জ্ঞানও হুযুরের নেই।

কাহিনী নং ৭২০
চুরি

হযরত আহমদ হারব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর এক প্রতিবেশীর ঘর চুরি হয়। তিনি তার দু'এক জন সাথী নিয়ে ওর কাছে সমবেদনা প্রকাশ করতে গেলেন। প্রতিবেশী ওনাদেরকে যথাযথ সমাদর করলো। হযরত আহমদ হারব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বললেন, আমরা তোমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে এসেছি। প্রতিবেশী বললো, আমিতো এতে আদৌ মর্মাহত নই। বরং আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছি। এ চুরির পেক্ষিতে আমার উপর তিনটি শোকর ওয়াজীব হয়ে গেছে- এক, অন্যরা আমার সম্পদ চুরি করেছে, আমি কারো সম্পদ চুরি করিনি। দুই, এখনও আমার কাছে অর্ধেক সম্পদ মওজুদ রয়েছে। তিন, পার্থিব বিষয়ে ক্ষতি করেছে। কিন্তু ধর্মের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

(মুখযেনে আখলাক - ২৩৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন বিপদের সময়ও আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করেন। কখনো অভিযোগ করেন না। পার্থিব ধন সম্পদ কিছুই না, দীনই হচ্ছে আসল সম্পদ।

কাহিনী নং - ৭২১
দুনিয়ার উদহারণ

এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলো যে সে কোন এক জংগল অতিক্রম করছে। সে দেখলো যে একটি বাঘ ওর পিছু পিছু আসতেছে। সে ভয়ে দৌঁড় দিল। কিছুদূর যেতেই সামনে এক বিরাট গর্ত দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য গর্তে ঝাপ দিতে মনস্থ করলো। কিন্তু গর্তের দিকে তাকালেই দেখতে পেল এক বিরাট অজগর সাপ হা করে বসে আছে। সে আরও ঘাবড়িয়ে গেল। পিছে বাঘ, সামনে অজগর, এখন কি

উপায়? হঠাৎ ওর সামনে গাছের একটি খুঁটি দেখতে পেল। সে ঝটপট সেটার উপর উঠে গেল। এবং একটু স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে নিচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সাদা কালো দুটি ইঁদুর সেই খুঁটির গোড়া কাটতেছে। এ দৃশ্য দেখে ওর প্রান একেবারে উষ্ঠাগত হয়ে গেল। কারণ একটু পরেই খুঁটিটি পড়ে যাবে এবং সে বাঘ ও অজগরের শিকার হবে। অসহায় অবস্থায় সে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো। খুঁটির উপরে একটি মধুর মৌছাক দেখতে পেয়ে সে মধুপানে আকৃষ্ট হলো এবং বাঘ, সাপ ও ইদুরের কথা ভুলে মধুপানে মশগুল হয়ে গেল। এদিকে ইদুর খুঁটির গোড়া কেটে ফেলায় খুঁটিটি পড়ে গেল এবং বাঘ ওকে ছিঁড়ে কিছু খেল এবং বাকী অংশ গর্তে ফেলে দিল, যা অজগর গিলে ফেললো।

(মুখযেনে আখলাক ৩৮৩ পৃঃ)

সবক ঃ জংগল দ্বারা দুনিয়া বুঝানো হয়েছে। বাঘ দ্বারা মৃত্যু, গর্ত দ্বারা কবর, অজগর দ্বারা বদআমল, দু'ইদুর দ্বারা দিন-রাত্রি, খুঁটি দ্বারা বয়স এবং মধুর মৌছাক দ্বারা দুনিয়ার মোহ বুঝানো হয়েছে, যার মোহে মানুষ মৃত্যু, কবর, বদআমলের শাস্তি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়।

কাহিনী নং ৭২২

হে আল্লাহর বান্দারা,আমাকে সাহায্য কর

রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ফয়জুল ইসলাম এর ১৯৬৩ সালের মার্চের সংখ্যায় 'অমৃতস্বরের ওলামায়ে কিরাম' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে মাওলানা নূর মুহাম্মদ অমৃতস্বরীর জীবনী প্রসঙ্গে ওনার বর্নিত নিম্নের ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়ঃ মাওলানা নুর মুহাম্মদ অমৃতস্বরী বর্ণনা করেন "আমি একবার মক্কা শরীফ থেকে পায়ে হেঁটে দরবারে নববীতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। যাওয়ার পথে একরাত্রে আমি পথ হারিয়ে এমন এক জনমানবহীন এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলাম, যেখানে অবস্থানের কোন মনজিল ছিল না। এতে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। হঠাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সেই হাদীসটি মনে পড়লো, সেটায় বর্নিত আছে,সফরে পথ হারিয়ে ফেললে, উচ্চ স্বরে বলিও يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِيْ (হে আল্লাহর বান্দারা, আমার সাহায্য কর)। আমি সেটার উপর আমল করে তিনবার সেমতে ডাক দিলাম, অতঃপর চারিদিকে তাকালাম। কাছেই একটি কুঁড়েঘর চোখে পড়লো। আমি সে দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখি কয়েকটা শিশু কুঁড়ে

ঘরের বাইরে খেলতেছে এবং আমাকে দেখেই বলে উঠলো - جَـــاءَ ضَيْفُ الـلّـــهِ আল্লাহর মেহেমান এসেছে। শিশুদের এ আওয়াজ শুনে কুঁড়েঘর থেকে একজন পুরুষ বের হলো এবং আমাকে খুবই সমাদর করে ঘরে বৈঠক দিল, খানাপিনার ব্যবস্থা করলো, রাত্রি যাপন করার জন্য বিছানার ব্যবস্থাও করে দিল এবং সকালে আমাকে সঠিক রাস্তায় পৌঁছায়ে দিল। মাওলানা বলেন اَعِيْنُوْنِيْ يَا عِبَادَ اللهِ বলে ডাক দিবার আগে সেই এলাকায় আমি কোন কুঁড়েঘর দেখিনি।

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বানী বরহক। তাঁর ইরশাদ মুতাবেক এ ধরনের বিপদের সময় আল্লাহর বান্দাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকা কখনো শিরক নয়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর হাদীছসমূহের প্রতি গভীর মহব্বত ও আন্তরিক আকীদা রাখা দরকার। মহব্বত ও আকীদায় দুর্বলতা থাকলে এ ধরনের হাদীছও দুর্বল মনে হবে।

কাহনী নং - ৭২৩

সবের হাজত রওয়া হুযূরে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)

মিরাজের রাত্রে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন, তখন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ওখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আরয করলেন- ইয়া রসূলল্লাহ! আমি এখান থেকে এক চুল পরিমানও সামনে যেতে পারিনা। একটু অগ্রসর হলেই নূরের ঝলকে আমি জ্বলে যাব। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন.ঠিক আছে, তুমি এখানে থেকো। তবে هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ তোমার কোন হাজত আছে কি? জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আরয করলেন -

سَلِ اللّٰهَ اَنْ اَبْسُطَ جَنَاحِيْ عَلَى الصِّرَاطِ لِاُمَّتِكَ حَتّٰى يَجُوْزُوْا عَلَيْهِ

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আমার জন্য আবেদন করবেন যেন আমি কিয়ামতের দিন আপনার উম্মতের জন্য পুলসিরাতে আমার পালক বিছায়ে দিতে পারি, যাতে আপনার উম্মত সহজে পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারে। (মওয়াহেবে লাদুনিয়া ২৯ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়া সাল্লাম) জিব্রাইল আমীনেরও হাজত রওয়া। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলেন, কোন হাজত থাকলে বলুন। জিব্রাইল আমীনও হুযূরের কাছে হাজত পেশ করেন। এ রকম বলেননি যে, আমার যে কোন হাজত আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে

বের করে ওনাকে দিয়ে দিল। সে ব্যাগটি পেয়ে খুবই খুশী হলো এবং ভিক্ষুককে পনের দিনার দিতে চাইলো। কিন্তু ভিক্ষুক নিল না এবং বললো, আমি আপনাদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে ছিলাম কিন্তু এটাতো ভিক্ষা নয়। তাই এটা আমি গ্রহন করতে পারিনা। এটা গ্রহন করার অর্থ হচ্ছে দীনের বিনিময়ে গ্রহন করা (হেকায়েতে ওরায়েত - ২২৮ পৃঃ)

সবক ঃ আগের যুগের ভিক্ষুকরাও বড় দীনদার ছিল। অভাবের তাড়নায় ভিক্ষা করলেও পরের হক আত্মসাৎ করতো না। আর এখন সেই দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

কাহিনী নং - ৭২৬

বিষাক্ত সাপ

হযরত আবু সায়েব (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন- এক নওজোয়ান সাহাবী সবেমাত্র বিবাহ করেছেন। একদিন তিনি বহির থেকে ফিরে এসে দেখেন যে, নববধু ঘরের বাইরে দরজার দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এ অবস্থায় স্ত্রীকে দেখে রেগে গেলেন এবং মারার জন্য বর্শা উঠালেন। নব বধু বললো, আমাকে মারো না, প্রথমে ঘরে গিয়ে দেখ, কিসে আমাকে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করেছে? তিনি ঘরে গিয়ে দেখেন, এক বিরাট সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে বিছানায় বসে আছে। তিনি সাপকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন। সাপ বর্শায় পেঁচিয়ে উপরে উঠে ওনাকে ঠোকর দিল। এতে সেই সাহাবী সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন এবং সাপও মরে গেল। (মিশকাত শরীফ - ৩৫২পৃঃ)

সবক ঃ দুশমনকে কোন অবস্থায় অবজ্ঞা করতে নেই। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। তাই দুশমন থেকে সদা সজাগ থাকা চায়।

কাহিনী নং - ৭২৭

আবুল মালীর হাজতপূরণ

মাশায়েখে কিরামের একটি জামাত বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন আবুল মালী মুহাম্মদ বিন আহমদ বাগদাদী একবার হুযুর গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ওয়াজ মাহফিলে অংশ গ্রহন করেন। হুযুর গাউছুল আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) ভাব গম্ভীর পরিবেশে পোরজোশ ওয়াজ করছিলেন। কিছুক্ষন পর আবুল মালীর ভীষন প্রস্রাবের হাজত হয়। কিন্তু সমাবেশ থেকে বের হওয়ার কোন উপায় ছিল না। তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়েন এবং এ অবস্থায় গাউছে পাকের দিকে তাকান। হুযুর গাউছুল

আযম মঞ্চ থেকে নিচে নামলেন এবং এমন অলৌকিকভাবে নেমে আসলেন যে তিনি একই সময় মঞ্চেও যথারীতি ওয়াজরত ছিলেন। কিন্তু এ দৃশ্য আবুল মালী ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করেনি। তিনি (রাদি আল্লাহু আনহু) সোজা আবুল মালীর সামনে এসে তাঁর চাদর মুবারকখানি ওনার মাথার উপর রেখে চেহারা ঢেকে দিলেন।

আবুল মালী দেখলেন- তিনি এক বিস্তৃত মরুভূমির এক প্রান্তে এসে উপনিত। সেখানে নদীর কিনারে এক বৃক্ষ দেখতে পেলেন। আবুল মালী তাঁর চাবির তোড়াটি সেই বৃক্ষে লটকায়ে নিরালায় বসে হাজত সেরে নদীতে গিয়ে অযু করলেন এবং তথায় দু'রাকাত নফল নামায পড়ে যখন সালাম ফিরালেন, তখন হুযুর গাউছে পাক ওনার মাথা থেকে চাদরটা উঠিয়ে নিলেন। আবুল মালী আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে তিনি যথারীতি ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত আছেন এবং হুযুর গাউছে পাক ওয়াজ করছেন। তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন যে তাঁর শরীরে তখনও অযুর পানির আদ্রতা রয়েছে এবং প্রশ্রাবের হাজতটাও রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর চাবির তোড়াটা পাওয়া গেল না।

কিছুদিন পর তিনি এক কাফেলার সাথে আরবের বাইরে কোন এক শহরে যাচ্ছিলেন। বাগদাদ থেকে যাত্রা করে চৌদ্দ দিনের মাথায় কাফেলা মরুভূমির এক প্রান্তে নদীর কিনারে এসে উপনিত হলো। আবুল মালী আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে এটা সেই নদী ও সেই বৃক্ষ যেথায় তিনি অযু করে ছিলেন ও নামায পড়েছিলেন। তাঁর চাবির তোড়াটিও সেই বৃক্ষে লটকানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। কাফেলা ফিরে আসলে আবুল মালী গাউছে পাকের খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। হুযুর গাউছে পাক ওনার কান ধরে বললেন, আবুল মালী, আমার জিন্দেগীতে এটা কারো কাছে বলিও না। (নশরুল মুহাসেন - ৫৭ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগন সাধারণ লোকদের মত নন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে অনেক বড় বড় ব্যতিক্রম ধর্মী ক্ষমতা দান করেছেন। তাঁদের দৃষ্টি থেকে মনের গোপন কথাও লুকায়িত থাকে না।

কাহিনী নং - ৭২৮

হযরত কুসাইব

হযরত কুসাইব এর প্রতি মুসেলের কাজী দুশমনী পোষন করতেন। ওনার ইচ্ছে ছিল যে তৎকালীন হাকীমের কাছে ওনার বিরুদ্ধে কোন একটা অভিযোগ করে ওনাকে

মুসেল থেকে বের করে দেয়া। কিন্তু ওনার এ ইচ্ছের কথা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতো না। একদিন হযরত কুসাইব মুসেলের এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে একই গলির অপর দিক থেকে মুসেলের কাজী একাকী আসছিলেন। হযরত কুসাইবকে দেখে কাজী মনে মনে আফসোস করলেন যে, ওনার সাথে যদি অন্য কোন লোক থাকতো, হযরত কুসাইবকে ধরে হাকীমের কাছে নিয়ে যেতে পারতেন। এতটুকু চিন্তা করতে না করতেই তিনি দেখতে পেলেন যে, হযরত কুসাইব এক এক কদম এগিয়ে আসছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারন করছেন,প্রথম কদমে এক কুর্দীর আকৃতিতে ছিলেন, দ্বিতীয় কদমে এক গেঁয়ো লোকের আকৃতিতে ছিলেন এবং তৃতীয় কদমে একজন ফিকাহ বিশারদের আকৃতি ধারন করে মুসেলের কাজীকে জিজ্ঞেস করলেন, কাজী সাহেব, আপনিতো চারটি আকৃতি দেখলেন। এর মধ্যে কোন্‌টি কুসাইব, যার বিরুদ্ধে হাকীমের কাছে অভিযোগ করে বের করে দিবেন? এ কথা শুনে কাজী সাহেব আশ্চর্য হয়ে গেলেন; ওনার হাত-পায়ে চুমু দিতে লাগলেন এবং ওনার সাথে দুশমনী থেকে তওবা করলেন।

(বাহজাতুল আসরার - ১৯৭ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তা আলার নেক বান্দাগন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে অনেক কিছু করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে অনেক ক্ষমতা দান করেছেন। তাঁদের দৃষ্টির সামনে মনের গোপন কথাও গোপন থাকে না।

কাহিনী নং - ৭২৯

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ কুরশী

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ কুরশী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একজন আল্লাহর বড় অলী ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন অন্ধ। তাঁর এক মুরীদের এক সুন্দরী কন্যা ছিল। এক দিন সেই মুরীদ ঘরে এসে খোশ মেজাজে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো, আজ কি পাক হয়েছে? মেয়ে বললো এগুলো পাক হয়েছে। অতঃপর মেয়ে বাপকে খাবার পরিবেশন করলো। খাওয়ার ফাঁকে আলাপচারিতায় মেয়ে বাপকে বললো, আপনি কি আমার আরজু পূর্ণ করতে পারবেন? বাপ বললো, নিশ্চয়ই পূর্ণ করবো,তুমি বল, তোমার আরজু কি? মেয়ে বললো আমার মনের একান্ত আরজু হলো,হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ কুরশীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। বাপ হযরত কুরশীর দরবারে গেল এবং মেয়ের আরজুর কথা প্রকাশ করলো। হযরত কুরশী বললেন, ঠিক

আছে, কাজী ডেকে আন। অতঃপর কাজী এসে যথারীতি বিবাহ পড়িয়ে দিলেন। বাপ মেয়েকে সাজিয়ে হযরত কুরশীর খেদমতে নিয়ে আসলো। ঘর থেকে সবাই বের হয়ে গেলে, হযরত কুরশী গোসলখানায় প্রবেশ করেন। একটু পর গোসলখানা থেকে এক সুন্দর ও সুস্থ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ও সুসজ্জিত পোষাকে এক নওজোয়ান বের হয়ে আসেন। নববধু লজ্জায় মুখ ঢেকে নিল। নওজোয়ান বললেন, এ রকম করো না, আমি কুরশী। নববধু বললো, তুমি কুরশী না। তিনি খোদার কসম করে বললেন, আমিই কুরশী। নববধু আশ্চর্য হয়ে বললো ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আমি তোমার সাথে এ অবস্থায় থাকবো এবং অন্যদের সামনে আগের মত থাকবো। তবে আমার জিন্দেগীতে এ খবর কাউকে বল না।

(তবকাতে কুবরা ১৩৫ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর ওলীগন প্রায় সময় তাদের শানমান সাধারণ জনগন থেকে লুকিয়ে রাখেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন। কোন আল্লাহর মকবুল বান্দাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে ওনাদের প্রতি কিছুতেই অবজ্ঞা করতে নেই।

কাহিনী নং - ৭৩০

আসল সন্তান

এক ব্যবসায়ী অনেক সম্পদ রেখে মারা যান। একমাত্র ছেলে ছাড়া ওর অন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ছেলেটাও অনেকদিন থেকে ঘরছাড়া এবং কোথায় আছে, তা কারো জানা ছিল না। এমন কি পাড়া প্রতিবেশীরা ওর চেহারা ছুরতও ভুলে গিয়েছিল। কিছুদিন পর তিন যুবক এসে প্রত্যেকে মরহুমের ছেলে দাবী করলো। পাড়া প্রতিবেশীরা কোন সমাধান দিতে না পারায় শেষ পর্যন্ত এ তিন যুবক কাজীর দরবারে গেল এবং প্রত্যেকে স্বীয় দাবী পেশ করলো। কাজী সাহেব মরহুম ব্যবসায়ীর একটি ফটো আনালেন এবং সেটা এক জায়গায় ফিট করে তিন যুবককে বললেন- যে নির্ধারিত দূরত্ব থেকে এ ফটোর মাঝখানে গুলি বিদ্ধ করতে পারবে, সেই উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবে। তিন যুবকের মধ্যে দুই যুবক সঙ্গে সঙ্গে গুলি বিদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল কিন্তু তৃতীয় যুবক হতাশ হয়ে পড়লো এবং ওর চোখে মুখে হতাশা ফুটে উঠলো এবং চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে বললো আমার বাবার ফটো কিছুতেই গুলিবিদ্ধ করতে পারবো না। এর জন্য কিছু না পেলেও আমার

কোন আপত্তি নেই। কাজী সাহেব ওর পক্ষেই রায় দিলেন এবং ওকেই আসল সন্তান ঘোষনা করলেন।

(হেকায়েত ও রেওয়াত - ২৫৭ পৃঃ)

সবক ঃ আসল সন্তান মা-বাপের গায়ে সামান্য আঁচড়ও সহ্য করতে পারে না। সু-সন্তান কোন অবস্থায় মাবাপকে কষ্ট দিতে পারে না।

কাহিনী নং - ৭৩১

আশ্রয়

বাদশাহ বাহরাম একবার শিকারে বের হলো এবং একটি হরিণ দেখতে পেয়ে সেটার পিছনে ঘোড়া হাঁকালো। হরিণও প্রান বাঁচানোর জন্য আপ্রান চেষ্টা করলো এবং এদিক সেদিক দৌঁড়াতে লাগলো। বাদশাহ বাহরামও পিছু ছাড়লো না। হরিণ দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে তৃষ্ণার্ত ও কাহিল হয়ে শেষ পর্যন্ত এক বেদুইনের তাবুতে ঢুকে পড়লো। বেদুইনের নাম ছিল কবিছা। সে জটপট হরিণটা ধরে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো। ইত্যবসরে বাদশা বাহরামও তাবুর সন্নিকটে এসে পৌঁছলো এবং কবিছাকে বললো, আমার শিকার তোমার তাবুতে ঢুকছে। সেটাকে বের করে দাও। কবিছা বাদশাকে চিনতে পারেনি৷ তাই সে জোর গলায় বললো, ওহে অস্বারোহী, তোমার এ দাবীটা বিবেক বিবর্জিত। যে প্রাণী আমার আশ্রয় নিয়েছে, আমি কি সেটাকে মারার জন্য কাউকে সোপর্দ করতে পারি? বাহরাম হুমকি দিল এবং হরিনটা বের করে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করলো। কিন্তু কবিছা অটল এবং জোর গলায় বললো আমার জীবন থাকতে তোমাকে হরিণের কাছেও ঘেঁষতে দেব না। আমাকে হত্যা করে ফেললেও আমার গৌত্র এ হরিণ তোমাকে নিয়ে যেতে দেবে না। তাই এ আশা ত্যাগ কর। তবে এর পরিবর্তে তুমি যদি ইচ্ছে কর, দরজার সামনে রক্ষিত গদি লাগামসমেত আমার আরবীয় ঘোড়াটি নিয়ে যেতে পার। কিন্তু আমার আশ্রয়ে আসা হরিনটিকে কিছুতেই তোমার হাওলা করতে পারি না। বাহরামের কাছে এ মনোভাব খুবই পছন্দ হলো এবং কোন জোর জবরদস্তি না করে ফিরে চলে গেল।

(তালিমুল আখলাক - ৪০৬পৃঃ)

সবক ঃ আশ্রিত যে কোন প্রাণীর প্রতি সহায়তা মানবতার পরিচায়ক।

কাহিনী নং - ৭৩২

ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার

ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহারকারী এক বাদশাহ ছিলেন। তিনি একদিন শাহী বাবুর্চীকে একটি বিশেষ খাবার তৈরী করতে বললেন। যথাসময়ে খাবার তৈরী করে অন্যান্য খাবারের সাথে দস্তরখানায় রাখা হলো। বাদশাহ প্রথমে তাঁর নির্দেশিত খাবারের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, তিনি সেটাতে একটি মাছি দেখতে পেলেন। সেটা ফেলে দিয়ে যখন খেতে শুরু করলেন, তখন আর একটি মাছি দেখতে পেলেন। তখন তিনি সেটা বাদ দিয়ে অন্য আইটেম খেলেন। খাওয়া শেষে বাবুর্চিকে ডেকে বললেন- তোমার তৈরী বিশেষ খাবার টা খুবই মজা হয়েছে। আগামী কালও সেটা তৈরী করিও। তবে আজকের মত মাছি দিও না। বাদশাহের এ অমায়িক ও সুন্দর ব্যবহারে উপস্থিত সবাই বিমোহিত হলেন এবং বাবুর্চি লজ্জিত হলো।

(তালিমুল আখলাক -৪৮০ পৃঃ)

সবক ঃ নরম ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সহজে মানুষের মন জয় করা যায়। তবে অবস্থা ও মানুষ ভেদে অনেক সময় কঠোরও হতে হয়।

কাহিনী নং - ৭৩৩

বাদশাহ সবস্তগীন

বাদশাহ সবস্তগীন ছিল একজন গোলাম। ওর সম্বল বলতে ছিল মাত্র একটি ঘোড়া। সে ঘোড়ায় চড়ে প্রতিদিন জংগলে শিকারে যেত এবং যা পেত, সেটা দিয়ে জীবন চালিয়ে যেত। একদিন শিকারে গিয়ে একটি হরিণ দেখলো, যাব সাথে একটি বাচ্চাও ছিল। সে হরিনের পিছনে ঘোড়া হাঁকালোরহ চেষ্টা করেও হরিণটাকে ধরতে পারলো না,কিন্তু বাচ্চাটাকে ধরে ফেললো। কি আর করা, বাচ্চটা নিয়ে শহরের দিকে যাত্রা দিল। কিছু দূর আসার পর পিছন ফিরে দেখে যে হরিণটি ওর পিছু পিছু আসতেছে। এদৃশ্য দেখে হরিনের প্রতি ওর দারুন দয়া হলো এবং বাচ্চাটা ছেড়ে দিল। হরিণ বাচ্চাটা ফিরে পেয়ে আসমানের দিকে মুখ করে কি যেন বললো এবং জংগলে ফিরে গেল। জীবের প্রতি সবস্তগীনের এ দয়া আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই পছন্দ হলো। রাত্রে সে স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়াসাল্লাম) সাক্ষাৎ লাভ করলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওকে বললেন- তুমি যে একটি নিরহ বাকশক্তিহীন

প্রানীর প্রতি দয়া করেছ, এতে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমাকে বাদশাহী দান করবে। স্মরণ রাখিও যেভাবে তুমি সেই প্রাণীর প্রতি দয়া করেছ স্বীয় প্রজাদের প্রতিও সেভাবে দয়া করিও।
(তালীমুল আখলাক - ৪৮৯ পৃঃ)
সবক ঃ সৃষ্টি কুলের প্রতি দয়া করা আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সারা জাহানের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। কারো প্রতি জুলুম করা আল্লাহর ও তাঁর নবীর কাছে আদৌ পছন্দনীয় নয়।

কাহিনী নং - ৭৩৪
বাদান্যতা

এক দিন এক অভাবী ব্যক্তি হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, আমি অধিক সন্তান সন্ততির কারণে খুবই অভাব অনটনে আছি। এমন কি, আজ রাত্রের খাবার বলতে কিছুই নেই। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) ওকে বসিয়ে রাখবেন। কিছুক্ষনের মধ্যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) হযরত ইমাম হোসাইনের সমীপে পাঁচ প্যাকেট দিনার পাঠালেন। তিনি সেই পাঁচ প্যাকেট সেই অভাবী ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন এবং কিছুক্ষন যে বসায়ে রাখলেন এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।
(কাশফুল মাহজুব- ৯পৃঃ)
সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাদের দরবার থেকে কোন অভাবী খালি হাতে ফিরে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের সম্পর্কে বলেন- وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ ওনারা নিজেদের মাল অন্যদেরকে দিয়ে দেন, যদিও বা ওনারা অভাবী হোন। ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এ আয়াতের বাস্তব উদহারন।

কাহিনী নং - ৭৩৫
কালো সাপ

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একবার এক গ্রামে তশরীফ নিয়ে ছিলেন। ওখানকার লোকেরা ওনার কাছে অভিযোগ করলো, হে আল্লাহর নবী! এ গ্রামে এমন এক ধোপা

আছে, যে কাপড় চুরি করে ও বদলে ফেলে, ওর এ আচরনে আমরা সবাই ওর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট। সে আমাদেরকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। এখন সে কাপড় ধৌত করতে গেছে। আপনি ওর জন্য বদদুআ করুন, যেন সে ওখানেই ধ্বংস হয়ে যায়। ওখান থেকে যেন আর ফিরে না আসে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম লোকদের আবেদন গ্রহন করলেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! এ জালিমকে তুমি ওখানেই ধ্বংস করে দাও। ধোপা ঘাটে যাবার সময় সাথে রুটি নিয়ে গিয়েছিল, যেন ক্ষুধা লাগলে খেতে পারে। ঘটনাক্রমে সেখানে এক ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক উপস্থিত হয় এবং ওর কাছে কিছু খাবার প্রার্থনা করে। সে ওকে একটি রুটি দিল। ভিক্ষুক ওর জন্য দু দু'আ করলো এবং বললো, তুমি যেরূপ লোকদের কাপড় পরিস্কার কর, আল্লাহ তাআলা যেন তোমার মনকে সেরূপ পরিস্কার করে দেন। ধোপা খুশী হয়ে ওকে আর একটি রুটি দিল। ভিক্ষুক ওকে বললো, আল্লাহ তোমাকে প্রত্যেক বলামসিবত থেকে নিরাপদ রাখুক।
ধোপা সহীহ সালামতে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসলো। লোকেরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বললো- হযরত আপনি কেমন বদদুআ করলেন যে, সেতো সহীহ সালামতে ঘরে ফিরে আসলো। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ধোপাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, আজ তুমি কোন্ নেক আমল করেছ? ধোপা বললো, উল্লেখযোগ্য এমন কিছু করিনি, তবে একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে আল্লাহর ওয়াস্তে দু'টি রুটি দিয়েছি এবং সে খুশী হয়ে আমার জন্য দু'আ করেছে। সে মুহুর্তে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামদের প্রতি ওহী নাযিল করলেন, হে আমার প্রিয় নবী, ধোপার পুটলীটি খুলে দেখ। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ওর পুটলী খুললে সেখান থেকে একটি কালো বিষাক্ত সাপ বের হয়ে আসলো এবং সাপটির মুখটি ছিল চিপিবন্ধ। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সাপকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ক্ষতিকর প্রাণী ! আল্লাহ তাআলা তোকে এ ধোপাকে দংশন করার জন্য প্রেরন করে দিল, তুমি ওকে কেন রেহাই দিলে? সাপ আরয করলো, হে আল্লাহর নবী! আমি ওকে দংশন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে দানকৃত ওর দু'রুটির বরকতে ফিরিশতাগন আমার মুখে চিপি লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমি ওকে দংশন করতে না পারি। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ কথা শুনে ধোপাকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ তাআলা তোমার বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এখন

থেকে যাবতীয় গুনাহ থেকে বিরত থেকো। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সদকার বরকতে রক্ষা করেছেন।

(ফজরে মনীর - ২২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর পথে দান খায়রাত করলে, অনেক বলা মসীবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই সকলের উচিত, যেন অভাবীদেরকে সাধ্যমত সাহায্য করে।

কাহিনী নং - ৭৩৬

দরূদ শরীফ

হযরত আবু মূসা নামে এক বুযুর্গ বর্ণনা করেন, আমি একবার একদল যাত্রীর সাথে নৌকা যোগে বের হয়েছিলাম। নৌকাটি মাঝ দরিয়ায় আসলে হঠাৎ বিপরীত হাওয়া বইতে থাকে এবং সেটা তুফানে রূপ নেয়। নৌকার সকল আরোহী বিচলিত হয়ে পড়ে এবং এ মুশকিল থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব মনে করে সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং তওবা ইস্তিগফার করতে থাকে। এ নাজুক অবস্থায় আমি অচেতন হয়ে পড়ি। এ অচৈতন্য অবস্থায় আমি দেখলাম, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তশরীফ এনেছেন এবং ফরমালেন, হে আবু মূসা, নৌকার সকল আরোহীকে বল ওরা যেন দরূদে তুনাজ্জিনা পড়ে। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলল্লাহ! আমারতো এ দরূদ জানা নেই। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, আমি বলছি, তুমি মুখস্থ করে নাও। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়াসাল্লাম) সেই দরূদ শরীফটি স্বীয় পবিত্র জবানে পড়লেন এবং আমার মুখস্থ হয়ে গেল। এরপর আমার অচৈতন্যভাব কেটে গেল এবং দরূদ শরীফটা আমার মুখে জারি ছিল। আমি সকল নৌকারোহীকে বললাম, তোমরা এ দরূদ শরীফটি পাঠ কর। এটা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং এখানে তশরীফ এনে বলে গেছেন। অতঃপর আমরা সবাই সেই সেই দরূদ শরীফ পড়তে লাগলাম একটু পর তুফান থেমে গেল এবং আমরা সবাই রক্ষা পেলাম। দরূদ শরীফটা নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

(ফজরে মনীর - ৪৬ পৃঃ)

সবক ঃ দরূদ শরীফ আল্লাহর বড় নিয়ামত। এর তেলাওয়াতের দ্বারা বড় বড় মুশকিল আসান হয়ে যায়। আমাদের প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মুশকিলের সময় স্বীয় গোলামদের সাহায্য করেন।

কাহিনী নং - ৭৩৭

নেককার মা

হযরত শেখ নিজামউদ্দীন আবুল মুয়েদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে একবার দিল্লীর লোকেরা হাজির হয়ে আরয করলো, হুযূর, কয়েকদিন থেকে দিল্লীতে বৃষ্টি হচ্ছে না, মানুষ খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে। আপনি মেহেরবানী করে বৃষ্টির জন্য দুআ করুন। হযরত নিযামউদ্দীন মিম্বরে উঠলেন এবং নিজের মায়ের পুরানো কাপড়ের একটি টুকরা বগল থেকে বের করে হাতের উপর রেখে এভাবে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এ কাপড়ের ওসীলায়, যেটা এক জয়িফ বৃদ্ধার কাপড়, যার প্রতি কখনো কোন পরপুরুষের দৃষ্টি পড়েনি, আপনি বৃষ্টি বর্ষন করুন। আল্লাহর কুদরতে তক্ষুনি মেঘ দেখা গেল এবং বৃষ্টি শুরু হলো।

(তোহফায়ে রহিমী - ১৯৫ পৃঃ)

সবক ঃ বিপদ আপদের সময় আল্লাহর নেকবান্দাদের কাছে গিয়ে দু'আ প্রার্থনা করলে, তা সহজে কবুল হয়। নেক বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত কোন কিছুর ওসীলায় দু'আ করলে, তাও সহজে কবুল হয়।

কাহিনী নং - ৭৩৮

ফকীরের জালালিয়াত

একবার খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) আজমীর শরীফে খাজা গরীব নেওয়াজ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। সে সময় পৃথ্বীরাজ জীবিত ছিল এবং প্রায় সময় বলাবলি করতো যে এ ফকীরটা (খাজা সাহেব) এখান থেকে চলে গেলে খুবই ভাল হতো। এ খবর হযরত খাজার কানে পৌঁছে। তিনি সে সময় জজবার হালতে ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুরাকেবায় বসলেন এবং মুরাকেবা অবস্থায় তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এ শব্দগুলো বের হয় ঃ

"আমি পৃথ্বীরাজকে মুসলমানদের হাতে জীবিত হস্তান্তর করলাম" এর অল্প কিছুদিন পর সুলতান শামশুদ্দিন মুহাম্মদ গোরীর বাহিনী আজমীর আক্রমন করে এবং সারা

শহর তছনছ করে দিয়ে পৃথ্বীরাজকে ধরে নিয়ে যায়। এতে বুঝা গেল, দরবেশের এক গ্লাসে থাকে আগুন আর এক গ্লাসে থাকে পানি, অর্থাৎ ওনারা লাভ ক্ষতি উভয়টা করতে পারেন।

(শুরিশ কাশ্মীর -১২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগন খোদাপ্রদত্ত অনেক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁরা মানুষের কল্যাণ-অকল্যানের ক্ষমতা রাখেন।

কাহিনী নং - ৭৩৯

হক কথা

ইরানের এক রাজপুত্র কবিতার এ পঙক্তিটা রচনা করলো -

در ابلق کسے کم دیدہ موجود

অর্থাৎ এমন মুক্তা খুবই দুষ্প্রাপ্য, যেটা সাদা-কালোর সংমিশ্রনে তৈরী। এ পঙক্তিটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতীয় পঙক্তিটা কিছুতেই তার মাথায় আসছিলনা। সে কয়েক জন কবিকে বললো কিন্তু কেউ পারলো না। শেষ পর্যন্ত সে দিল্লীর বাদশার কাছে চিঠি লিখলো, যেন কারো দ্বারা এ পঙক্তির অপর অংশ রচনা করে পাঠিয়ে দেন। দিল্লীর কবিরাও বিফল হলো। কিন্তু দিল্লীর শাহজাদী যেবুন নেসা একদিন চোখে সুরমা লাগানোর সময় হঠাৎ অপর পঙক্তিটা ওর মুখ থেকে বের হয়ে আসে। সে চোখে সুরমা লাগাচ্ছিল। হঠাৎ সুরমা মিশ্রিত চোখের পানি ঝরে পড়ে। এ পানি দেখে সে কবিতার দ্বিতীয় পঙক্তিটা এভাবে রচনা করে-

در ابلق کسے کم دیدہ موجود ÷ مگر اشک بتان سرمہ الود

অর্থাৎ কিছু অংশ কালো এবং কিছু অংশ সাদা এ রকম মুক্তা সচরাচর দেখা যায় না তবে প্রেমিকার সুরমা লাগানো চোখ থেকে ঝরে পড়া পানি এ ধরনের মুক্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেটাতে সাদা-কালো উভয় রং দেখা যায়।

দিল্লীর বাদশাহ এ পঙক্তিটি ইরানে পাঠিয়ে দিলেন। ইরানের রাজপুত্র এ পঙক্তিটি পেয়ে দারুন খুশী হলো এবং দিল্লীর বাদশাহের কাছে পুনরায় চিঠি লিখলো যেন উপরোক্ত পঙক্তির রচয়িতাকে ইরানে পাঠিয়ে দেন। এর জবাবে যেবুন নেসা নিম্নের পঙক্তিদ্বয় রচনা করে -

در سخن مخفی سنم چوں بوئے گل در برگ گل ÷ ہر کہ دیدہ میل دارد در سخن بیند مرا

অর্থাৎ ফুলের সুগন্ধ ফুলের পাতায় লুকায়িত। অনুরূপ আমিও আমার কাব্যের মধ্যে লুকায়িত। যে আমাকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করে, সে যেন আমার কবিতা পাঠ করে।

(ইয়াদে মাজী - ২৯ পৃঃ)

সবক ঃ কর্মের মধ্যে কর্তার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। তাই কর্ম দেখে কর্তা সম্পর্কে মোটামুটি ধারনা করা যায়।

কাহিনী নং - ৭৪০

কাব্যগীরী

এক ব্যক্তি কবিতা রচনা করতো ও পাঠ করে লোকদেরকে শুনাতো। লোকেরা ওর কবিতা শুনে বাহ দিত এবং মাঝে মধ্যে বলতো তোমার এ কবিতার মূল্য এক হাজার টাকা, কোন সময় বলতো এ কবিতার মূল্য দু'হাজার টাকা। এতে কবি খুবই খুশী হতো এবং সে মতে প্রত্যেক কবিতার পাতায় অনুরূপ মূল্য লিখে রাখতো। একদিন কবির মা ওকে বললো, বাবা, ফালতু কাজে কেন সময় নষ্ট করছ, আয় রোজগার হওয়ার মত কিছু কাজ কর। ছেলে বললো, মা আমিতো ফালতু কাজ করছি না, আমারতো অনেক আয়-রোজগার হচ্ছে, কোন দিন এক হাজার টাকা, কোন দিন দু'হাজার টাকা আয় হচ্ছে। মা বললো, তাই নাকি, তাহলে আজকে আমাকে দশ পয়সার সবজি এনে দাও। ছেলে কবিতার একটি পাতা নিয়ে বাজারে গেল এবং সবজি বিক্রেতাকে বললো, আমাকে দশ পয়সার সবজি দাও এবং কবিতার এ পাতাটা নাও। এর মূল্য দশ টাকা। সবজি বিক্রেতা বললো বাবা,দশ টাকার কবিতা আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমাকে দশ পয়সাই দাও। এ বাজারে এসব কবিতা চলে না। কবি তখন তার বোকামী বুঝতে পারলো এবং এ পেশা ত্যাগ করলো।

(ইয়াদে মাজী - ৪৫ পৃঃ)

সবক ঃ পরকালে হাস্যরসের কৌতুক কবিতার কোন দাম নেই। সে বাজারে এসব অচল। সেখানে ঈমান ও তকওয়ার মুদ্রাই প্রচলিত।

কহিনী নং - ৭৪১

বুজুর্গানে কিরামের ক্ষমতা

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বর্ণনা করেন, শাহ আবদুর রাজ্জাক জুনজানবীর এক ছেলের রসায়ন পদ্ধতিতে অন্য বস্তুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল। একদিন শাহ সাহেব মসজিদে যাবার পথে এক জায়গায় বসে প্রস্রাব করছিলেন। তাঁর সেই ছেলেটি স্বর্ণ তৈরীর কিছু ক্যামিকেল নিয়ে কাছে দাঁড়ানো ছিল। তিনি প্রস্রাব করার পর ঢিলা নিলেন। অতঃপর সেই ঢিলাটি একটি পাথরের উপর নিক্ষেপ করলেন। পাথরটি সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে এক স্বর্ণকার সেখান থেকে কিছু কেটে নিয়ে গেল। এ ঘটনার পর শাহ সাহেব চিন্তা করলো,যদি কেউ পাথরটা উঠিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে মসজিদে আসা যাওয়া নামাযীদের কষ্ট হবে। তাই তিনি দু'আ করলেন এবং সেটা পুনরায় পাথর হয়ে গেল।

(মলফুজাতে হুসনুল আজীজ - ৯৪ পৃঃ)

সবক ঃ আওলীয়ায়ে কিরাম হচ্ছেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নগন্য গোলাম। তাঁরা যদি এ রকম ক্ষমতা রাখেন, তাহলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কি ধরনের ক্ষমতার অধিকারী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর পরও যারা বলে রসূলের চাওয়ার দ্বারা কিছু হয় না, তারা কত বড় অজ্ঞ ও গোমরাহ।

কাহিনী নং - ৭৪২

ফত্ওয়া

মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর এক সাহাবী কোন এক যুদ্ধে মারাত্মক আহত হন। তিনি আহতাবস্থায় তায়াম্মুম করে ইশারায় নামায আদায় করতে লাগলেন। এ অবস্থায় একদিন তাঁর স্বপ্নদোষ হলে তিনি ভীষন দুশ্চিন্তায় পতিত হন। এ দিকে নামাযের সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁর এক সাথীকে ডেকে বললেন, ভাই এতদিন অযু ভঙ্গ হলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেছি। এখন তো নাপাক হয়ে গেছি। তাই কি করতে পারি? সাথীর এ মাসআলা জানা ছিল না। অনুমান করে বললেন, গোসল ছাড়া উপায় নেই। অগত্যা গোসল করতে গিয়ে যে মাত্র পানি ঢাললেন, আহত স্থানে ইনফেকশন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। এ খবর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছলে

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খুবই মর্মাহত হন এবং ঐ ব্যক্তিকে ডেকে খুবই বকাঝকা করলেন এবং বললেন, যখন তোমার এ মাসআলা জানা ছিল না, তখন তুমি ওকে কেন ভুল মাসআলা বললে? মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে কেয়ামতের দিন এমন আযাব দেবেন,যেমন কোন খুনীকে দেয়া হবে। কেননা ঐ ব্যক্তিকে তুমি হত্যা করেছ।

(মিশকাত শরীফ - ৫ পৃঃ)

সবক ঃ মনগড়া ফত্ওয়া খুবই মারাত্মক বিষয়। অজানা বিষয়ে ফত্ওয়া দেয়া খুবই ক্ষতিকর। যে কোন বিষয়ে প্রথমে ভালমতে জেনে নেয়া উচিত। আজকাল অনেকে না জেনে না বুঝে অনেক ছওয়াবের কাজকে শিরক, বিদ্আত কত কিছুই বলে থাকে। এর পরিনতি খুবই ভয়াবহ।

কাহিনী নং - ৭৪৩

শরাব

কোন এক বাদশাহের মজলিসে এক বুদ্ধিমান গরীব ব্যক্তি অংশ গ্রহন করে। মজলিসের শেষ কাতারে সে বসার জায়গা পেল এবং সেখানে বসে গেল। জ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় সে কিছু বক্তব্য রাখে। এতে বাদশাহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ওর জ্ঞানগর্ব বক্তব্য শুনে বাদশাহ খুবই খুশী হন এবং ওকে ডেকে নিয়ে বাদশাহের পাশেই বসালেন। একটু পর মজলিসে শরাব পরিবেশন করা হলো। সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সামনে শরাবের পেয়ালা রাখা হলো। সে বাদশাহের কাছে আরয করলো, আমাকে এর থেকে মাফ করা হোক। যে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বদৌলতে বাদশাহের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছি, সেটা যেন বহাল থাকে। শরাব পান করলে আমার মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হবে এবং অপদস্থ হবো। বাদশাহ ওর কথায় খুব খুশী হলেন এবং ওকে পুরস্কৃত করলেন।

(তালিমুল আখলাক - ১৬৫ পৃঃ)

সবকঃ শরাব পান করলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই এর থেকে বিরত থাকা উচিত।

কাহিনী নং - ৭৪৪

শের শাহের ন্যায় বিচার

সাধারণ-বিশিষ্ট লোক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আমলাদের আনাগোনায় দরবার ভরপুর। ঘোষকের ঘোষনা ও দরবারী লোকদের হাঁক ডাকে এক ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। বাদশাহ শেরশাহ স্বীয় আসনে উপবিষ্ট। তাঁর ডানে-বামে রাজকর্মচারী, রাজন্যবর্গ, জমিদার জায়গীরদার সবাই মাথানত করে দাঁড়িয়ে আছেন। বাদশাহের পক্ষ থেকে একটার পর একটা শাহী ফরমান জারী করা হচ্ছে, ফাঁকে ফাঁকে মজলুমের ফরিয়াদ ও জালিমের বিচারও চলছে। সে সময় এক রাজদূত মর্মাহত এক হিন্দু বণিককে শের শাহের সামনে হাজির করে। সে ভয়ে কাঁপছিল।

শের শাহ ঃ বল, কি অভিযোগ?

বণিক ঃ আপনি আমার মা-বাপ-এতটুকু বলার পর কম্পনরত অবস্থায় এর বিড়া পান শের শাহের সামনে রাখলো।

শের শাহ : তুমি ঠিকই বলেছ, বাদশাহ প্রজাদের মা-বাপই হয়ে থাকে। কিন্তু এ পানের বিড়া কেন? এবং এতে তোমার কি উদ্দেশ্য রয়েছে?

বণিক : (তোৎলানো মুখে) বাপজান, ইজ্জতের প্রশ্ন। ইজ্জত সবার কাম্য।

শের শাহ: ব্যাপার কি? তোমার ইজ্জতের উপর কি কোন জালিম হামলা করেছে? বল, সেই মরদুদ কে?

বণিক ঃ হুযূর নাম জিজ্ঞেস না করলেই ভাল হয়।

শের শাহ ঃ কোন ভয় নেই। তুমি বিনা সংকোচে বল। শের শাহের কাছে রাজ্যের সভাসদ থেকে শুরু করে নগন্য ব্যক্তি সব বরাবর। তুমি যদি তোমার ফরিয়াদে সত্যবাদী হও, তাহলে আপরাধীকে নিশ্চয় শাস্তি দেয়া হবে। বল, সেই বদমাইশের নাম কি, যে তোমার ইজ্জতের উপর হাত দিয়েছে।

বণিক : (লজ্জিত কণ্ঠে) হুযূর, গোলামের বিবাদী হলো...... শাহজাদা আদেল।

শের শাহ : (অগ্নিশর্মা হয়ে) আদেল! আদেল কি করেছে?

বণিক : হুযূর! আমার স্ত্রী আমার ঘরের ছাদে গোসল করছিল। ঘটনাক্রমে আদেল তখন হাতীতে আরোহন করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে আমার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পানের এ বিড়াটা নিক্ষেপ করে। মহারাজ, এতে সে লজ্জায় ও অপমানে অনবরতঃ কাঁদতেছে এবং খানাপিনা ছেড়ে দিয়েছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, ওর

দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আপনার কাছে ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি।

শের শাহ ঃ (ভীষন রাগতাবস্থায়) আদেলকে এক্ষুনি হাজির করা হোক। (প্রধান সেনাপতি তক্ষুনী দরবারে আদেলকে হাজির করলেন।)

শের শাহ ঃ আদেল ! এ মূহুর্তে তোমাকে দরবারে কেন তলব করা হয়েছে, তা তুমি জান? না জানলে শুন, তুমি আমার একজন প্রিয় প্রজার ইজ্জত হানি করেছ। এ মূহুর্তে তুমি শাহজাদা নয় বরং জাতি ও দেশের অপরাধী। তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেতে হবে। তোমার কিছু বলার থাকলে বলতে পার।

আদেল ঃ (হতবম্ব অবস্থায়) জাহাপনা! অধম এমন কোন কাজ করি নাই যার ফলে শাহেনশাহের মান সম্মানে আঘাত আসে। আসল ঘটনা হলো, বাদীর স্ত্রী স্বীয় ঘরের ছাদের উপর খোলামেলা অবস্থায় গোসল করছিল। আমি সেখান দিয়ে যাবার সময় ওকে এ অবস্থায় দেখে ওর দিকে পানের বিড়া নিক্ষেপ করি, যেন ভবিষ্যতে এ রকম খোলামেলা অবস্থায় গোসল না করে। এ ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

শেরশাহ : আদেল, তোমার বর্ণনা যতই সত্য হোক না কেন, ফরিয়াদী এতে তুষ্ট নয়। তাই তুমি অপরাধী, অবিশ্বাসী ও জালিম। তোমার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া চায়। অবস্থা বেগতিক দেখে উজীরে আযম শাহজাদার পক্ষে সুপারিশ হিসেবে কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু শের শাহ ওনাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এ বলে 'খামোশ' করে দিলেন, আমি এ সময় কিছু শুনতে রাজি নই। কুরআন হাকীমে বর্ণিত আছে "যা কিছু কর, ইনসাফের দৃষ্টিতে কর, যদিওবা এতে আপনজনের ক্ষতি হয়ে থাকে"।

আদেল ঃ জাহাপনা। অধম স্বীয় ভুল স্বীকার করছি এবং ক্ষমা প্রার্থী। আগামীতে এ ধরনের আচরন আর কখনো হবে না।

শের শাহ ঃ (রাগে কম্পমান অবস্থায়) কি বললে? তোমাকে মাফ করে দিতে? আজ তুমি অপরের স্ত্রীর গায়ে পানের বিড়া নিক্ষেপ করার সাহস করেছ। দু'দিন পর তুমি ওকে হাতীর পিঠে উঠিয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করবে না। তোমার দেখাদেখি আমীর ওমরারাও সীমালংগনে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। এভাবে তুমি আমাকে পরকালে অপদস্থ করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে হাতীর বাহন কি এ জন্য দান করেছেন যে, তুমি হাতীতে আরোহন করে গরীব প্রজাদের বাড়ীর আশে পাশে ঘুরাফেরা করবে এবং ওদের বৌ-বেটিদের ইজ্জতহানি করবে। এটা কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য নয়। তোমাকে

শাস্তি পেতেই হবে। ইজ্জতহানির প্রতিকার ইজ্জত হানির দ্বারাই করা হবে। শেরশাহের বিচারের রায় হলো, তুমি তোমার স্ত্রীকে এ ব্যবসায়ীর ঘরে পাঠিয়ে দাও এবং ওকে বলে দাও সে যেন অনুরূপ ছাদের উপর উঠে খোলামেলা অবস্থায় গোসল করে। আমি একে (বাদীকে) হাতীতে আরোহন করিয়ে পাঠাচ্ছি, যাতে সে তোমার স্ত্রীর প্রতি পানের বিড়া নিক্ষেপ করতে পারে। এ রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্থিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো না।

আদেল ঃ (হতাশ হয়ে) জাহাপনা! আদেলকে বেইজ্জত করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, বান্দা হাজির। এ ভরপুর দরবারে আমাকে দোররা মেরে আপনার রাগ প্রশমিত করুন। কিন্তু আপনার পুত্র বধু এ ব্যাপারে একেবারে নিরাপরাধ, ওকে বেইজ্জত থেকে রেহাই দিন।

শেরশাহ ঃ আমি বাদশাহ! আল্লাহ ছাড়া আমার হুকুম রদ করার কেউ নেই। আমার কাছে সবাই বরাবর। অপরের স্ত্রীকে বেইজ্জত করতে তোমার তো লজ্জা হয়নি। আমিও আমার বধুর বেইজ্জতী বরদাস্ত করে নিব। যাও হুকুম তামিল কর।

(ভরপুর দরবার একেবারে নিরব নিস্তব্ধ, আদেলের বিমর্ষ চেহারা দেখে সবাই মর্মাহত কিন্তু কারো কিছু বলার সাহস নেই। শেষ পর্যন্ত সেই বণিক এগিয়ে গেল এবং শের শাহের সমীপে বিনিতভাবে আরয করলো)

বণিক ঃ মহারাজ! আমার আর কোন অভিযোগ নেই। আমি ন্যায় বিচার পেয়েছি। ভগবান আপনার হায়াত দরাজ করুক। এ মামলায় শাহজাদীর কোন অপরাধ নেই। আমি ওনার মান-সম্মানের ক্ষতি করতে পারি না। আমি হুজুরের নিমক খেয়েছি। তাই শাহী খানদানের বেইজ্জতী মেনে নিতে পারি না।

শের শাহ ঃ আমার মজলুম বৎস! এ রকম করো না। যে সাহস নিয়ে বিচার প্রার্থী হয়েছ, সে সাহসের বলে বলিয়ান হয়ে এ রায়ও মেনে নাও। যাতে আগামীতে কোন শাহজাদা, রাজা-মহারাজা এ রকম দুঃসাহস না করে।

বনিক ঃ মহারাজের জয় হোক! হুযুর, শাহজাদা যথেষ্ট শাস্তি পেয়ে গেছে। সে স্বীয় কর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত। এর থেকে অধিক সাজার আর প্রয়োজন নেই।

শের শাহ ঃ (আদেলকে লক্ষ্য করে) আদেল! শুনছ? প্রজাগন বাদশাহকে নিজেদের মা-বাপ মনে করে। এ জন্য আমাদেরকেও ওদের সাথে সে রকম আচরন করা চাই। যাও, ওর কাছে মাফ চাও। সে তোমাকে বেইজ্জতী থেকে রক্ষা করেছে। অন্যথায়

তুমি কারো কাছে মুখ দেখাতে পারতে না।

আদেল ঃ (বনিকের সামনে গিয়ে) আমি আমার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং ঘোষনা করছি যে আজ থেকে তোমার স্ত্রী আমার বোন এবং সারা জীবন ওকে বোনের মত মনে করবো।

বনিক ঃ শাহজাদার জয় হোক।

শেরশাহ ঃ (বনিককে লক্ষ্য করে) দাঁড়াও, এ দিকে এসো, (গলায় জড়িয়ে ধরে) আজ থেকে তোমার স্ত্রী আমার মেয়ে, ওর জন্য যে পরিমান স্বর্ণ অলংকার প্রয়োজন, নিঃসংকোচে শাহী কোষাগার থেকে নিয়ে যাও। (সংগৃহিত)

সবক ঃ ইসলাম ন্যায় বিচারের শিক্ষা দিয়ে থাকে। মুসলমান বাদশাহগন ন্যায় বিচার করতেন এবং প্রজাদের প্রতি সুবিচার করতেন। যে সব লোকেরা মুসলমান বাদশাহগনের বিরুদ্ধে প্রপাগণ্ডা করে, তারা বড় স্বার্থপর ও মিথ্যুক।

কাহিনী নং - ৭৪৫

নূরে মুহাম্মদী

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জন্মের আগে আবরাহা নামে ইয়ামনের এক বাদশাহ ছিল। ওর মনে কাবা শরীফের প্রতি ছিল খুবই বিদ্বেষ। মক্কা মুকাররমায় গিয়ে কাবা শরীফকে গুড়িয়ে দেয়াই ছিল তার দিন রাতের স্বপ্ন। এ উদ্দেশ্যে সে একদিন বিশাল হস্তী বাহিনী নিয়ে মক্কা মুয়াজ্জেমার প্রাদদেশে এসে পৌঁছলো এবং নিকটস্থ একটি উপত্যকায় ঘাটি স্থাপন করলো। মক্কার কুরাইশগন আবরাহার আগমন ও অসৎ উদ্দেশ্য জানতে পেরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দাদাজান হযরত আবদুল মুতালিব (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে গেল ও আবরাহার আগমন বার্তা ও উদ্দেশ্যের কথা জানালো। তিনি ওদেরকে অভয় দিয়ে বললেন- এটা যার ঘর তিনি নিজেই স্বীয় ঘর হেফাজত করবেন।

আবরাহা মক্কার অদূরে একটি উপত্যকায় তাবু স্থাপন করে মক্কাবাসীকে নানাভাবে অত্যাচার করতে লাগলো। একদিন মক্কাবাসীর সব উট চারন ভূমি থেকে ধরে নিয়ে গেল। ধৃত উটের মধ্যে হযরত আবদুল মুতালিবের একাই ছিল চারশ উট। হযরত আবদুল মুতালিব যখন এ খবর পেলেন, তখন তিনি কোরাইশ বংশের লোকদেরকে নিয়ে ছবির পাহাড়ে উঠলেন। ঐ সময় হযরত আবদুল মুতালিবের কপাল মুবারকে নতুন চাঁদের মত নূরে মুহাম্মদী চমকাচ্ছিল এবং সেই নূরের আলোকরশ্মি কাবা

শরীফে গিয়ে পড়ছিল। হযরত আবদুল মুতালিব স্বীয় কপালের এ নূরের রহস্য অনুধাবন করে তার বংশের লোকদের বললেন, ফিরে চলো এবং দৃঢ় আস্থার সাথে ওদের সান্তনা দিয়ে বললেন- আমার কপালে তোমরা যে নূরানী তজল্লী দেখতেছ, তোমাদের জন্য এ একটি শুভ লক্ষনই যথেষ্ট, আবরাহার ব্যাপারে চিন্তা করার কিছু নেই, তোমরা জয়ী হবে। আবরাহা যখন দেখলো যে হযরত আবদুল মুতালিব ওর কাছে আসলেন না এবং কুরাইশদের কাউকেও আসতে দিলেন না, তখন আবরাহা ওর এক দূতকে হযরত আবদুল মুতালিবের কাছে পাঠালো। সে যখন মক্কা শরীফ প্রবেশ করে হযরত আবদুল মুতালিবের সামনে গেল এবং ওর দৃষ্টি হযরত আবদুল মুতালিবের চেহারার উপর পড়লো, তখন সে অস্থির হয়ে স্বেচ্ছায় হযরত আবদুল মুতালিবের পায়ের উপর পতিত হলো এবং মুখ দিয়ে কিছু বলতে পারলো না। একটু পর হঠাৎ বলে উঠলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিঃসন্দেহে সরদারীর উপযোগী। আপনার চেহারায় এমন এক নূর আছে, যার সামনে মাথানত না করে থাকার কোন উপায় নেই। অতঃপর একান্ত বিনীতভাবে বললো, আমি আবরাহার এ পয়গাম নিয়ে এসেছি যে যদি কুরাইশ সরদার আবদুল মুতালিব ওর কাছে যায়, তাহলে কোন ক্ষতি না করে সে ফিরে যাবে এবং কুরাইশদের উট ছাগল ইত্যাদি সব ফিরিয়ে দিবে। এ কথা শুনে কুরাইশগণ নানা আকুতি মিনতি করে হযরত আবদুল মুতালিবকে আবরাহার কাছে যেতে রাজি করালো। হযরত আবদুল মুতালিব যখন আবরাহার তাবুর কাছে গেলেন, তখন আবরাহার বাহন বড় সাদা হাতিটি তাবুর পাশে দাঁড়ানো ছিল। হযরত আবদুল মুতালিবকে দেখা মাত্র সে ঝুঁকে পড়লো এবং তাঁর দিকে মাথা ফিরিয়ে সিজদা করতে লাগলো এবং মনে হয় এ রকম কিছু বলছিল ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَى النُّوْرِ فِىْ ظَهْرِكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبْ

'হে আবদুল মুতালিব' সেই নূরের প্রতি সালাম, যেটা তোমার পৃষ্ঠে রয়েছে।)

আবরাহা এ দৃশ্য দেখে অবাক হলো এবং খুবই ইজ্জতের সাথে হযরত আবদুল মুতালিবকে বৈঠক দিল। হযরত আবদুল মুতালিব অন্য কোন কথা না বলে শুধু বললেন, আমাদের উটগুলো ফিরিয়ে দাও। আবরহা বললো, আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি উটের চিন্তা করছেন কিন্তু এ কাবা ঘর, যার বদৌলতে আপনাদের মান-সম্মান, সেটা রক্ষার জন্য আপনি আমার সাথে কোন কথাই বললেন না। তিনি বললেন, উট আমাদের। তাই আমাদের চিন্তা উটের জন্য। কাবাঘর যার, তিনি নিজে তাঁর ঘর রক্ষা

করবেন। এতটুকু বলে তিনি ফিরে আসলেন। আবরাহা সমস্ত উট ফেরত দিয়ে দিল কিন্তু কাবাঘর গুড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে অটল রইলো এবং সেনাপতিকে নির্দেশ দিল যেন হস্তী বাহিনী নিয়ে মূহুর্তের মধ্যে কাবাঘর ধূলিস্যাত করে দেয়। নির্দেশ মুতাবিক হস্তীবাহিনী কাবার দিকে অগ্রসর হলো। অগ্রগামী প্রধান হাতী যখন কাবাশরীফ দেখলো, তখন ওখানেই সিজদায় পতিত হলো। শত চেষ্টা করেও হাতীর মাহুত ওকে উঠাতে পারলো না। অবশেষে মাহুত ওকে পিছনে যেতে ইশারা করলে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পিছনের দিকে দৌড় দিল, ওটার দেখাদেখী অন্য হাতীগুলোও ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছনের দিকে ছুটলো। এদিকে আল্লাহর গজব এসে পৌঁছলো। উপর থেকে বৃষ্টির মত কংকর পতিত হতে লাগলো। যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে আবরাহা ও তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত ধ্বংস হয়ে গেল (আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া - ১১ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত আবদুল মুতালিব নূরে মুহাম্মদীর বদৌলতে সরদারী লাভ করেছেন। কাবা শরীফের হেফাজতও আল্লাহ তাআলা সেই নূরে মুহাম্মদীর বদৌলতে করেছেন। কাবা শরীফ দেখে পশুও সিজদায় পতিত হয়। কিন্তু মানুষ হয়ে যারা কাবার দিকে সিজদা তথা নামায পড়ে না, তারা পশুর থেকে অধম।

কাহিনী নং - ৭৪৬

সকলের সরতাজ

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শৈশব কালে একবার ঘর থেকে বের হয়ে দীর্ঘক্ষন ঘরে ফিরে যাননি। পরিবারের লোকেরা মনে করলেন যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হারিয়ে গেছেন। তাই চারিদিকে তাঁকে খুঁজতে লাগলো। এক ব্যক্তি উষ্টীর উপর আরোহন করে তাঁকে তালাশ করছিলেন। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে এক বৃক্ষের নীচে বিশ্রামরত অবস্থায় পেয়ে গেলেন। তিনি উষ্টীকে বসিয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর পিছনে উঠিয়ে যাত্রা দিতে চাইলে উষ্ট্রী কিছুতেই অগ্রসর হয় না। এর রহস্য নিয়ে একটু চিন্তা করে যখন হুযূরকে ওনার সামনে বসালেন, তখন উষ্টী বসা থেকে উঠে জটপট যাত্রা দিল। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন - ২৯৮ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে পশু পাখীও চিনতেন যে, তিনি ইমামুল আম্বীয়া ও সকলের সরতাজ। এ জন্য উষ্টী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে পিছনে বসানোটা পছন্দ করেনি।

কাহিনী নং - ৭৪৭

এয়াতীম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)

হযরত হালিমা সাদিয়া (রাদি আল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন- একবার ইহুদীদের একটি দলের কাছে আমি শিশু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অলৌকিক ও দুর্লভ ঘটনাবলির কথা বলতে গিয়ে বললাম- এ যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন ওনার মা অদ্ভূত ও দুর্লভ নুরানী দৃশাবলী দেখেছেন। যখন জন্ম গ্রহন করেন, তখন ওনার আম্মা এমন একটি নূর দেখেন, যেটি সারা ঘর রৌশন করে দিয়েছিল। এখনও ওনার নূর ও বরকত সমূহ দ্বারা আমরা সবাই উপকৃত হচ্ছি। ইহুদীরা যখন এ আলামত সমূহের কথা শুনলেন, তখন একে অপরকে বলতে লাগলো- এ শিশুকে কতল করে দাও। ওরা হযরত হালিমাকে জিজ্ঞেস করলো, এ শিশু কি এয়াতীম? হযরত হালিমা ওদের হাবভাব বুঝতে পেরে জবাব দিলেন- আমি ওনার মা এবং ওনার বাপও আছে। এ জবাব শুনে ইহুদীরা বললো- এ একটি আলামত ছাড়া অন্যসব আলামত শেষ জামানার নবীর আলামতের সাথে মিলে গেছে। যদি এয়াতীম হতো, ওকে আমরা নিশ্চয় হত্যা করে ফেলতাম।

(হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ২৬৯ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের আকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আগমন বার্তা আগের যুগের অনেক কিতাবে উল্লেখ ছিল। ওসর কিতাবে হুযূরের গুনাবলী ও পরিচিতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ছিল। বিধর্মীরাও সে সব কিতাব পড়ে হুযূরের আগমন সম্পর্কে অবহিত ছিল।

কাহিনী নং - ৭৪৮

অগ্নিকুন্ড

আবু জেহেল তার বন্ধু বান্ধবকে বলেছিল, আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে কোন সময় নামায পড়তে দেখলে ওর শিরঃচ্ছেদ করবো। (মাসাল্লা) একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে নামাযরত দেখলে ঠিকই সে সেই নাপাক উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। লোকেরা উৎসুক নয়নে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ দেখতে পেল যে, সে মুখে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে পালিয়ে যাচ্ছে। লোকেরা এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং ওকে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? সে বললো,

আমি যখন ওনার ঘাড়ে আঘাত করার জন্য অগ্রসর হলাম, তখন আমি দেখতে পেলাম যে আমার ও ওনার মাঝখানে এক অগ্নিকুন্ড এবং এর অগ্নিশিখা আমার চোখে মুখে এসে পড়ছিল। একটু অগ্রসর হলে আমি নিশ্চিত আগুনে পতিত হতাম। এ ভয়ে আমি পিছপা হয়ে উল্টো ফিরে পালিয়ে কোন মতে জান রক্ষা করি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এ ঘটনার কথা শুনে বললেন- সে যদি আমার কাছাকাছি এসে যেত, তাহলে ফিরিশতাগন ওর শরীরের প্রতিটি জোড়া পৃথক পৃথক করে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করতেন (মুসলিম শরীফ ৪৬৭ পৃঃ ২ জিঃ)।

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, এর হেফাজতে ফিরিশতাকূল সদা নিয়োজিত। তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারী ও বেআদবী কারীদের জন্য অগ্নিকুন্ড তৈরী রয়েছে।

কাহিনী নং - ৭৪৯

রসূলে বরহক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদি আল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, আমি যা কিছু রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনতাম, তা স্মরন রাখার উদ্দেশ্যে লিখেনিতাম। কুরাইশের লোকেরা আমাকে নিষেধ করে বললো, তুমি প্রতিটি কথা, যা হুযূর থেকে শুন, লিখে নিচ্ছ অথচ হুযূরের জবান মুবারক থেকে কোন কোন সময় মানব হিসেবে রাগের মাথায় অপ্রাসঙ্গিক কথাওতো বের হতে পারে। এ কথা শুনে আমি লিখা বন্ধ করে দিলাম এবং এ কথা হুযূরকে বলে দিলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর পবিত্র মুখের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, বিনা দ্বিধায় তুমি লিখে যাও। এ মুখ থেকে যে কোন অবস্থায় যা বের হয়, তা হকই বের হয়।

(আবু দাউদ - ২৫৭ পৃঃ ১ হিঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বরহক রসূল। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে হক ও সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না। যারা তাঁকে আমাদের মত মানুষ মনে করে, তারা বড় আহম্মক।

কাহিনী নং - ৭৫০
অদৃশ্য জ্ঞানী

আবু জেহেলের ছেলে হযরত আকরমা (রাদিআল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহনের আগে কোন এক মুসলমান আনসারকে শহীদ করেন। যখন এ খবর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছে, হুযূর মুচকি হেসে দেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হুযূর, আপনি মুচকি হাসলেন কেন? এর রহস্যতো আমরা কিছুই বুঝলাম না। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, আমি এ জন্য হাসলাম যে, আকরমা একজন মুসলমানকে শহীদ করে দিয়েছে কিন্তু আমি আকরমাকেও সেই মুসলিম শহীদের সাথে জান্নাতে দেখতেছি। হুযূরের এ কথার রহস্য তখনই স্পষ্ট হলো, যখন আকরামা মুসলমান হয়ে গেলেন।

(হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন - ৪৯৮ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অদৃশ্য জ্ঞানী। তাঁর দৃষ্টির সামনে কোন কিছু অদৃশ্য নেই। এমন কি, প্রত্যেক ব্যক্তির পরিনতি সম্পর্কেও তিনি অবহিত।

কাহিনী নং - ৭৫১
আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন কবরে জীবিত

এক ব্যক্তির মৃত্যুতে কবর খনন করা হচ্ছিল। কবর খননের সময় পাশে আর একটি কবর দৃষ্টি গোচর হলো এবং সেই কবরের দেয়াল থেকে একটি ইট পড়ে গিয়ে সামান্য ফাঁক হয়ে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে লোকেরা দেখতে পেল যে এক নূরানী আকৃতির বুজুর্গ সাদা পোষাক পরিধান করে বসে আছেন এবং ওনার কোলে একটি সোনালী রং এর কুরআন মজীদ রাখা আছে, যার অক্ষরগুলোও সোনালী রং এর। সেই বুজুর্গ কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। ইট পড়ার সাথে সাথে মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত শুরু হয়েছে? ওনাকে বলা হলো, না। তখন তিনি বললেন, ইটটি যথাস্থানে লাগিয়ে দাও। তাই করা হলো। (শরহুস সুদুর - ৮০ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন মৃত্যুর পরও অমর। তাঁরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থান্তরিত হন মাত্র। যে পবিত্র সত্ত্বা হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বদৌলতে এ স্থায়ী জিন্দেগী লাভ করেছেন, তাঁর সম্পর্কে যে বলে তিনি মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন, সে বড় বেআদব ও ধর্মদ্রোহী।

কাহিনী নং - ৭৫২
বুজুর্গানে কিরামের দু'আ

বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হযরত ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর পিতার ঘরে কোন শিশু জন্ম হয়ে জীবিত থাকতো না। তিনি খুবই হতাশা ও মর্মাহত হয়ে তখনকার আল্লাহর এক ওলী হযরত শেখ সনাকবরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর বারগাহে হাজির হলেন এবং জীবিত শিশুর জন্য দু'আ করতে বললেন। হযরত শেখ বলে দিলেন, যাও, এবার তোমার ঔরশে এমন এক শিশু জন্ম হবে, যার জ্ঞান ও ফজীলতে সারা বিশ্ব উপকৃত হবে। ঠিকই তাঁর দু'আয় বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীর লেখক ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) জন্ম গ্রহন করেন।

(বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন ১১২ পৃঃ)

সবক ঃ বুজুর্গানে কিরামের দু'আতে অনেক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সন্তানহীনরা সন্তান লাভ করেন। অভাব গ্রস্থরা অভাবমুক্ত হন, দুরারোগ্যরা রোগমুক্ত হন। মোট কথা বুজুর্গানে কিরামের আস্তানা যে কোন সমস্যা সমাধানের ঠিকানা।

কাহিনী নং -৭৫৩
খোদার বন্দেগী

আবুল মনসুর সুলতান তুগরলের উজীর ছিল। সে ছিল খোদাভীরু ও খুবই বুদ্ধিমান। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর জায়নামাযে বসে থাকতেন এবং সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত অজিফা পাঠে মশগুল থাকতেন। অতঃপর বাদশাহের দরবারে হাজির হতেন। একবার বাদশাহ একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় উজীরকে জলদি তলব করলেন। ডেকে আনতে রাজদূত গেল। কিন্তু উজীর যথারীতি জায়নামাযে বসে অজিফারত রইলেন। ওর দিকে তাকালেনও না। ওনার প্রতিপক্ষরা অভিযোগ করার সুযোগ পেয়ে গেল। ওরা বাদশাহকে এ বলে ক্ষেপালো যে বাদশাহ একটি জরুরী কাজে ওনাকে তলব করলেন কিন্তু উজীর কোন পাত্তা দিলেন না। বাদশাহ রাগে খুবই উত্তেজিত হলেন। উজীর তাঁর নিয়ম মাফিক যিকর আজকার থেকে ফারেগ হওয়ার পর যখন বাদশাহের দরবারে আসলেন, তখন বাদশাহ কঠোরভাবে জিজ্ঞেস করলেন এত দেরীতে কেন আসলেন? উজীর বললেন, জাহাপনা, আমি আল্লাহর বান্দা এবং

আপনার কর্মচারী। যতক্ষন উনার বন্দেগী থেকে ফারেগ না হই, আপনার চাকুরীতে হাজির হতে পারি না। বাদশাহ্ ওনার সাহসিক ও সত্য জবাব শুনে কাবু হয়ে গেলেন। ওনার খুবই প্রশংসা করলেন এবং বললেন- খোদার বন্দেগীকে সদা আমার চাকুরীর উর্ধে স্থান দিবেন যেন এর বরকতে আমাদের সব কাজ আসান হয়ে যায়।

(মুখযেনে আখলাক - ৪১১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগন আল্লাহর বন্দেগীতে কোন সময় অবহেলা করেন না। তাঁরা আল্লাহর বন্দেগীকে দুনিয়ার সব কাজের উপর স্থান দেন। ফলে দুনিয়ার প্রতিটি কাজ তাঁদের কাছে খুবই আসান হয়।

কাহিনী নং - ৭৪৫

উপদেশাবলী

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত খাজা হাসন বসরী(রহমতুল্লাহে আলাইহে)কে একটি চিঠি লিখেন, যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

“প্রিয় বন্ধু! তুমি জান, আমি এক বিরাট দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছি। আমি তোমার থেকে কিছু সৎ পরামর্শ কামনা করছি এবং তোমার জানাশুনা কোন এক খোদা প্রেমিককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে খুবই উপকৃত হব। ওনার সংশ্রবে কিছুটা স্বস্থির নিশ্বাস ফেলতে পারবো”। হযরত হাসন বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) উত্তরে লিখেনঃ

“আমীরুল মুমেনীনের চিঠি পাঠ করেছি এবং এতে যা ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছি। আপনি লিখছেন যে আপনার স্বস্থির জন্য একজন লোক প্রয়োজন। কিন্তু যে রকম লোক আপনার প্রয়োজন, সে রকম লোক আপনার কাছে যাবে না এবং আপনার থেকে বেপরোয়া হবে আর যে ব্যক্তি আপনার কাছে যেতে রাজি হবে, সে রকম লোকের আপনার কোন প্রয়োজন নেই এবং ওর সংশ্রবে আপনার কোন ফায়দা হবে না। আপনাকে আমি কী সৎ পরামর্শ দেব, তবে জেনে রাখুন, যে খোদাকে ভয় করে, সমস্ত লোক ওকে ভয় করে এবং যে আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকে, লোকেরাও ওর প্রতি বিনীত থাকে এবং যে আল্লাহর সামনে গুনাহের ব্যাপারে বেপরোয়া প্রকাশ করে, লোকেরা ওর প্রতি বেপরোয়া হয়ে যায়। যে কেউ আজ নির্ভীক.সে কাল হবে ভীরু এবং যে আজ ভীরু, কাল সে হবে নির্ভীক। যে নিজেকে নিয়ে অহংকারী হবে, সে

দুনিয়া-আখেরাতে অপদস্ত হবে। দুনিয়ার সকল নেকীর নির্যাস হচ্ছে সবর এবং সবরের ছওয়াব সবচে বেশী। আপনার সমস্ত কাজে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করুন এবং খোদার উপর আস্থা রাখুন। যে চোখকে নিয়ন্ত্রন করে না অর্থাৎ যা ইচ্ছে তা দেখে, তার দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পায় এবং যে নিজের মুখকে লাগামহীন করে দেয় অর্থাৎ যা খুশী তা বলে, সে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে দেয়। আশাকরি, এ কথাগুলো আপনার পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট। (মুখযেনে আখলাক ৪১২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহওয়ালাগন দুনিয়াওয়ালাদের থেকে বেপরোয়া। ওনাদের অন্তরে দুনিয়ার শান-শওকতের কোন প্রভাব নেই। যারা খোদাকে ভয় করে দেশ পরিচালনা করে তারা নিশ্চয় সফলকাম হয়। হযরত হাসান বসরীর উপদেশাবলী শাসকগোষ্ঠীর জন্য সঠিক পথনির্দেশিকা।

কাহিনী নং - ৭৫৫

মন জয়

এক বাদশাহ তাঁর এক দূতকে অন্য এক সফলকাম বাদশাহের কাছে এ উদ্দেশ্যে পাঠালেন যে সে যেন সেখানকার বাদশাহের রাজ্য পরিচালনার মূল নীতিগুলো জেনে আসে,যাতে সেগুলো নিজ দেশে প্রয়োগ করা যায়। দূত সারাদিন পথ চলার পর সন্ধ্যায় সেই বাদশাদের দরবারে গিয়ে পৌঁছল এবং বাদশাহকে নিজ পরিচয় দিয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জানালো। নানা কথাবার্তা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, চাকর-বাকর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হারিকেনের তৈল শেষ হয়ে যাওয়ায় বাদশাহ নিজে উঠে তৈল ভরতে লাগলেন। দূত বাদশাকে বললো,আপনি কেন করছেন, কোন খাদেমকে ডেকে বলুন। বাদশাহ বললেন, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে, এখন ওদের কাচা ঘুম। এ সময় জাগানো ঠিক হবে না। এটাইতো আমার রাজত্বের উন্নতির উৎস। এভাবে প্রজাদের মন জয়ের উপর রাজত্বের উন্নতি নির্ভরশীল। তোমাদের বাদশাহও যদি এভাবে প্রজাদের মন জয় করে চলে, তাহলে অনায়াসে রাজ্যের উন্নতি হবে। (মুখযেনে আখলাক - ৪২৫)

সবক ঃ প্রজাদের মন জয়ই হচ্ছে রাজ্যের উন্নতির চাবিকাঠি। প্রজাদের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজের দ্বারা দেশের উন্নতি হতে পারে না।

আপনার কর্মচারী। যতক্ষন উনার বন্দেগী থেকে ফারেগ না হই, আপনার চাকুরীতে হাজির হতে পারি না। বাদশাহ ওনার সাহসিক ও সত্য জবাব শুনে কাবু হয়ে গেলেন। ওনার খুবই প্রশংসা করলেন এবং বললেন- খোদার বন্দেগীকে সদা আমার চাকুরীর উর্ধে স্থান দিবেন যেন এর বরকতে আমাদের সব কাজ আসান হয়ে যায়।
(মুখযেনে আখলাক - ৪১১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগন আল্লাহর বন্দেগীতে কোন সময় অবহেলা করেন না। তাঁরা আল্লাহর বন্দেগীকে দুনিয়ার সব কাজের উপর স্থান দেন। ফলে দুনিয়ার প্রতিটি কাজ তাঁদের কাছে খুবই আসান হয়।

কাহিনী নং - ৭৪৫
উপদেশাবলী

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত খাজা হাসন বসরী(রহমতুল্লাহে আলাইহে)কে একটি চিঠি লিখেন, যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

"প্রিয় বন্ধু! তুমি জান, আমি এক বিরাট দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছি। আমি তোমার থেকে কিছু সৎ পরামর্শ কামনা করছি এবং তোমার জানাশুনা কোন এক খোদা প্রেমিককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে খুবই উপকৃত হব। ওনার সংশ্রবে কিছুটা স্বস্থির নিশ্বাস ফেলতে পারবো"। হযরত হাসন বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) উত্তরে লিখেনঃ

"আমীরুল মুমেনীনের চিঠি পাঠ করেছি এবং এতে যা ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছি। আপনি লিখছেন যে আপনার স্বস্থির জন্য একজন লোক প্রয়োজন। কিন্তু যে রকম লোক আপনার প্রয়োজন, সে রকম লোক আপনার কাছে যাবে না এবং আপনার থেকে বেপরোয়া হবে আর যে ব্যক্তি আপনার কাছে যেতে রাজি হবে, সে রকম লোকের আপনার কোন প্রয়োজন নেই এবং ওর সংশ্রবে আপনার কোন ফায়দা হবে না। আপনাকে আমি কী সৎ পরামর্শ দেব, তবে জেনে রাখুন, যে খোদাকে ভয় করে, সমস্ত লোক ওকে ভয় করে এবং যে আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকে, লোকেরাও ওর প্রতি বিনীত থাকে এবং যে আল্লাহর সামনে গুনাহের ব্যাপারে বেপরোয়া প্রকাশ করে, লোকেরা ওর প্রতি বেপরোয়া হয়ে যায়। যে কেউ আজ নির্ভীক.সে কাল হবে ভীরু এবং যে আজ ভীরু, কাল সে হবে নির্ভীক। যে নিজেকে নিয়ে অহংকারী হবে, সে

দুনিয়া-আখেরাতে অপদস্ত হবে। দুনিয়ার সকল নেকীর নির্যাস হচ্ছে সবর এবং সবরের ছওয়াব সবচে বেশী। আপনার সমস্ত কাজে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করুন এবং খোদার উপর আস্থা রাখুন। যে চোখকে নিয়ন্ত্রন করে না অর্থাৎ যা ইচ্ছে তা দেখে, তার দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পায় এবং যে নিজের মুখকে লাগামহীন করে দেয় অর্থাৎ যা খুশী তা বলে, সে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে দেয়। আশাকরি, এ কথাগুলো আপনার পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট। (মুখযেনে আখলাক ৪১২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহওয়ালাগন দুনিয়াওয়ালাদের থেকে বেপরোয়া। ওনাদের অন্তরে দুনিয়ার শান-শওকতের কোন প্রভাব নেই। যারা খোদাকে ভয় করে দেশ পরিচালনা করে তারা নিশ্চয় সফলকাম হয়। হযরত হাসান বসরীর উপদেশাবলী শাসকগোষ্ঠীর জন্য সঠিক পথনির্দেশিকা।

কাহিনী নং - ৭৫৫
মন জয়

এক বাদশাহ তাঁর এক দূতকে অন্য এক সফলকাম বাদশাহের কাছে এ উদ্দেশ্যে পাঠালেন যে সে যেন সেখানকার বাদশাহের রাজ্য পরিচালনার মূল নীতিগুলো জেনে আসে,যাতে সেগুলো নিজ দেশে প্রয়োগ করা যায়। দূত সারাদিন পথ চলার পর সন্ধ্যায় সেই বাদশাদের দরবারে গিয়ে পৌঁছল এবং বাদশাহকে নিজ পরিচয় দিয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জানালো। নানা কথাবার্তা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, চাকর-বাকর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হারিকেনের তৈল শেষ হয়ে যাওয়ায় বাদশাহ নিজে উঠে তৈল ভরতে লাগলেন। দূত বাদশাকে বললো,আপনি কেন করছেন, কোন খাদেমকে ডেকে বলুন। বাদশাহ বললেন, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে, এখন ওদের কাচা ঘুম। এ সময় জাগানো ঠিক হবে না। এটাইতো আমার রাজত্বের উন্নতির উৎস। এভাবে প্রজাদের মন জয়ের উপর রাজত্বের উন্নতি নির্ভরশীল। তোমাদের বাদশাহও যদি এভাবে প্রজাদের মন জয় করে চলে, তাহলে অনায়াসে রাজ্যের উন্নতি হবে। (মুখযেনে আখলাক - ৪২৫)

সবক ঃ প্রজাদের মন জয়ই হচ্ছে রাজ্যের উন্নতির চাবিকাঠি। প্রজাদের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজের দ্বারা দেশের উন্নতি হতে পারে না।

কাহিনী নং - ৭৫৬

হাজার বছর বয়স

এক বাদশাহের মজলিসে এক বুজুর্গের খুবই প্রশংসা করা হলে বাদশাহ ওনার সাক্ষাত লাভের জন্য খুবই আগ্রহী হয়। বাদশাহ দূত পাঠিয়ে ওনাকে ডেকে আনলেন। দরবারে এসে সালাম বিনিময়ের পর বুজুর্গ লোকটি বললেন "বাদশাহ হাজার হাজার বছর জীবিত থাকুক।" বাদশাহ এ দু'আ শুনে বললেন,আপনার প্রথম কথায় আপনার বোকামী প্রকাশ পেল, যা আপনার মত বুজুর্গের শানে বেমানান। বুজর্গ লোকটি বললেন, মানুষের হায়াত শরীরের উপর নয়, সুনামের উপর নির্ভরশীল। আমি আপনার সেই হায়াতের কথাই বলেছি।

(মুখয়েনে আখলাক ৪৪৬ পৃঃ)

সবক ঃ সুনাম মানুষকে হাজার হাজার বছর জীবিত রাখে।

কাহিনী নং - ৭৫৭

আজাবে কবর

হযরত হারেছ বিন মিনহাল বর্ণনা করেন- আমি একরাত এক ঈদগাহের মেহরাবে ঘুমায়ে পড়েছিলাম। সেই মেহরাবের পাশে ছিল একটি কবর। আমি চিৎকার শুনে সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম.লোহার হাতুড়ী দিয়ে কে যেন সেই কবরস্থ ব্যক্তিকে মারতেছে এবং ওর গলায় শিকল পরানো হয়েছে। ওর চোহারা কালো হয়ে গেছে এবং চক্ষুদ্বয় নীলবর্ণ হয়ে গেছে। সে হাহুতাস করে বলছে, হায় আফসোস! আমার উপর কিযে বলা মসিবত নাযিল হলো, যদি দুনিয়াবাসী আমার অবস্থা দেখতো, তাহলে কখনো গুনাহের ধারণা করতো না। আল্লাহ আমার গুনাহের জন্য এ শাস্তি দিয়েছে। এমন কেউ আছে কি, যে আমার পরিবারের লোকদের কে এ খবর পৌঁছাবে। হযরত হারেছ বলেন, আমি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জেগে উঠলাম এবং খোজ খবর নিয়ে ওর ঘরে গেলাম। ওর তিন মেয়ে ছিল, ওদেরকে এ খবর দিলাম এবং আশে পাশের বন্ধু বান্ধবদেরকে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। ওরা সবাই কবরের কাছে আসলো, খুবই কান্নাকাটি করলো এবং আল্লাহর কাছে ওর মাগফেরাতের জন্য দুআ করলো। কয়েক দিন পর আমি আবার সেই কবরের পার্শ্বস্থ মেহরাবে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার লোকটিকে খুবই ভাল অবস্থায় দেখলাম। ওর মাথায় ছিল তাজ এবং

পায়ে ছিল স্বর্ণের জুতা। সে আমাকে বললো, আল্লাহ আপনার কল্যান করুক। আপনি আমার মেয়েদের এবং বন্ধদেরকে খবর দিয়েছেন এবং ওরা এসে আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছে। (দাওয়াউল কলব ১৫পৃঃ)

সবক ঃ কবর আজাব বরহক। মৃতদের জন্য দু'আয়ে মাগফিরাত খুবই প্রয়োজন। এ দু'আ দ্বারা গুনাহগার মৃতদের উপকার হয়।

কাহিনী নং - ৭৫৮

শেখ সাদীর উপদেশ

হযরত শেখ সাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার হজ্ব থেকে ফেরার পথে তিবরীজ শহরে যাত্রা বিরতি করেন এবং সেখানকার ওলামা ও বুজুর্গানে কিরামের সাথে দেখা সাক্ষাত করেন। তখনকার বাদশাহ আবা কাখানের দুজন উজীর তাঁর খুবই ভক্ত ছিল। একদিন বাদশাহ উজীর দ্বয়কে সাথে নিয়ে কোন এক জায়গা যাবার পথে হঠাৎ শেখ সাদীর দেখা মিলে। উজীরদ্বয় তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে শেখ সাদীকে খুবই আদবের সাথে সালাম করেন এবং হাত পায়ে চুমু দেন। বাদশাহ এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। কারন উজীরদ্বয় এ লোকটাকে যেভাবে সম্মান করলো, সে রকম সম্মান কোন দিন বাদশাহকে করেনি। উজীরদ্বয় শেখ সাদীর সাথে দেখা করে ফিরে আসলে বাদশাহ ওদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, লোকটি কে, যাকে এ রকম সম্মান করা হলো। তারা বললো, এ হলেন আমাদের শেখ হযরত সাদী। বাদশাহ ওনার সাথে সাক্ষাত করার জন্য খুবই আগ্রাহান্বিত হলে উজীরদ্বয় সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন এবং ওনার থেকে নানা উপদেশ লাভে বাদশাহ উপকৃত হন। শেখ চলে যাবার সময় বাদশাহ বলেন - আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিন। শেখ সাদী বললেন, নেকী ও গুনা ছাড়া দুনিয়া থেকে কোন কিছু সাথে যাবে না। এখন যেটা তোমার ইচ্ছে সেটা সাথে নিতে পার। বাদশাহ বললেন, এ বিষয়টি কবিতার আকারে হলে খুবই স্মরন থাকতো এবং খুবই উপকৃত হতাম। তিনি সাথে সাথে বিষয়টা নিম্নরূপ কবিতার আকারে রচনা করে দিলেন ঃ

شہے کہ پاس رعیت نگاہ میدارد ÷ حلال باد خراجش کہ مزد چوپانی است
دگر نہ راعی خلق است زہر مارش باد ÷ کہ ہر چہ میخورد از جزیہ مسلمان است

অর্থাৎ যে বাদশাহ প্রজাদের দেখাশুনা করে, তার জন্য ট্যাক্স হালাল। কেননা সেটা ওনার জন্য দেখাশুনার পারিশ্রমিক। আর যে প্রজাদের প্রতি অবহেলা করে ওনার জন্য

সেটা সাপের বিষতুল্য। (মগনিউল ওয়ায়েজীন -১১২ পৃঃ)

সবক ঃ বুজুর্গানে কিরামের উপদেশ রাজা প্রজা প্রত্যেকের জন্য উপকারী। তাঁদের উপদেশ প্রত্যেকের মেনে চলা উচিত।

কাহিনী নং - ৭৫৯
হযরত হাসন বসরীর উপদেশ

হযরত হাসন বসরী (রহমতুল্লাহে আল্লাইহে) কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। পথে এক আমীরকে দেখলেন, যিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও মূল্যবান পোষাক পরিধান করে খাদেম অনুচর সাথে নিয়ে বাদশাহের দরবারে যাচ্ছিলেন। হযরত হাসন বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সেই আমীরকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে আমীর, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমীর জবাব দিলেন, আমি বাদশাহের দরবারে যাচ্ছি। তিনি বললেন একটু চিন্তা করে দেখতো,তুমি যে এ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও শানদার পোষাক পরিধান করেছ কেবল এ জন্য যে বাদশাহের সামনে যেন লজ্জিত হতে না হয়। অথচ সেও তোমার মত একজন মানুষ। কিন্তু তুমি যে অধিক গুনাহ ও নাফরমানীতে স্বীয় আত্মাকে একান্ত দুরগন্ধময় করে রেখেছ, কাল কিয়ামতে নবী ও ওলী পরিবেষ্টিত আল্লাহর দরবারে হাজেরী দিতে কি লজ্জাবোধ হবে না?

এ কথা আমীরের মনে দারুন প্রভাব বিস্তার করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত হাসন বসরী (রহতুল্লাহে আলাইহে)এর কাছে বায়াত হলেন এবং নিয়মিত ভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। (দুর্রাতুন নাসেহীন - ২৩৬ পৃঃ)

সবক ঃ নেক আমল করা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। গুনাহগার বান্দা আল্লাহর দরবারে কখনো মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে না।

কাহিনী নং - ৭৬০
বাদশাহ ও দরবেশ

এক দরবেশ বাদশাহের দরবারে যেতেন না। একদিন তৎকালীন বাদশাহ স্বয়ং ওনার আস্তানায় উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর আস্তানায় বাদশাহকে দেখে সিজদায়ে শোকর আদায় করে বললেন, আল্লাহর শোকর যে তিনি বাদশাহকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে ওনার কাছে যাওয়া থেকে বিরত রাখলেন। দরবেশদের কাছে বাদশাহের আগমন ইবাদত বিশেষ এবং বাদশাহদের কাছে দরবেশদের যাওয়াটা

গুনাহ। ফলে বাদশাহের ছওয়াব অর্জিত হলো এবং আমি গুনাহ থেকে রক্ষা পেলাম। (তালিমুল আখলাক - ৫০২ পৃঃ)

সবক ঃ যে সব দরবেশ রাজা বাদশাহের দরবারে ঘুরাফেরা করে, তারা বড় দুনিয়াদার। তাদের কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা অর্থহীন।

কাহিনী নং - ৭৬১
বিষাক্ত দৃষ্টি

বাদশাহ ইস্কান্দরের সময় একটি অদ্ভুত জানোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল, যার দৃষ্টি ছিল খুব বিষাক্ত। সে স্বীয় বিষাক্ত দৃষ্টিতে যার দিকে তাকাতো সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত। কেউ ওর কাছে ঘেঁষতে সাহস করতো না। বাদশাহ নামকরা বিভিন্ন জ্ঞানীগুনীর পরামর্শ চাইলেন যে, কি করে জানোয়ারটি ধ্বংস করা যায়। তৎকালে দূর থেকে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করার মত কিছু ছিল না। কারো মাথায় কিছু আসলো না। দার্শনিক এরিষ্টেটল অনেক চিন্তা ভাবনা করে একটি ফর্মূলা বের করলেন। সে মতে একটি বড় আয়না তৈরী করা হলো এবং সেটাকে গরুর গাড়ী জাতীয় একটি বাহনে করে পিছন থেকে একজন সেটা সেই ক্ষতিকর জনোয়ারের দিকে নিয়ে গেল। জানোয়ারটি বাহন দেখে এগিয়ে এলো এবং যে মাত্র আয়নায় ওর দৃষ্টি পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পতিত হয়ে মারা গেল। জনসাধারন দারুন খুশী হলো এবং আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করলো। বাদশাহ ইস্কান্দর দার্শনিক এরিষ্টেটল কে জিজ্ঞেস করলেন, এর রহস্যটা কি? এরিষ্টেটল বললেন, মাটির মধ্যে দুর্গন্ধময় গ্যাস কয়েক বছর অবরুদ্ধ থাকলে সেখান থেকে এ রকম বিষাক্ত জানোয়ার সৃষ্টি হয়। ওর চোখে যেহেতু প্রান হরনকারী বিষ ছিল, সেহেতু আয়না স্থাপন করা হয়েছিল এবং যখন ওর দৃষ্টি আয়নায় পতিত হলো, সেটা বুমেরাং হয়ে ওর দিকে ফিরে গেল। ফলে নিজ বিষে মারা গেল।

(তালিমুল আখলাক - ৫১৫ পৃঃ)

সবক ঃ পাপ পঙ্কিলতার কারণে মাঝে মধ্যে বিভিন্নভাবে খোদার গজব নাজিল হয়। এর থেকে পরিত্রানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির দামান ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত।

কাহিনী নং - ৭৬২
বীরত্বের নিশান

কেরমানের বাদশাহ বড় দানশীল ও মেহমান নওয়াজ ছিলেন। ওনার মেহমানখানা বড় ছোট সকলের জন্য সদা খোলা থাকতো। যে কেউ ওনার শহরে প্রবেশ করলে, ওনার মেহমান হতো। মেহমানখানা থেকে নিয়মিত সকালের নাস্তা ও রাত্রের খাবার সরবরাহ করা হতো। একবার আজদুদ্দৌলা কেরমান শহর আক্রমন করে। বাদশাহ সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে একটি কিল্লায় আশ্রয় নিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকে। সারাদিন যুদ্ধ চলতো এবং রাত্রে যখন যুদ্ধ বিরতি হতো, তখন কেরমানের বাদশাহ শত্রুবাহিনীর সকলের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিতেন। আজদুদ্দৌলা দূত মারফত জানতে চাইলো, ব্যাপার কি, সারাদিন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আবার রাত্রে আমাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দেয়। বাদশাহের পক্ষে জানানো হলো যে, যুদ্ধ করাটা হচ্ছে বীরত্বের প্রকাশ এবং খাবার পরিবেশনটা হচ্ছে বীরত্বের নিশান। বাদশাহ মনে করে যে শত্রু হলেও এরা মুসাফির এবং এটা ভদ্রতার খেলাপ যে কোন মুসাফির ওনার শহরে অবস্থান করে নিজের খাবার খাবে। এ কথা শুনে আজদুদ্দৌলা কেঁদে দিল এবং বললো- এ ধরনের ভদ্র ও দানশীল ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা হচ্ছে অভদ্রোচিত ও অমানুষিক আচরণ। অতঃপর সে অবরোধ উঠিয়ে নিল এবং কোন জুলুম অত্যাচার না করে ফিরে চলে গেল।

(তালিমুল আখলাক - ৫০৮ পৃঃ)

সবক ঃ যে কাজ সদাচরন ও ভদ্রতার মাধ্যমে করা যায় সেটা ইস্পাতের তলোয়ারের দ্বারা করা যায় না।

কাহিনী নং - ৭৬৩
চুগলখোরের উপর লানত

খলীফা মুতাসিমবিল্লাহ বড় ন্যায় পরায়ন শাসক ছিলেন। ওনার যুগে এক চুগলখোর ওনার কাছে রিপোর্ট করলো যে অমুক ব্যক্তি অনেক ধন সম্পদ রেখে মারা গেছে। ওর একটি মাত্র ছেলে রয়েছে। ছেলের জন্য কিছু রেখে বাকী সব সম্পদ সরকারের হেফাজতে নিয়ে নেয়া যায় এবং যখন ছেলে বড় হবে,তখন ফেরত দেয়া যাবে। এতে সম্পদটাও নিরাপদ থাকবে এবং রাজ ভান্ডারও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে।

মুতাসিম বিল্লাহ রিপোর্টটি পড়ে অপর পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বক্তব্যটুকু লিখে রিপোর্টারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন –

মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করুক এবং ওর মিরাছে বরকত দান করুক। ইয়াতীম ছেলেটা সুষ্টুভাবে লালিত পালিত হোক এবং চুগল খোরের উপর খোদার লানত হোক। (তালিমুল আখলাক ৫০৭ পৃঃ)

সবক ঃ ন্যায় পরায়ন শাসক চুগলখোর ও চাটুকারদেরকে কখনো পাত্তা দেয় না এবং জনগনের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে কবজা করে না।

কাহিনী নং - ৭৬৪
কবরস্থান

হযরত আলী বিন মগিরা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) রাত-দিন কবরস্থানে অবস্থান করতেন। একদিন হযরত খলফ বিন সালিম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় থাকেন? তিনি বললেন- ঐ জায়গায়,যেখানে ধনী গরীবের ভেদাভেদ নেই, সবাই বরাবর, জিজ্ঞেস করা হলো, সেটা কোন জায়গা? বললেন- সেটা হচ্ছে কবরস্থান। জিজ্ঞেস করলেন, রাতের অন্ধকারে সেখানে ভয় লাগেনা? বললেন, যখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তখন আমি কবরের অন্ধকারের কথা স্মরন করি। ফলে রাতের অন্ধকারে আর ভয় লাগেনা, জিজ্ঞেস করলেন, কবরস্থানের ভীতিকর দৃশ্য আপনার মনে কি কোন ভীতির সঞ্চার করে না?

বললেন, কবরস্থানের ভীতি মনে আসলে আমি কিয়ামতের দিনের ভয়াল দৃশ্যের কথা স্মরন করি। তখন আর ভয় লাগে না।

(রওজুর রিয়াহীন - ১১২ পৃঃ)

সবক ঃ কবর, কবরস্থান ও কিয়ামতের ভয়াল দৃশ্য সব সময় মনে জাগরুক রাখা দরকার। যাতে প্রত্যেকের মনে খোদাভীতি সৃষ্টি হয় এবং জুলুম অন্যায় অবিচার থেকে বিরত থাকে।

কাহিনী নং - ৭৬৫

শয়তানের অনুশোচনা

আল্লাহর এক মকবুল বান্দার সাথে একবার শয়তানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাত হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবলীস, তুমি কি কোন সময় আমার উপরও তোমার শয়তানী চাল চালিয়ে ছিলো, শয়তান বললো, জ্বী হ্যা, আপনি একবার রাত্রে খুব পেটভরে খাবার খেয়ে ছিলেন। ফলে রাতে আপনার ঘুম এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আপনি রাতের অজিফা না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বুজুর্গ লোকটি খোদার শপথ করে বললেন, আগামীতে আর কখনো পেট ভরে খাবার খাব না। এ কথা শুনে শয়তান খুব অনুশোচনা করলো যে, সে আসল কথা কেন বলে দিল। এরপর সে ও শপথ নিল যে আগামীতে সেও কোন বুজুর্গের কাছে আসল কথা বলবে না। (রওজুর রিয়াহীন - ১১৭ পৃঃ)

সবক ঃ শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য সদা তৎপর। আল্লাহর মকবুল বান্দাদেরকে শয়তান সহজে ধোকা দিতে পারে না। তাই ওনাদের সংশ্রবে থাকা উচিত যাতে ওনাদের উসীলায় শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাহিনী নং - ৭৬৬

নেককার মহিলা

হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর স্ত্রীও বড় নেককার মহিলা ছিলেন। রাত্রে স্বামীকে এ বলে জাগাতেন ঃ

قُمْ يَا رَجُلُ فَقَدْ ذَهَبَ اللَّيْلُ وَبَيْنَ يَدَيْكَ طَرِيْقٌ بَعِيْدٌ وَزَادُنَا قَلِيْلٌ وَقَوَافِلُ الصَّالِحِيْنَ قَدْ سَارَتْ قُدَّامَنَا وَبَقِيْنَا نَحْنُ.

অর্থাৎ উঠুন রাত শেষ হয়ে আসছে। রাস্তা অনেক দীর্ঘ কিন্তু পাথেয় খুবই কম। নেক

বান্দাদের কাফেলা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমরা পিছে পড়ে রয়েছি। (রাউজুর রিয়াহীন - ১১৬ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগন রাত জেগে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকেন এবং মনজিলে মকসুদে পৌঁছার চিন্তায় থাকেন। আর আমরা ঘুমের ঘোরে অচেতন পড়ে থাকি। এভাবে কখনো মনজিলে মকসুদে পৌঁছা যাবে না। সময় থাকতে সজাগ হোন।

কাহিনী নং - ৭৬৭

অগ্নি পরীক্ষা

এক বুজুর্গ কোন এক মাহফিলে ওয়াজ করছিলেন এবং বলছিলেন যে কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে জাহান্নামের উপর দিয়ে যেতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

(এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার গমন দোযখের উপর দিয়ে হবে না। ১৯-৭১)

মাহফিলের পাশ দিয়ে এক ইহুদী যাচ্ছিল। সে এ আয়াত শুনে থমকে দাঁড়ালো এবং জোর গলায় বলতে লাগলো, যদি এ বক্তব্য সঠিক হয়, তাহলে আমরা ও আপনারা বরাবর। কেননা আমরা ও আপনারা সবাইকে জাহান্নাম হয়ে যেতে হবে। বুজর্গ লোকটি বললেন, কথাটা সেরকম নয়। তবে হ্যা, সবাই দোযখ অতিক্রম করবে, তবে আমরা সহীহ সালামতে পার হয়ে যাব। তকওয়া ও ঈমানের বদৌলতে আমরা রেহাই পাব আর তোমরা দোযখে পতিত হবে। অতপর এ আয়াতটি পাঠ করেন -

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

(অতঃপর আমি মুত্তাকীদেরকে রক্ষা করব এবং জালিমদেরকে উপুড় করে ওখানে ছেড়ে দিব - ১৯-৭২)

ইহুদী লোকটি বললো, মুত্তাকীরা রক্ষা পেলে আমরাও রক্ষা পাব। কেননা আমরাও মুত্তাকী, আল্লাহকে ভয় করি। বুজুর্গ লোকটি ওর দাবীকে খন্ডন করে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন -

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ.

(আমার রহমত প্রত্যেক কিছু পরিবেষ্টিত। আমি শীঘ্রই নেয়ামত সমূহ ওদের জন্য লিপিবদ্ধ করে দেব, যারা ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে এবং যারা অদৃশ্য জ্ঞানের খবর দাতা রসুলের আনুগত্য করে ৭ - ১৫৬)

ইহুদী লোকটি বললো আপনার দাবীর সমর্থনে কোন প্রমান পেশ করতে পারবেন কি? বুজুর্গ লোকটি বললেন, নিশ্চয় পারব। ইনশাআল্লাহ এমন প্রমান পেশ করবো, যেটা সবাই দেখতে পারবে। আমার একটা কাপড় ও তোমার একটা কাপড় নিয়ে উভয়টা আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। যারটা জ্বলবে না, সে হবে সঠিক। এতে ইহুদী সম্মতি জ্ঞাপন করলে, তিনি ওর থেকে একটি কাপড় নিলেন এবং তাঁর একটি কাপড় নিয়ে সেটাকে জড়িয়ে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। একটুপর আগুন থেকে বের করে আনলে উপস্থিত সবাই দেখতে পায় যে বুর্জুগ লোকটির কাপড় যেটা উপরে ছিল, একেবারে নিঁখুত রইল কিন্তু ইহুদীর কাপড়টা যেটা ভিতরে ছিল সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এ কেরামত দেখে ইহুদী লোকটি তখনই মুসলমান হয়ে গেল।

(রউজুর রিয়াহীন ১২১ পৃঃ)

সবক ঃ বুজুর্গানে কিরামের সুহবত গ্রহন করা উচিত। তাঁদের সাথে সম্পর্কিত কাপড় যদি আগুন থেকে রক্ষা পায়, আমরা কেন পাব না।

কাহিনী নং - ৭৬৮

সবচে বড় সম্পদ

হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম পূর্ণ শান শওকতের সাথে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। তাঁর মাথার উপর পক্ষীকূল ছায়া দানে রত ছিল এবং তাঁর ডানে বামে, সামনে-পিছে মানুষ, জ্বীন ও বন্য পশুপাখীর বিরাট বাহিনী ছিল। এ অদ্বিতীয় শান-শওকত দেখে এক আবেদ ও জিকিরকারী বান্দা হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামকে বললেন, হে আল্লাহর পয়গাম্বর! আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেক বড় রাজত্ব ও সম্পদ দান করেছেন। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন- আমার এ রাজত্ব ও সম্পদ থেকে বড় সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর জিকির। কেননা এ রাজত্ব ও সম্পদ ক্ষনস্থায়ী আর আল্লাহর জিকির হলো চিরস্থায়ী (রাউজুর রিয়াহীন -১২১ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর জিকির হচ্ছে বড় সম্পদ। অন্য কোন ধন দৌলত এর সমতুল্য হতে পারে না।

কাহিনী নং - ৭৬৯

রোযা

হাজ্জাজ ছকফী একবার হজ্ব করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জমা যাবার পথে মক্কা-মদীনার মাঝখানে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলেন। সেখানে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হলো। তিনি তাঁর এক দেহরক্ষীকে বললেন, আমার সাথে খাওয়ার জন্য কোন একজন মেহমান খুঁজে নিয়ে এসো। দেহরক্ষী তাবু থেকে বের হয়ে দেখলো, রাস্তার পাশে এক বেদূইন শুয়ে আছে। সে ওকে জাগালো এবং বললো আমার সাথে চলো। আমীর হাজ্জাজ তোমাকে ডাকছে। বেদূইন দেহরক্ষীর সাথে তাবুতে প্রবেশ করলে হাজ্জাজ বললেন- তোমাকে আমার সাথে খাবার গ্রহনের জন্য ডেকে এনেছি। আমার দাওয়াত কবুল কর এবং হাত ধৌত করে আমার সাথে খেতে বস। সে বললো- মাফ করবেন, আমি আপনার দাওয়াতের আগে অন্য একটি অতি উত্তম দাওয়াত গ্রহন করেছি। হাজ্জাজ জানতে চাইলেন, কার দাওয়াত গ্রহন করেছ? সে বললো, আমি আল্লাহর দাওয়াত গ্রহন করেছি। তিনি আমাকে রোযা রাখার দাওয়াত দিয়েছেন। এখন আমি রোযাদার। হাজ্জাজ বললেন, এত গরমে রোযা কেন? বেদূইন বললো, কাল কিয়ামতে অতি মারাত্মক গরম থেকে বাঁচার জন্য। হাজ্জাজ বললেন, ঠিক আছে আজকে আমার সাথে খেয়ে নাও, কাল থেকে রোযা রেখ। বেদূইন বললো, আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারবেন যে আমি কাল পর্যন্ত জীবিত থাকবো? হাজ্জাজ বললেন, এটা কি করে হয়? বেদূইন বললো, তাহলে আমার রোযা ভঙ্গ করাটা সম্ভব নয়। এ বলে সে চলে গেল।

(রাউজুর রিয়াহীন -১৩০ পৃঃ)

সবক ঃ যে দুনিয়াবী গরম সহ্য করে রোযা রাখে, সে কিয়ামতের মাঠে ভয়াবহ গরম থেকে নিরাপদ থাকবে।

কাহিনী নং ৭৭০

ইহুদীর সাথে মুনাজেরা

হযরত আবুল হযিল (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন- একবার এক ইহুদী ধর্মগুরু বসরা শহরে এসে অনেক মুসলিম দার্শনিককে তর্ক বিতর্কে কাবু করে ফেলে। এ খবর পেয়ে ওর সাথে তর্ক করার আমার ভীষন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বয়সে ছোট হওয়ায় চাচার স্মরনাপর্ণ হলাম। চাচা প্রথমে বাধা দিলেন কিন্তু আমার একান্ত আগ্রহ

দেখে শেষমেশ আমাকে নিয়ে সেই ইহুদীর কাছে গেলেন। সেই ইহুদী ধর্মগুরুর তর্কের ধরনটা ছিল এরূপ -যারা ওর সাথে তর্ক করতে আসতো, প্রথমে ওদের দ্বারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নাবুয়াত স্বীকার করিয়ে নিত এবং সে নিজে আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নবুয়াত অস্বীকার করতো। সে জোর গলায় বলতো আমরা সেই নবীর দীনের অনুসারী, যার নাবুয়াতের ব্যাপারে মুসলমানেরাও একমত আর তোমরা সেই নবীর দীনের অনুসারী- যার নবুয়াতের ব্যাপারে আমরা একমত নই। তাই আমরা সেই ধর্মকে কেন গ্রহন করবো,যে ধর্মের নবী সর্বসম্মতভাবে গ্রহন যোগ্য নয়। আমি ওর সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমি আপনার সাথে বিতর্কে অংশগ্রহন করতে এসেছি। আপনি কি আমাকে প্রশ্ন করবেন? নাকি আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো? সে বললো- বেটা, বড় বড় ঘোড়া ঘাস খেয়ে গেল, তুমি ছোট পুটি কোত্থেকে এলে। দেখছ না, বড় বড় মহারথিরা হার মেনে মাথানত করে বসে আছে। আমি বললাম, ওসব কথা বাদ দিন। আমার প্রস্তাবদ্বয়ের যে কোন একটা গ্রহন করুন। সে বললো, ঠিক আছে, প্রশ্ন আমিই করছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত মূসা আল্লাহর নবীগনের মধ্যে এমন এক নবী, যার নবুয়াত সঠিক ও প্রমানিত। তুমি এটা স্বীকার কর কিনা? যদি অস্বীকার কর, তাহলে স্বীয় নবীর বিরোধিতা করা হবে। আমি বললাম, মূসার ব্যাপারে আমার কাছে যে প্রশ্ন করা হয়েছে, এর দু'ধরনের উত্তর রয়েছে। এক, আমি ঐ মূসাকে নবী হিসেবে স্বীকার করি, যিনি আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)এর নাবুয়াত সঠিক হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন এবং আমাদেরকে ওনার অনুসরন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি যদি সেই মূসার ব্যাপারে প্রশ্ন করে থাকেন, তাহলে আমার উত্তর হচ্ছে,আমি সেই মূসার নবুয়াত স্বীকার করি। দুই, আমি ঐ মূসাকে চিনি না এবং ওর নাবুয়াতকে স্বীকার করি না, যে মূসা আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাবুয়াত স্বীকার করে নি, তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে যায়নি এবং আমাদেরকে তাঁর (দঃ) আগমনের কোন সুসংবাদও দিয়ে যায়নি। আমার এ উত্তরে সে থমকে গেল। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, তাওরাতের ব্যাপারে তোমার মত কি? আমি বললাম, তাওরাতের ব্যাপারেও আমার দুটি অভিমত রয়েছে। এক, যদি তাওরাত বলতে সেই তাওরাতকে বুঝানো হয়, যেটি সেই মূসার উপর নাযিল হয়েছে যে মূসা আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নবুয়াত স্বীকার করেছে। আমি সেই তাওরাত্ কে হক মনে করি। দুই, যদি তাওরাত বলতে সেই তাওরাতকে বুঝানো হয়, যেটা আপনি দাবী করতেছেন, আমি সেই তাওরাতকে মানি

না। সেটা ভ্রান্ত। এ উত্তর শুনে সে পুরাপুরি কোনঠাসা হয়ে গেল এবং আর কোন প্রশ্ন না করে আমাকে বললো,আমি তোমার সাথে একান্তে একটি কথা বলতে চাই, যা কেবল তোমার আমার মধ্যে হবে। আমি মনে করলাম সে কোন ভাল কথা বলতে পারে। হয়তো আত্মসমর্থন করার চিন্তাভাবনা করছে,কি বলে দেখি,এ ভেবে আমি ওর পাশাপাশি হলাম। সে কোন ভাল কথা না বলে আস্তে আস্তে আমাকে এভাবে গালি দিতে লাগলো, তোমার মা এ রকম, সেরকম। যে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে, ওর মা এ রকম, সে রকম । সে গালিতে ইশারা ইঙ্গিতের শব্দ ব্যবহার না করে উলঙ্গভাবে সব কিছু বলছিল। সে চাচ্ছিল যে, ওর গালিতে আমি উত্তেজিত হয়ে ওকে আক্রমন করে বসি। ফলে সে পালাবার একটা সুযোগ পাবে। আমি ওর কুট কৌশল বুঝতে পেরে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললাম, দেখুন, আমি ওর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। ওর উচিত ছিল আমার উত্তরকে খন্ডন করা। কিন্তু সে তা না করে আমাকে একান্তে ডেকে আমাকে ও আমার উস্তাদকে গালি দিচ্ছে। সে মনে করেছিল,আমি উত্তেজিত হয়ে ওকে আক্রমন করবো এবং এ অজুহাতে সে পালাবার একটা সুযোগ পাবে। কিন্তু আমি তাকে সে সুযোগ দিলাম না। তাকে আপনাদের কাছে হস্তান্তর করলাম। লোকেরা আর দেরী করলো না; ওর প্রতি বৃষ্টির মত জুতা নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত সে কোন মতে প্রান রক্ষা করে বসরা থেকে পালিয়ে গেল। বসরার লোকদের কাছে ওর অনেক টাকা পাওনা ছিল। সব ফেলে সে পালিয়ে গেল। (কিতাবুল আজকীয়া ২৫২ পৃঃ)

সবক ঃ বাতিলপন্থীরা নানা কূট কৌশলের মাধ্যমে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করতে চেষ্টা করে। তাই তাদের থেকে সজাগ থাকা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিরোধ করা উচিত।

কাহিনী নং - ৭৭১

ফযায়েলে দু'আ-দরূদ

এক বৃদ্ধা হযরত হাসান বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে গিয়ে বললো- বেশ কিছু দিন হলো আমার ছেলেটা মারা গেছে। ওর জন্য আমার মন কাঁদতেছে। এত দিনের মধ্যে একবার ওকে স্বপ্নেও দেখলাম না। আপনি একটু ওর জন্য দুআ করুন। হযরত হাসান বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বৃদ্ধাকে বললেন, আমি তোমাকে একটি আমল শিখিয়ে দিচ্ছি। সে মতে আমল করলে তুমি নিশ্চয় তোমার ছেলেকে স্বপ্নে দেখবে। আমলটি হচ্ছে এশার নামাযের পর ঘুমাবার আগে দু'রাকাত করে চার

রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা তাকাছুর পড়বে। নামায শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করে বিশেষ মুনাজাত করবে। অতপর কারো সাথে কোন কথা না বলে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বে এবং ঘুম না আসা পর্যন্ত অনবরত দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে।

বৃদ্ধা সেমতে আমল করলে প্রথম রাতেই স্বপ্নে ছেলের দেখা মিললো। ছেলেকে খুবই কাতর দেখাচ্ছিল। মা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, তুমি কেমন আছ? ছেলে বললো, মা, আমি খুবই কষ্টে আছি। এতটুকু বলার পর বৃদ্ধার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরদিন সকালে আবার হযরত হাসন বসরীর দরবারে গিয়ে হাজির হল এবং স্বপ্নের সব কথা ওনার কাছে খুলে বললো এবং ছেলের মাগফেরাতের জন্য দুআ করতে বললো। হযরত হাসান বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বললেন, ঠিক আছে তুমি চলে যাও। দু-তিন দিন পর হযরত হাসন বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সেই বৃদ্ধার ছেলেকে স্বপ্নে দেখলেন, ওকে খুবই হাসিখুশী ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। হযরত হাসান বসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বৃদ্ধার ছেলেকেতো চিনতেন না। তাই ওকে জিজ্ঞেস করলেন- বাবা, তুমি কে? সেঁ বললো, আমি সেই বৃদ্ধার ছেলে, যিনি আপনার কাছে গিয়েছিল। হযরত হাসান বসবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বললেন- বাবা, তোমার আম্মাতো তোমাকে খুবই কষ্টের মধ্যে দেখেছে কিন্তু আমিতো তোমাকে খুবই উৎফুল্ল দেখছি। ব্যাপারটা কি? সে বললো,হুযূর, গতকাল আমাদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে এক বুজুর্গ গিয়েছিলেন। তিনি যাবার সময় দু'আ দরূদ পাঠ করে এর ছওয়াব আমাদের জন্য বখশীশ করে গেছেন। এর বদৌলতে আমাদের কবর আজাব মাফ হয়ে গেছে। ফলে আমাকে এ অবস্থায় দেখছেন।

(সওয়ানেহে হাসান বসরী)

সবক ঃ এ কাহিনীতে বর্ণিত আমল পরীক্ষিত। যে কেউ এ আমল করতে পারেন।

কাহিনী নং - ৭৭২

কুকুরের লেজ

এক ব্যক্তির মনে জ্বীন সাধন করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বেচারা অনেক মন্ত্রতন্ত্র শিখলো কিন্তু কোন কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত সে জংগলে অবস্থানকারী এক দরবেশের কাছে গেল এবং ওনাকে বললো, হুযূর, মেহেরবানী করে আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যেটার দ্বারা আমি জ্বীন বশ করতে পারি এবং ওর দ্বারা নানা কাজ কর্ম আদায় করতে পারি। দরবেশ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি ওকে বললেন, জ্বীনভূত

সাধারণতঃ অসৎ প্রকৃতির হয়ে থাকে। তুমি এ মনোবাসনা ত্যাগ কর। তোমার কাছে এমন কোন কাজ নেই যে ওদেরকে সদা কাজে নিয়োজিত রাখতে পারবে। শেষ পর্যন্ত তোমাকেই মেরে ফেলবে। সে বললো, হুযূর আমার কাছে কাজের কোন অভাব নেই, এক মূহুর্তও অবকাশ পাবে না। শেষ পর্যন্ত দরবেশ ওকে এক আমল শিখিয়ে দিল। সে ঘরে এসে আমল করতে লাগলো। নির্ধারিত সময়ে জ্বীন এসে হাজির হয়ে বললো, বল, কি করব? সে বললো, একটি শানদার ইমারত তৈরী করে দাও। মুহুর্তের মধ্যে শানদার ইমারত তৈরী করে ফেললো। বললো, অমুক কৃষি কর্মটা কর। মূহুর্তের মধ্যে করে ফেললো। এভাবে সে কঠিন থেকে কঠিনতর নানা কাজের কথা বলতে লাগলো আর জ্বীন মূহুর্তের মধ্যে সে কাজ করে ফেলতে লাগলো। এভাবে অল্প দিনের মধ্যে সব কাজ করে ফেললো। নতুন কোন কাজের কথা সে বলতে পারছিলনা। জ্বীন বললো, কাজের কথা বল, অন্যথায় তোমাকে মেরে ফেলবো। এ কথা শুনে সে দৌড়ে দরবেশের কাছে গিয়ে বললো, হুযূর, আমি জীনকে যা বলি, তা ঝটপট করে দেয়। এখন আমার কাছে কোন কাজ নেই। বলুন, এখন কি করি? কাজ দিতে না পারলে, সে তো আমাকে মেরে ফেলবে। ইত্যেবসরে জ্বীনও হাওমাও করে সেখানে পৌছে গেল। দরবেশের ঘরের দরজায় একটি কুকুর বসা ছিল। দরবেশ লোকটিকে বললেন, তুমি জ্বীনকে বল, সে এ কুকুরের লেজটা যেন সোজা করে দেয়। লোকটা জ্বীনকে তা করতে বললে, জীন সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের লেজ সোজা করার কাজে লেগে যায়। লেজটা হাতের মুঠোতে নিলে সোজা থাকে, ছেড়ে দিলে আবার বাঁকা হয়ে যায়। এভাবে একদিন দুদিন করে অনেক দিন চেষ্টা করলো কিন্তু লেজ কিছুতেই সোজা করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত জ্বীন হার মেনে লোকটির সাথে আপোস করে চলে গেল। (মাহে তৈয়বা ১৯৬৬ খৃঃ)

সবক ঃ দুনিয়াটা হচ্ছে কুকুরের লেজের মত। এটাকে কখনো শান্তিনিকেতন বানানো যাবে না। সব সমস্যার সমাধান কখনো সম্ভব হবে না। একটার সমাধান হলে আর একটা নতুনভাবে সৃষ্টি হবে।

কাহিনী নং - ৭৭৩

দূরদর্শিতা

এক ব্যক্তি একটি গর্ত খনন করে এতে বেশ কিছু মূল্যবান সম্পদ রেখে মাটি চাপা দিয়ে অর্ধেক ভরাট করে দিল। অতঃপর বিশ দিনার (ইরাকী মুদ্রা) একটি চকমক কাপড়ে মোড়িয়ে সে গর্তে রেখে পুনরায় মাটি দিয়ে গর্তটি সম্পূর্ণ ভরাট করে দিয়ে সে

চলে গেল। কিছুদিন পর যখন ওর সেই সম্পদের প্রয়োজন হয়, গর্ত খুঁড়ে দেখে যে সেই বিশ দিনার গায়েব কিন্তু নিম্নস্তরে রক্ষিত মূল্যবান সব সম্পদ অবিকল রয়েছে। সে আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করলো। মাল পুঁতে রাখার সময় ওর ধারনা হয়েছিল যে কেউ দেখলেতো সব মাল উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তাই ওকে ফাঁকি দেয়ার জন্য দু'স্তরে মাল রাখা হয়েছিল। গর্ত খুঁড়ে উপর স্তরে রক্ষিত বিশ দিনার পেলে মনে করবে যে এটাই রেখেছিল এবং সেটা নিয়ে চলে যাবে এবং নিম্নস্তরের মালগুলো রয়ে যাবে। তাই হলো।

(কিতাবুল আযকিয়া - ১৯১ পৃঃ)

সবক ঃ দূরদর্শিতা ও হেকমতের সাথে কাজ করলে মানুষ নানা ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় এবং জীবনে সফল্য অর্জন করতে পারে।

কাহিনী নং - ৭৭৪

যাউজুল কুহবা

হিন্দুস্তানের এক হিন্দী কবি এক আমীরের দরবারে গিয়ে ওর প্রশংসা করে একটি কবিতা শুনালেন। সম্ভবতঃ সেটা আমীরের পছন্দ হয় নি। তাই আমীর ওর প্রশংসা গীতির উত্তরে আরবী ভাষায় একটি কবিতা বললো, যার একটি অংশ হচ্ছে - تَقَدَّمْ يَا زَوْجَ الْقَحْبَةِ (তাকাদ্দম ইয়া যাউজুল কুহবা) অর্থাৎ হে বদকার স্ত্রীর স্বামী, সামনে এগিয়ে এসো। হিন্দী কবি আমীরকে জিজ্ঞেস করলেন, যউজুল কুহবার অর্থ কি? আমির রসিকতা করে বললো, এর অর্থ হচ্ছে শানদার ব্যক্তি, যার মহল, ধনদৌলত, চাকর বাকর সব আছে। কবি এ উত্তর শুনে বললো, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আপনিই হলেন সবচে বড় যউজুল কুহবা। এ পদবী একমাত্র আপনার জন্য শোভা পায়। আমীর এটা শুনে খুবই লজ্জিত হলো এবং কিছু বলতে পারলো না।

(কিতাবুল আযকিয়া - ২০৫ পৃঃ)

সবক ঃ যে কোন কথা ভেবে চিন্তে বলা দরকার। অনেক সময় নিজের কথায় নিজেকে লজ্জিত হতে হয়।

কাহিনী নং ৭৭৫

জমীনের বোঝা

এক আমীরের একটি নিজস্ব মহল তৈরীর খেয়াল হলো। উপযুক্ত জায়গার খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে এমন একটি জায়গা পছন্দ হলো, যার মাঝখানে ছিল এক

গরীব বিধবার কুঁড়েঘর। আমীর বিধবাকে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে জায়গাটা ছেড়ে দিতে বললো। কিন্তু বিধবা কিছুতেই রাজি হলো না। শেষ পর্যন্ত সে জোর জবরদস্তি সেই জায়গা দখল করে মহল তৈরী করলো। বিধবা কাজীর আদালতে গিয়ে বিচার প্রার্থী হলো। কাজী সাহেব ওকে সান্তনা দিয়ে বললো, তুমি চলে যাও। আমি সুযোগ মত তোমার এ অভিযোগের উপযুক্ত বিচার করতে চেষ্টা করবো। মহল তৈরীর পর প্রথমবার যখন আমীর নিজ মহল দেখতে গেলেন, তখন কাজী সাহেব একটি গাধা ও একটি খালি বস্তা নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে এক বস্তা মাটি নেয়ার জন্য আমীরের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর কাজী সাহেব বস্তায় মাটি ভরলেন এবং বস্তাটি গাধার পিঠে উঠানোর জন্য আমীরের সহযোগীতা চাইলেন। আমীর এগিয়ে আসলেন কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও বস্তাটি গাধার পিঠে উঠাতে পারলেন না। কারণ বস্তাটি খুবই ভারী ছিল। সুযোগ বুঝে সে সময় কাজী সাহেব আমীরকে বললেন হে খলীফা, এ সামান্য বোঝাটা উঠাতে পারলেন না। কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন সেই পুরা জায়গাটা কিভাবে কাঁধের উপর উঠাবেন, যেটা বিধবা থেকে জোর করে নিয়েছেন?

এ কথায় আমীরের মনে দারুন রেখাপাত করলো এবং যাবতীয় আসবাবপত্র সহ মহলটি সেই বিধবাকে দিয়ে দিল।

(মুখযেনে আখলাক - ৪২১ পৃঃ)

সবক ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কিছুর ফয়সালা হবে। জুলুম, অত্যাচার, পরের হক ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে দিনের ভয়াবহ পরিনতির কথা স্মরণ রেখে যাবতীয় অন্যায় অবিচার থেকে বিরত থাকা চায়।

কাহিনী নং - ৭৭৬

এক লাখ দিনার

এক আমীরের মৃত্যু হলে ওর ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে এক লাখ দিনার পায়। সে হযরত জুননূন মিসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর দরবারে এসে বললো, হুযূর, আমি এ এক লাখ দিনার আপনার খেদমতে ব্যয় করতে চাই। হযরত জুননূন মিসরী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি প্রাপ্তবয়স্ক, না অপ্রাপ্তবয়াস্ক? সে বললো, অপ্রাপ্তবয়স্ক। তিনি বললেন, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে এ দিনার খরচ করা তোমার জন্য বৈধ নয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সে পুনরায় হযরত জুননূন মিসরীর খেদমতে হাজির হয়ে

ওনার হাতে তওবা করলেন এবং সেই এক লাখ দিনার দরবেশদের সেবায় খরচ করে ফেললো। কিছুদিন পর সে আবার দরবেশদের আস্তানায় আসলো। ঘটনা ক্রমে সেদিন দরবেশগন এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যার জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল। সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আফসোস, যদি আমার কাছে আর এক লাখ দিনার থাকতো, তাহলে সেটাও এ দরবেশদের জন্য খরচ করতে পারতাম। হযরত জুননূন মিসরী (রহমাতুল্লাহে আলাইহে) ওর এ কথা শুনে বুঝে গেলেন যে, সে আসল কাজ থেকে উদাসীন। তার দৃষ্টিতে ইজ্জত সম্মান টাকা পয়সার মধ্যেই নিহিত। তিনি ওকে কাছে ডেকে বললেন, অমুক আতর বিক্রেতার দোকানে যাও এবং আমার কথা বলে তিন দিরহামের অমুক বস্তুটা নিয়ে এসো, সে গিয়ে সেই বস্তুটা নিয়ে আসলে, তিনি বললেন, এটাকে খলের মধ্যে রেখে ভালমতে পিষে তৈল মিশিয়ে তিনটি বড়ি বানাও। অতঃপর প্রত্যেক বড়িকে সূঁই দিয়ে ছিদ্র করে আমার কাছে নিয়ে এসো। সে সেরকম করলো এবং তিনটি বড়ি তৈরী করে ওনার কাছে নিয়ে আসলো। তিনি সেই বড়িগুলোকে হাতে নিয়ে সেগুলোর উপর ফুঁক দিলেন। এতে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে তিন টুকরা মহামূল্যবান ইয়াকুত পাথর হয়ে গেল। সেই যুবক এ দৃশ্য আগে আর কখনো দেখেনি। তিনি ওকে বললেন, এগুলো বাজারে নিয়ে যাও এবং দেখ কত দাম উঠে।তবে বিক্রি কর না। সে বাজারে গেল এবং দোকানীদেরকে সেগুলো দেখালো। প্রত্যেকটির মূল্য একশ হাজার দিনার পর্যন্ত উঠলো। কিন্তু নির্দেশ মুতাবেক বিক্রি না করে সে সেগুলো নিয়ে আসলো এবং ওনাকে জানালো যে,সেগুলোর মূল্য এতটাকা উঠেছে। তিনি বললেন, সেগুলোকে পুনরায় খলে রেখে চুর্নবিচুর্ন করে ফেল আর স্মরন রেখ, এ দরবেশগন ভাত রুটি টাকা পয়সার মুখাপেক্ষী নয়। ওনাদের কাছে সব কিছু আছে। এর পর থেকে সেই যুবকের কাছে দুনিয়ার ধন সম্পদের প্রতি কোন আগ্রহ রইলো না, ওর আধ্যাত্মিক চক্ষু খুলে গেল।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া - ১৪৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেকবান্দাদেরকে বাহ্যিক ভাবে অভাবী মনে হলেও আসলে তাঁরা অভাবী নয়। দুনিয়াবী ধন সম্পদের প্রতি তাঁদের আদৌ কোন মোহ নেই।

কাহিনী নং ৭৭৭

মজাদার খাবার

হযরত জুননুন মিসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) দশ বছর পর্যন্ত কোন মজাদার খাবার গ্রহন করেন নি। নফস বার বার চাচ্ছিল আর তিনি নফসের বিরোধীতা করতে

রইলেন। তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে,কখনো নফসের কথা মানবেন না। এ ভাবে দশ বছর অতিক্রম হওয়ার পর এক ঈদের রাতে নফস বললো, কাল ঈদের দিনে কিছু মজাদার খাবার খেয়ে নিলে ক্ষতি কি? তিনি স্বীয় নফসকে বললেন, আমি দু'রাকাত নফল নামায পড়বো এবং এ দু'রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতে চাই। তুমি যদি এতে আমার সহায়তা কর, তাহলে কাল মজাদার খাবার মিলবে। নফস এতে সহায়তা করলো। পর দিন অর্থাৎ ঈদের দিন মজাদার খাবার আনালেন এবং গ্রাস মুখের কাছে নিয়ে পুনরায় রেখে দিলেন এবং খেলেন না। পরিবারের লোকেরা এর কারন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যে সময় আমি গ্রাস মুখের কাছে নিয়ে গেলাম, সে সময় নফস বললো, দেখলেতো, দশ বছর পর হলেও শেষ পর্যন্ত আমি কামিয়াব হলাম। তখনই আমি গ্রাসটা মুখে দিলাম না এবং নফসকে বললাম, যদি তাই হয়, তাহলে আমি তোমাকে কখনো কামিয়াব হতে দেব না।

সেই মুহুর্তে এক ব্যক্তি মজাদার খাবারের পাত্র নিয়ে হাজির এবং বললো, এ খাবার আমি আপনার জন্য গত রাত্রে তৈরী করেছি। রাত্রে আমি স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)এর দিদার লাভ করি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, কাল কিয়ামতের দিনে তুমি যদি আমাকে দেখতে চাও, তাহলে এ খাবার জুননুন মিসরীর কাছে নিয়ে যাও এবং ওকে বল, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সুপারিশ করেছেন যে মূহুর্তের জন্য নফসের সাথে আপোশ কর এবং কয়েক গ্রাস মজাদার খাবার এখান থেকে খাও।

হযরত জুননুন মিসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এ পয়গামে-রেসালত শুনে আত্মহারা হয়ে যান এবং বলতে লাগলো.আমি অনুগত, আমি অনুগত এবং সেই মজাদার খাবার থেকে কিছু খেলেন (তাজকিরাতুল আউলিয়া - ১৪৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগন নফসের গোলাম হয় না। তাঁরা নফসের বাসনার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাঁরা নফসকে তাঁদের অনুগত বানিয়ে রাখেন।

কাহিনী নং - ৭৭৮

হাওয়া

হযরত আবু মুহাম্মদ মুরতায়াশ (রহমতুল্লাহে আলাইহে)কে কোন এক ব্যক্তি এসে বললো, অমুক ব্যক্তি হাওয়ায় উড়তেছে। তিনি বললেন, এটা কোন কামালিয়াত নয়।

আসল কামালিয়াত হচ্ছে নফসের বিরোধীতা করা। এটা হাওয়ায় উড়ার থেকে অনেক আফজল ও উত্তম। (তাজকিরাতুল আলীয়া - ৫২৫)

সবক ঃ শরীয়তের অনুস্বরন হচ্ছে সবচে বড় কামালিয়াত। শরীয়তের অনুসরনের দ্বারাই বেলায়েত অর্জিত হয়। হাওয়ায় উড়া বা পানির উপর হাটা কোন কামালিয়াত নয়। আল্লাহর মকবুল বান্দাদের কাছে এগুলোর কোন মূল্য নেই।

কাহিনী নং - ৭৭৯

এক ব্যবসায়ী

এক ব্যবসায়ী তার উটের উপর অনেক ব্যবসায়িক জিনিসপত্র বোঝাই করে মিসরে গেল। সেখানে ভিড়ের মধ্যে তাঁর উটটি মালপত্রসহ হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে সে খুবই হতাশ হয়ে পড়লো। এক ব্যক্তি ওর এ ঘটনা শুনে ওকে বললো, এখানে হযরত আবুল আব্বাস দমহুরী নামে এক বড় বুজুর্গ আছেন। তুমি ওনার কাছে যাও। তিনি দু'আ করলে, তুমি মালামালসহ তোমার উট পেয়ে যাবে। সেই ব্যবসায়ী তক্ষুনি হযরত আবুল আব্বাসের খেদমতে হাজির হলো এবং আরয করলো, হযূর, আমার উটটি জিনিসপত্রসহ হারিয়ে গেছে। মেহেরবানী করে আমার জন্য দু'আ করুন। হযরত আবুল আব্বাস ওর কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু এটুকু বললেন, আজ আমার কাছে দু'জন মেহমান এসেছে। ওদের জন্য কিছু আটা ও কিছু মাংস দরকার। ব্যবসায়ী এ কথা শুনে মনে মনে বললো, আমি আসলাম আমার দুঃখের কথা শুনাতে আর তিনি আছেন আটা-মাংসের চিন্তায় মগ্ন। অগত্যা মন খারাপ করে দরবার থেকে বের হয়ে আসলো। ফেরার পথে ওর এক দেনাদারের দেখা হলো। ওর দুঃখের কথা শুনে সে ষাট দেরহাম দিয়ে দিল। দেরহামগুলো পেয়ে সে চিন্তা করলো যে হযরত আবুল আব্বাস যে আটা-মাংসের কথা বলেছেন, এ দেরহাম দিয়েতো সেগুলো ক্রয় করতে পারি। হয়তো এর বরকতে আল্লাহর তাআলা আমার উটটা ফিরিয়ে দিতে পারে। এ ভেবে সে বাজারে গিয়ে আটা ও মাংস ক্রয় করলো এবং অবশিষ্ট দেরহাম দিয়ে কিছু মিষ্টি ক্রয় করে হযরত আবুল আব্বাসের আস্তানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। কী আশ্চর্য! আস্তানার সামনে গিয়ে দেখে, ওর উট মালামালসহ তথায় দাঁড়িয়ে আছে। ব্যবসায়ী দারুন খুশী হলো এবং হুযূরের জন্য আনিত জিনিস গুলো তাঁর খেদমতে পেশ করলো। তিনি মিষ্টি দেখে বললেন, আমিতো মিষ্টির কথা বলিনি,এগুলো কেন এনেছ? ব্যবসায়ী বললো, হুযূর কিছু দিরহাম অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল, তাই সেগুলো দিয়ে মিষ্টি নিয়ে আসলাম। হযরত

আবুল আব্বাস বললেন, ঠিক আছে, তুমি যেমন কিছু অতিরিক্ত নিয়ে এসেছ, আমিও তোমার ব্যবসায় কিছু অতিরিক্ত মুনাফা করে দিলাম। যাও, বাজারে গিয়ে উচিৎ মূল্যে তোমার মাল বিক্রি কর। অন্য ব্যবসায়ী'র আগমনের ভয় কর না, জল-স্থলের নিয়ন্ত্রন আমার হাতে। ব্যবসায়ী বাজারে গিয়ে দেখলো যে তার প্রতিদ্বন্ধী অন্য কোন ব্যবসায়ী নেই। তাই সে উচিত মূল্যে মালামালগুলো বিক্রি করতে পারলো এবং তাঁর মালামাল সম্পূর্ণ বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন ব্যবসায়ী আসেনি। (রাউজুর রিয়াহীন - ১১০ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাদের বারগাহে হাজিরা দিলে অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ওনাদের কোন কথার ব্যাপারে খারাপ ধারনা করা ঠিক নয়। ওনাদের কথার মধ্যে অনেক রহস্য লুকায়িত থাকে।

কাহিনী নং - ৭৮০

এক জ্বীন

হযরত আবুল ফজল জাওহারী মিসরী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর খুবই প্রশংসা শুনে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে মিসর গেল। হযরতের দরবারে পৌঁছে দেখলো যে তিনি খুব শানদার পোষাক পরিধান করে আছেন এবং দেখতে বড় আমীরের মত মনে হচ্ছিল। সে মনে মনে চিন্তা করলো যে,এ ধরনের দুনিয়াবী শান শওকতধারী লোক আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারে না। এ চিন্তা করে সে দরবার থেকে বের হয়ে আসলো এবং একটি গলি দিয়ে যাবার সময় এক মহিলাকে ক্রন্দন রত অবস্থায় দেখলো। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে মহিলা বললো, আমার একটি মাত্র যুবতী কন্যা, যার বিবাহ অত্যাসন্ন। আজ হঠাৎ ওর উপর জ্বীনের আসর হয়েছে। ফলে সে খুবই অসুস্থ হয়ে পরেছে। আমি একজন বিধবা। কি করে ওর চিকিৎসা করি। লোকটি বললো, তুমি ভয় করনা, ওর চিকিৎসা আমি করবো। চলো, আমাকে তোমার মেয়ের কাছে নিয়ে চলো। মহিলা ওকে ঘরে নিয়ে গেল। সে দেখলো যে মেয়েটি নানা অদ্ভূত আচরণ করতেছে। সে কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত তেলাওয়াত করে ওকে ফুঁক দিতে লাগলো। ইত্যেবসরে জ্বীন এসে উপস্থিত এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বললো জেনে রেখ, আমি সেই সাত জ্বীনের অন্তর্ভূক্ত, যারা হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর হস্ত মুবারকে ঈমান এনে ছিল। আমরা সাতজন আজ হযরত আবুল ফজলের পিছনে নামায পড়তে এসে ছিলাম, যার সম্পর্কে তুমি বদনাম করে ফিরে এসেছ। এ মেয়েটি আমাদের উপর অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করেছে। আমার

সাথীরা রক্ষা পেলেও আমি রক্ষা পেলাম না। সেই নাপাক বস্তু আমার উপর পড়েছে। ফলে আমি নামায পড়তে পারিনি। এ আক্রোশে আমি ওকে ধরেছি। তুমিও যে হযরত আবুল ফজলের উপর বদগুমান করেছ, এতেও আমি মর্মাহত হয়েছি। তুমি তওবা কর এবং হযরতের খেদমতে পুনরায় হাজির হও।” লোকটি বললো, ঠিক আছে, আমি আন্তরিকভাবে তওবা করছি এবং এক্ষুনি ওনার কাছে ফিরে যাচ্ছি।তবে তুমিও এ মেয়েটিকে মাফ করে দাও। অতঃপর জ্বীনটি 'আমি চলে যাচ্ছি' বলে চলে গেল এবং মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠলো। লোকটি পুনরায় হযরত আবুল ফজলের দরবারে হাজির হলো। হযরত আবুল ফজল ওকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, জ্বীন না বলা পর্যন্ত তুমি আমার বুজুর্গী স্বীকার কর নি। (রওজুর রিয়াহীন নং - ২১৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেকবান্দাদের সম্পর্কে বদগুমান করা ঠিক নয়। ওনারা সদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে। তাদের কাছে মনের ধারনাও গোপন থাকে না।

কাহিনী নং ৭৮১

মায়ের হক

এক ব্যক্তি স্বীয় মাকে নিজ কাঁধে করে সাতবার হজ্ব করিয়েছিল। সপ্তমবার ওর মনে এ খেয়াল আসলো যে সে সম্ভবতঃ মায়ের হক পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করেছে। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখলো, কে যেন বলছে- তুমি যখন শিশু ছিলে, খুবই ঠান্ডার সময় এক রাতে তোমার মায়ের কাপড়ে পায়খানা করে দিয়েছিলে। সেই শীতের রাত্রে তোমার মা বিছানা থেকে উঠে সেই কাপড় ধৌত করে পুনরায় সে ভিজা কাপড় পরিধান করে (অন্য কাপড় না থাকায়) তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাত্রি যাপন করেছিল। আফসোস! তুমি মনে করতেছ যে, হক আদায় হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো সেই একটি রাতের হকও আদায় করতে পারনি। (তালীমুল আখলাক - ২৬৭ পৃঃ)

সবক ঃ মা-বাপের হক অনেক বড়। বাপের থেকে মায়ের হক বেশী। তারাই সুভাগ্যবান, যারা মা-বাপের খেদমত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে। মা বাপের যত সেবা শুশ্রূষা করা হোক না, তা খুবই নগন্য মনে করতে হবে।

কাহিনী নং - ৭৮৬

শুভাগমন

যে মুহূর্তে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মায়ের গর্ভ থেকে ধরাপৃষ্ঠে শুভাগমন করেন, সে সময় হুযূরের দাদাজান হযরত আবদুল মুত্তালিব (রাদি আল্লাহু আনহু) কাবা শরীফের দেয়াল মেরামতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি কাবা শরীফ তওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে কাবা শরীফ চারিদিক থেকে ঝুঁকে মকামে ইব্রাহীমের সামনে সিজদায় পতিত হলো এবং সেখান থেকে তকবীর-তাহলীলের আওয়াজ শুনা গেল। পুনরায় খাঁড়া হয়ে গেল এবং সেখান থেকে এ আওয়াজ উচ্চারিত হলো -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَصَّنِىْ بِمُحَمَّدِ الْمُصْطَفٰى

(সব প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সম্পর্কিত করেছেন)

আমি আরও দেখতে পেলাম যে কাবা শরীফের বিভিন্ন অংশ একে অপরের সাথে সালাম বিনিময় করছে। বাবে ছফা থেকে বের হয়ে এসে দেখতে পেলাম জমীনের সব কিছু থেকে তকবীর-তাহলীল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি ওগুলোর আওয়াজ শুনছিলাম। আমি এ আওয়াজটি সুস্পষ্ঠভাবে শুনতে পেলাম-

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তশরীফ এনেছেন) এরপর আমি দেখতে পেলাম, কাবা শরীফের মূর্তিগুলো উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আমার কাছে সব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। চোখ কচলাতে লাগলাম - এসব কিছু স্বপ্নে দেখছি, না জাগ্রতাবস্থায় দেখছি। ঘরে ফিরে এসে দেখি আরও অদ্ভুত ব্যাপার। ঘরের চারিদিকে নানা রং এর নূরানী আজব পাখী উড়তেছে এবং ঘর থেকে মেশক আম্বরের সুগন্ধ বের হচ্ছে। ঘরের দরজায় করাঘাত করলে স্বয়ং আমেনা (রাদি আল্লাহু আনহা) এসে দরজা খুলে দেন। আমি আমেনার চেহারায় দুর্বলতার কোন নিদর্শন দেখলাম না। তবে ওনার চেহারায় যে নূরটা চমকাতো, সেটা দেখা গেলনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম- আমেনা, ব্যাপার কি? আজকে তোমার কপালে সেই নূরটি দেখছি না যে? হযরত আমেনা (রাদি আল্লাহু অনহা) বললেন, আজকে আমার ঘরে একটি সন্তান জন্ম হয়েছে। জন্মের পরপর আমি অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজটি শুনতে

পেলাম- নবজাতকের নাম 'মুহাম্মদ' রেখ। কেননা ওনার নাম আসমান সমূহে মাহমুদ, তাওরাতে মুয়িদ, যবুরে হাদী, ইন্জিলে আহমদ এবং কুরআনে তো-হা, ইয়াসীন এবং মুহাম্মদ।

হযরত আবদুল মুতালিব বলেন, আমি আমেনাকে বললাম, চলো, আমাকে প্রিয় শিশুটি দেখাও। অতপর আমি যখন সামনের দিকে পা বাড়ালাম, তখন দেখি এক বিরাট ব্যক্তি তলোয়ার হাতে আমার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমাকে এগিয়ে যেতে বাধা দিল। এতে আমি ভয় পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? এবং কেন আমাকে যেতে বাধা দিচ্ছ? সে বললো সমস্ত ফিরিশতা এ শিশুকে দেখে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কারো যাবার অনুমতি নেই। আমি এ দায়িত্বের জন্য এখানে নিয়োজিত। (জামেউল মুজেজাত - ৬৭পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কাবারও কাবা। হুযূরের আগমনে সৃষ্টিকুলের সবাই আনন্দিত। নব জাতকের নাম সাধারণতঃ মা-বাপ, ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজনেরা রেখে থাকে। কিন্তু আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাম মুবারক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রেখেছেন।

কাহিনী নং - ৭৮৭

দুধপান

হযরত হালিমা সাদিয়া (রাদি আল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন - আমি যখন মক্কা মুয়াজ্জিমায় পৌছলাম এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ঘরে গেল্যাম, তখন দেখি যে, যে কামরায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শায়িত আছেন, সে কামরাটি অতি উজ্জল আলোতে ঝলমল করছিল। আমি হযরত আমেনাকে জিজ্ঞেস করলাম -এ কামরায় কি অনেক বাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন? হযরত আমেনা জবাব দিলেন - কৈ না, এটা আমার প্রিয় সন্তানের চেহারা মুবারকের আলো। হযরত হালিমা আরও বলেন - আমি হুযূরের কামরায় ডুকে দেখলাম যে তিনি সোজা শুয়ে আছেন এবং স্বীয় কচি আঙ্গুলগুলো শোষতেছেন। আমি তাঁর নূরানী চেহারা দেখে আকৃষ্ট হয়ে গেলাম এবং তাঁর মুহাব্বতে বিভোর হয়ে গেলাম। অতঃপর হুযূরের পাশে বসে গেলাম এবং তাঁকে উঠায়ে বুকে লাগানোর জন্য যে মাত্র হাত বাড়ালাম, তখন চোখ মুবারক খুললেন এবং আমাকে দেখে মুচকি হেসে দিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন একটি নূর বের হলো, যা আসমান পর্যন্ত পৌছে গেল। আমি

তাঁকে কোলে নিয়ে আমার ডান দুধ তাঁর মুখে দিলাম। তিনি সানন্দে পান করলেন। যখন বাম দুধ তাঁর মুখে দিলাম, তিনি মুখ ফিরায়ে নিলেন এবং দুধ পান করলেন না। ব্যাপারটি আমি সাথে সাথে বুঝতে না পারলেও পরক্ষণে বুঝতে পারলাম যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইনসাফ করে অপর দুধটি তার দুধ ভাই এর জন্য রেখেছেন। হুযূরকে নিয়ে চলে যাবার সময় হযরত আবদুল মুতালিব আমাকে কিছু পথ খরচ দিতে চাইলেন। আমি তা নিতে অনিহা প্রকাশ করে বললাম, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে পাওয়ার পর আমার আর কোন কিছুর হাজত নেই। হযরত হালিমা বলেন, আমি যখন এ নূরের পুতলি কোলে নিয়ে ঘর থেকে বের হলাম, তখন আমাকে প্রত্যেক কিছু এ বলে মুবারক বাদ দিচ্ছিল, হে হালিমা, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দুধ মা হওয়ার সুভাগ্যের জন্য তোমাকে মুবারক বাদ।

হযরত হালিমা বলেন - যখন আমার দুর্বল উষ্ট্রীর উপর বসলাম,তখন সেটা বিদ্যুত গতিতে চলতে লাগলো এবং অনেক মোটাতাজা উট পিঁছনে পড়ে রইলো। এ দৃশ্য দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করতে লাগলো, হালিমার দুর্বল উষ্ট্রীর এ শক্তি কোথেকে আসলো! এর উত্তর উষ্ট্রীর মুখে শুনুন -

عَلٰى ظَهْرِىْ سَيِّدُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

(আমার পিঠে সকল যুগের সেরা নবী আরোহণ করেছেন। তাঁরই বরকতে আমার দুর্বলতা চলে গেছে এবং আমার অবস্থা ভাল হয়ে গেছে) (জামেউল মুজেজাত - ৮২পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপাদমস্তক নূর। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শৈশব থেকেই অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যারা তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান নিয়ে গলাবাজি করে, তারা এ কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে।

কাহিনী নং - ৭৮৮

অতি মূল্যবান নসীহত

একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে একজন আগন্তুক এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমি দীন-দুনিয়ার উন্নতির জন্য আপনার থেকে কিছু জানতে চাচ্ছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন, কি জানতে চাও,

বল। লোকটি আরয করলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ! আমি সবচে অধিক জ্ঞানী হতে চাচ্ছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, আল্লাহকে ভয় করতে থেকো। সবচে অধিক জ্ঞানী হয়ে যাবে।

লোকটি আরয করলেন, হুযুর! আমি চাচ্ছি যে সবচে বড় ধনী হতে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, যা পাও, তাতে সন্তুষ্ট থেকো; সবচে বড় ধনী হয়ে যাবে।

লোকটি আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, সুনামের অধিকারী হই। ফরমালেন, জনগনের সাথে ভাল ব্যবহার কর; সুনামের অধিকারী হয়ে যাবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আমি ন্যায় পরায়ন হয়ে যাই। ফরমালেন, যা নিজের জন্য পছন্দ কর, সেটা অন্যের জন্য পছন্দ কর; ন্যায় পরায়ন হয়ে যাবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা হয়ে যেতে। ফরমালেন, অধিক হারে আল্লাহর জিকির কর; আল্লাহর খাস বান্দা হয়ে যাবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আমার ঈমান পরিপূর্ণ হোক। ফরমালেন, নিজের স্বভাব চরিত্র ভাল করে নাও; ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আমি আল্লাহর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাই। ফরমালেন, আল্লাহর ফরজসমূহ আদায় করতে থেকো; আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়ে যাবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, কিয়ামতের দিন নূরানী পরিবেশে উঠি। ফরমালেন, কারো প্রতি জুলুম করিও না; কিয়ামতের দিন নূরানী পরিবেশে উঠবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আল্লাহ আমার প্রতি রহম করুক। ফরমালেন, নিজে স্বীয় জানের প্রতি ও আল্লাহর সৃষ্টিকূলের প্রতি রহম কর; আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করবেন।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আমার গুনাহ লাঘব হোক। ফরমালেন, অধিক হারে মাগফিরাত কামনা কর; গুনাহ লাঘব হয়ে যাবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আমার রিযিক ফরাগত হোক। ফরমালেন, সদা পবিত্র থেকো; রিযিক ফরাগত হয়ে যাবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রিয় পাত্রদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাই। ফরমালেন, যার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মহব্বত আছে, তাঁর প্রতি

মহব্বত পোষন কর এবং যার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দুশমনী রয়েছে, ওর প্রতি দুশমনী পোষন কর; আল্লাহ ও রসূলের প্রিয় পাত্রদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা পাই। ফরমালেন, কারো প্রতি রাগ কর না; আল্লাহর গজব থেকে বেঁচে যাবে।

আরয করলেন, আমি চাচ্ছি যে, আল্লাহ আমার দোষ সমূহ গোপন রাখুক। ফরমালেন, তুমি আল্লাহর বান্দাদের দোষসমূহ গোপন কর; আল্লাহ তোমার দোষসমূহ গোপন করবেন।

আরয করলেন, গুনাহসমূহ ধৌতকারী কি জিনিস আছে? ফরমালেন, চোখের পানি, মিনতি ও রোগ ব্যাধি।

আরয করলেন, কোন্ নেকী আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দ? ফরমালেন, সদ্বচরিত্র, ভদ্রতা, মসীবতের সময় সবর এবং আল্লাহর মর্জির প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

আরয করলেন, কোন্ জিনিসটি আল্লাহর কাছে অপছন্দ? ফরমালেন, অসদ্ব চরিত্র।

আরয করলেন, আল্লাহর গজবের আগুন নিভানোকারী কি জিনিস আছে? ফরমালেন, সদকা-খায়রাত ও সহমর্মিতা।

আরয করলেন, জাহান্নামের আগুন নিভানোকারী কি জিনিস আছে? ফরমালেন, রোযা। (কনজুল উম্মাল - ২৯৪ পৃঃ ৬ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দীন দুনিয়া উভয় জাহানের মঙ্গলের জন্য তশরীফ এনেছেন। তাঁর শিক্ষা উভয় জাহানের জন্য কল্যানকর। যারা তাঁর বর্ণিত সবক অনুযায়ী আমল করবে, তারা নিশ্চয় সফল কাম হবে।

কাহিনী নং - ৭৮৯

দাফেউল বলা

হযরত ইবনে তলক ইমামী (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন - আমি একজন আগন্তুক হিসেবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তখন স্বীয় মস্তক মুবারক ধৌত করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, বসে যাও এবং তুমিও মাথা ধৌত করে নাও। হযরত ইবনে তলক বলেন, হুযূরের ইরশাদ মুতাবিক তাঁর অবশিষ্ট পানি দ্বারা আমি মাথা ধৌত করলাম। অতঃপর হুযূরের উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গেলাম। এরপর আমি হুযূরের কাছে আরয করলাম, ইয়া রসূলল্লাহ! আমাকে আপনার

কামিছের একটি টুকরা দান করুন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁকে স্বীয় কামিছের একটি টুকরা দিলেন। হযরত ইবনে তলক সেই টুকরা খুবই যত্ন করে সংরক্ষন করলেন। যখনই কেউ কোন রোগাক্রান্ত হতো, তখন তিনি সেই টুকরা পানিতে চুবায়ে সেই পানি রোগীকে পান করাতেন, যাতে সেই টুকরার উসীলায় আরোগ্য লাভ করে। (হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামীন - ৪২৬ পৃঃ)

সবক ঃ সাহাবায়ে কিরামের মনে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অগাধ মহব্বত ছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জিনিসের প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। হুযূরের পবিত্র শরীরের সাথে সম্পর্কিত কাপড়কেও তাঁরা দাফেউল বলা অর্থাৎ রোগব্যাধি নিবারনের উসীলা মনে করতেন এবং এর দ্বারা আরোগ্য লাভ করতেন।

কাহিনী নং - ৭৯০

"আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলল্লাহ"

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন - আমি একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মক্কা মুয়াজ্জমার আশে পাশের এলাকায় গিয়েছিলাম। তখন আমি দেখলাম যে রাস্তায় দু'ধারের বৃক্ষরাজি, টিলা - পাথর ও প্রতিটি পাহাড় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে সম্বোধন করে বলছে, 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলল্লাহ'। আমি নিজ কানে সে আওয়াজ সুস্পষ্টভাবে শুনছিলাম। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন - ৪৪০পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রেসালত সম্পর্কে সৃষ্টি কূলের সবাই অবহিত। বৃক্ষলতা, জীব জন্তু, পাহাড় পর্ব্বত সবই 'আস সালামু আলাইকা ইয়া রসূলল্লাহ' বলে সালাম পেশ করে। যারা ইয়া রসূলল্লাহ বলার প্রতি অনিহা প্রকাশ করে, তারা বৃক্ষ লতা, জীব জন্তু ও জড় পদার্থ থেকেও অধম।

কাহিনী নং ৭৯১

গুই সাপের সাক্ষ্য

হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আমি একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির ছিলাম। এমন সময় একটি গুই সাপ নিয়ে এক বেদুইন আসলো এবং বলতে লাগলো, লাত ও উজ্জার কসম, হে

মুহাম্মদ, আমি কখনো তোমার উপর ঈমান আনবো না, যদি না এ গুই সাপ তোমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন- ঠিক আছে, তাহলে শুন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) গুই সাপকে লক্ষ্য করে বললেন, হে গুই সাপ! কথা বল। গুই সাপ হুযূরের নির্দেশ পাওয়া মাত্র সুস্পট আরবী ভাষায় বলে উঠলো - لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (হে আল্লাহর রসূল, বান্দা হাজির) এ আওয়াজ উপস্থিত সবাই শুনেছি। হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার ইবাদত কর? গুই সাপ জবাব দিল-

اَلَّذِىْ فِى السَّمَاءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عَذَابُهٗ.

(আমি তাঁরই ইবাদত করি, আসমানে যার আরশ, জমীনে যার রাজত্ব, সমুদ্রে যার রাস্তা, জান্নাতে যার রহমত এবং দোযখে যার আযাব রয়েছে।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? গুই সাপ বললো,

اَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ.

(আপনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। যে আপনাকে চিনতে পেরেছে, সে নাজাত পেয়ে গেছে। যে আপনাকে অস্বীকার করেছে, সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।)

বেদুইন লোকটি গুই সাপের এ সাক্ষ্য শুনে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেল। (হুজ্জাতুল্লাহ - ৪৬৫ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শানমান ও তাঁর শেষ নবী হওয়ার জ্ঞান জীব জন্তুদেরও রয়েছে। তাই যারা হুযূরের শানমান ও শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, তারা পশু থেকেও অধম।

কাহিনী নং - ৭৯২

মুজেযা

একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একটি পুকুরের পাড়ে তশরীফ রেখে ছিলেন। সে সময় সেখানে আবু জেহেলের ছেলে আকরমা (পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন) এসে বললো, আপনি যদি সত্যিকার নবী হয়ে থাকেন, তাহলে দেখি পুকুরের অপর পাড়ে যে পাথরটি পরে রয়েছে, সেটাকে নির্দেশ দিন, যেন পানির

উপর সাতঁরায়ে না ডুবে আপনার কাছে এসে যায়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সে পাথরের দিকে ইশারা করে বললেন, আমার কাছে এসো। পাথরটি সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অবস্থান থেকে সরে পুকুরে গড়িয়ে পড়লো এবং পুকুরের পানির উপর সাতঁরিয়ে হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে গেল এবং উচ্চস্বরে কলেমা শরীফ পড়তে লাগলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আকরামাকে বললেন, আরও কিছু দেখার আছে? আকরামা বললো- পুনরায় সেটাকে যথাস্থানে ফিরে যেতে বলুন। হুযূরের নির্দেশে পাথরটি পুনরায় সাতঁরিয়ে যথাস্থানে চলে গেল। (তফসীরে রাযি - ২৯৯ পৃঃ ৮ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুজেযা অগনিত। এ মুজেযা দেখে অনেকেই ঈমান লাভে ধন্য হয়েছে। হযরত আকরামা (রাদি আল্লাহু আনহু)ও পরবর্তীতে ঈমান এনে বিশিষ্ট সাহাবার অন্তর্ভুক্ত হন।

কাহিনী নং - ৭৯৩
মুনাফিক

একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কোন এক জায়গায় যাওয়ার পথে তাঁর উষ্ট্রীটি হারিয়ে যায়। এ সুযোগে যায়েদ ইবনে সলব বলাবলি করতে লাগলো যে মুহাম্মদ যদি নবী হয়, তাহলে নিজের উষ্ট্রী সম্পর্কে কেন বলতে পারছেন না যে সেটা কোথায় আছে? অথচ তিনি দাবী করেন যে, তিনি আসমানের খবর রাখেন। এ কথা হুযূরের কানে পৌঁছলে, তিনি বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার সম্পর্কে এ রকম বলতেছে। অথচ আমি আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু বলি না। আমার উষ্ট্রী সম্পর্কেও আমি জানি যে, সেটা এখন কোথায় আছে। আমার উষ্ট্রী অমুক উপত্যকার অমুক ঘাঁটির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কারন ওর গলার রশিটা একটি গাছের সাথে আটকে গেছে। যাও, সেটাকে সেখান থেকে নিয়ে এসো, সাহাবায়ে কিরাম গিয়ে যথাস্থানে উষ্ট্রীকে পেলেন এবং নিয়ে আসলেন। (যাদুল মায়াদ - ৫পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অদৃশ্য জ্ঞান নিয়ে সমালোচনা করা মুনাফিকের কাজ। সত্যিকার মুসলমানগন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সর্বজ্ঞানী।

কাহিনী নং - ৭৯৪
হজ্বের আহবান

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন বায়তুল্লাহ শরীফ তৈরীর কাজ শেষ করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিলেন, এখন হজ্বের ঘোষনা দাও। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনার আদেশ শিরধার্য, আমি ঘোষনা করে দিচ্ছি। তবে আমার এ ঘোষনা শুনবে কে?
আল্লাহ তাআলা ফরমান - হে ইব্রাহীম। তুমি ঘোষনা কর। ঘোষনা করাটা হচ্ছে তোমার কাজ এবং সেটা শুনানোটা আমার কাজ। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আবি কুবাইস পাহাড়ে দাঁড়ায়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে ডানে-বামে ও পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ ফিরায়ে ঘোষনা করলেন -

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّٰهَ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْحَجِّ بِبَيْتِ الْحَرَامِ

(হে জনসাধারণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র ঘরের হজ্বের জন্য আহবান জানাচ্ছে।)
যে সব লোকের কিসমতে হজ্ব ছিল, তারা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এ আওয়াজ স্বীয় বাপের পৃষ্ঠে ও মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে শুনতে পেয়ে ছিল এবং لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক) বলে জবাব দিয়ে ছিল। (উমদাতুলকারী - ৪০২ পৃঃ ৪ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। তার কুদরতী শক্তির কোন সীমা নেই।

কাহিনী নং - ৭৯৫
হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন যে হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে আরজি পেশ করে ছিলেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত যেন ওনাকে দাফন করে।
যখন হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাদি আল্লাহু আনহু) তসতর দুর্গ জয় করেন, তখন তিনি হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালামকে তাঁর তাবুতে এ অবস্থায় পেয়ে ছিলেন যে তার সমস্ত শরীর এবং ঘাড়ের সমস্ত শীরা উপশীরা যথারীতি চালু ছিল। (আল-বেদায়া ওয়াল নেহায়া - ২পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নবীগন জীবিত। শত শত বছর পরও তাঁদের শরীর মুবারক অবিকল থাকে। যারা সমস্ত নবীগনের সরতাজ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলে যে,তিনি মরে মাটির সাথে মিশে গেছে, (মায়াল্লা) শুরা বড় গোমরাহ ও নবীর দুশমন।

কাহিনী নং - ৭৯৬
পরিনামদর্শী

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত রবী (রাদি আল্লাহু আনহু) জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি। তিনি কসম খেয়েছিলেন যে, পরকালের ঠিকানা সম্পর্কে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত হাসবেন না। তাই জীবনে কোন দিন হাসেন নি, মৃত্যুর পরেই হেসে ছিলেন। অনুরূপ তাঁর ভাই হযরত রবিহ (রাদি আল্লাহু আনহু)ও কসম খেয়েছিলেন যে, তিনি ঐ সময় পর্যন্ত হাসবেন না, যতক্ষন না তাঁর জানা হবে যে, তিনি জান্নাতী, নাকি জাহান্নামী। তাই তিনিও জীবনে হাসেন নি। যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়, তখন (গোসল দানকারীদের বর্ননা মতে) গোসল দেয়ার তক্তার উপর অনবরত হাসতে ছিলেন এবং গোসলদান শেষ হওয়ার পরও হাসতে ছিলেন। (শরহে মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম ৭ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাগন সদা পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। ইন্তেকালের পরই তাঁদের মুখে হাসি ফুটে।

কাহিনী নং ৭৯৭
মৃত্যুর পরে কথা বলেছেন

হযরত রবী (রাদি আল্লাহু আনহু) একজন বড় মুত্তাকী, পরহিযগার ও আল্লাহর মকবুল বান্দা ছিলেন। তিনি অধিক হারে নফল নামায পড়তেন এবং রোযা রাখতেন। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর তিন ভাই তাঁর আশে পাশে বসে দু'আ দরূদ পড়ছিলেন। তাঁরা বর্ণনা করেন, আমরা চাক্ষুষ দেখলাম যে, তিনি স্বীয় মুখের উপর থেকে কাপড় হটিয়ে ফেললেন এবং সুস্পষ্টভাবে বললেন, আচ্ছালামু আলাইকুম। আমরা ওয়া আলাইকুম বলে জবাব দিলাম এবং আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, মৃত্যুর পরে কি করে কথা বলছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ! মৃত্যুর পর আমি এ অবস্থায় আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনি আমার উপর রাগান্বিত ছিলেন না। তিনি আমাকে অতি উন্নত নিয়ামত ও রেশমী বস্ত্র দান করে সাদরে গ্রহন করেছেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমার জানাযার নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। তোমরা

তাড়াতাড়ি আমার জানাযা নিয়ে যাও, দেরী করো না। এতটুকু বলার পর পুনরায় নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। (শরহুস সুদুর - ২৮ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহওয়ালাগন মরে না, বরং স্থান পরিবর্তন করেন। এজন্যই তাঁদের ইন্তেকালকে 'বেসাল' বলা হয়।

কাহিনী নং - ৭৯৮
আবু জেহেলের পরিনাম

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন- আমি একবার বদর এলাকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, একটি গুহা থেকে একজন লোক বের হয়ে আসলো। ওর গলায় ছিল লোহার শিকল। সে আমাকে ডাক দিয়ে বললো- হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। এরই মধ্যে সেই গুহা থেকে আর একজন লোক বের হয়ে আসলো। ওর হাতে ছিল চাবুক। সে আমাকে ডাক দিয়ে বললো, হে আবদুল্লাহ! ওকে পানি পান করাইও না, সে কাফির। অতঃপর ওকে চাবুক মারতে মারতে গুহায় ফিরায়ে নিয়ে গেল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন - আমি ওখান থেকে ফিরে এসে এ ঘটনা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সমীপে বর্ণনা করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করেন - তুমি ওকে ভালমতে দেখেছ? আমি আরয করলাম, হ্যাঁ, ইয়া রসুলল্লাহ, আমি ওকে ভালমতে দেখেছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমান, সে আল্লাহর দুশমন আবু জেহেল। সেটা ওর শাস্তি। কিয়ামত পর্যন্ত এ শাস্তি চলতে থাকবে। (আল-হাবী লিল-ফতওয়া - ২৬৫ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দুশমন কিয়ামত পর্যন্ত কবর আযাবে লিপ্ত থাকবে। এ জগত ও পর জগতে যা কিছু হচ্ছে, সব বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জ্ঞাত।

কাহিনী নং - ৭৯৯
চারবন্ধু

হযরত আবু আবদুল্লাহ আল-মুতহাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেন, আমি এক বছর হজ্ব করতে গিয়ে হেরম শরীফে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম, যিনি পানি পান করতেন না। আমি ওনার কাছে এর রহস্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি বিশেষ মহব্বত পোষন করতাম

এবং হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতাম। এক রাত স্বপ্ন দেখলাম কিয়ামত শুরু হয়েছে, মানুষ খুবই অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ভয়ে আমার ভীষন তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি তৃষ্ণা নিবারনের জন্য রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাউযে কাউসারের কাছে গেলাম। আমি সেখানে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহুম) কে দেখতে পেলাম। তাঁরা তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাচ্ছিলেন। আমি সোজা হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে গেলাম এবং পানি চাইলাম। কিন্তু তিনি স্বীয় মুখ ফিরায়ে নিলেন। অগত্যা হযরত আবু বকর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে গেলাম, তিনিও মুখ ফিরায়ে নিলেন। এরপর আমি হযরত ওমর ও হযরত ওসমানের কাছে গেলাম। তাঁরাও মুখ ফিরায়ে নিলেন। এতে আমি খুবই মর্মাহত হলাম এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে তালাশ করতে লাগলাম। হাশরের ময়দানে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে পেয়ে দৌড়ে তাঁর খিদমতে হাজির হলাম এবং অভিযোগ করলাম, ইয়া রসূলল্লাহ! আমি খুবই তৃষ্ণার্ত; আপনার হাউযে কাউসারে গিয়ে ছিলাম, হযরত আলী ও অন্য তিন খলীফার কাছে পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু সবাই মুখ ফিরায়ে নিয়েছেন, কেউ পানি দেন নি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, আমার আলী তোমাকে কিভাবে পানি পান করাবে, তুমিতো আমার অন্যান্য সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন কর। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলল্লাহ! আমার জন্য কি তওবা করার কোন সুযোগ আছে? ফরমালেন, হ্যা, আন্তরিকভাবে তওবা কর এবং আমার সকল সাহাবীর প্রতি মহব্বত রাখ। আমি তোমাকে এমন এক গ্লাস পানি পান করাবো যে, তুমি জীবনে আর কখনো তৃষ্ণাবোধ করবে না। আমি সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষন থেকে তওবা করলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে এক গ্লাস পানি দিলেন। আমি সেটা পান করলাম। এর পর পরই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং কোন তৃষ্ণা বোধ করলাম না। এর পর থেকে আমার কোন তৃষ্ণা পায় না; পানি পান করি বা না করি বরাবর। আমি এখন আন্তরিকভাবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চার খলিফার প্রতি মহব্বত রাখি।

(হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামীন - ৮০৮ পৃঃ)

সবক ঃ চার খলীফার প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধাবোধ ঈমানের অংগ এবং পর কালের জন্য কল্যাণকর। তাঁদের মধ্যে থেকে কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষন বেঈমানের লক্ষন ও পর কালের জন্য ক্ষতিকর।

কাহিনী নং - ৮০০
তুগরল বাদশাহ

সলজুকিয়া সাম্রাজ্যের তুগরল বাদশাহ একবার বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মুসল অভিযানে বের হন। যাত্রাপথে একটি গ্রাম অতিক্রম কালে এ বিশাল বাহিনী স্থানীয় জনগনের উপর জুলুম অত্যাচার করে। এতে গ্রামবাসীরা খুবই মর্মাহত হয়। সেই রাত্রে তুগরল বাদশাহ স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দীদার লাভ করেন। তিনি সালাম পেশ করলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় চেহারা মুবারক অন্য দিকে ফিরায়ে নেন এবং ফরমান - আল্লাহ তাআলা তোমাকে স্বীয় মখলুকের শাসক বানিয়েছেন কিন্তু তুমি তাঁর মখলুককে কষ্ট দিচ্ছ। তুমি কি আল্লাহর গজব ও জালালিয়াতকে ভয় কর না? যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন বাদশাহ ভয়ে কাঁপছিলেন এবং তখনই তার সমগ্র সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারী করলেন, যেন কারো প্রতি বিন্দু মাত্র জুলুম করা না হয়, অন্যথায় কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

(হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন - ৮০৯ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মতের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত এবং তাঁর করুনার হাত সদা প্রসারিত। পর্দার অন্তরালে চলে যাওয়ার পরও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নানা ভাবে উম্মতের কল্যান করে থাকেন।

কাহিনী নং - ৮০১
তিন দানশীল বুজুর্গ

রমযান মাস অতি ঘনিয়ে এসেছিল; হযরত ওয়াকেদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর হাতে কোন টাকা পয়সা ছিল না। তাই তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে ছিলেন যে, রমযান মাসের খরচ কিভাবে সামাল দিবেন। অগত্যা তাঁর এক উলুবী বন্ধুর কাছে একটি সিরকুট লিখলেন যে রমযান মাস অত্যাসন্ন, আমার কাছে খরচের কোন টাকা পয়সা নেই। কর্জে হাসনা হিসেবে আমার জন্য এক হাজার দেরহাম পাঠিয়ে দিন। সিরকুট পাওয়া মাত্র সেই উলুবী বন্ধু এক হাজার দেরহাম একটি থলিতে ভরে পাঠিয়ে দিলেন। দেরহামগুলো হাতে আসতে না আসতে হযরত ওয়াকেদীর অপর এক বন্ধুর এক সিরকুট তাঁর হাতে এসে পৌছলো, তাতে লিখা ছিল যে ওনার কাছে রমযান মাসে খরচের কোন টাকা পয়সা নেই। তাই ওনাকে যেন এক হাজার দেরহাম কর্জ

দেন। হযরত ওয়াকেদী দেরহাম ভর্তি সেই থলি ওনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে উলুবী বন্ধু তাঁর অপর বন্ধুর কাছে গিয়ে এক হাজার দেরহাম কর্জ চাইলেন, বন্ধু সাথে সাথে এক হাজার দেরহামের একটি থলি বের করে দিলেন। উলুবী বন্ধু সেই থলি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কারন সে থলিটা ছিল তাঁর, যেটা হযরত ওয়াকেদীকে দিয়ে ছিলেন। সব কিছু জেনে উভয়ে হযরত ওয়াকেদীর ঘরে গেলেন এবং উলুবী বললেন, আমার কাছে এক হাজার দেরহাম ছাড়া কোন টাকা পয়সা ছিলনা। কিন্তু আপনার সিরকুট পেয়ে সেই এক হাজার দেরহাম আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং নিজের খরচ সামলানোর জন্য আমার এ বন্ধুর কাছে এক হাজার দিরহাম কর্জ চাইলে, তিনি আমাকে দেরহাম ভর্তি সেই থলিটা বের করে দেন, যেটা আমি আপনাকে দিয়েছি। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমরা তিন জনের অবস্থা একই। তাই চলুন, এ এক হাজার দিরহাম তিন ভাগ করি। অতঃপর তিন বন্ধু তিন ভাগ করে সেই দিরহাম নিয়ে নিলেন। সেই রাতেই হযরত ওয়াকেদী স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দর্শন লাভ করেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমান, আগামী কাল তুমি অনেক কিছু পেয়ে যাবে। ঠিকই পর দিন আমীর ইয়াহিয়া বরমকী হযরত ওয়াকেদীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন - আমি গত রাত স্বপ্নে আপনাকে খুবই পেরেশান দেখলাম; ব্যাপার কি? হযরত ওয়াকেদী সম্পূর্ণ কাহিনী শুনালেন। ইয়াহিয়া বরমকী সব শুনে বললেন, এটা বলা খুবই মুশকিল যে আপনারা তিন জনের মধ্যে কে অধিক দানশীল। আপনারা তিন জনই সমান দানশীল এবং মান্যবর। অতঃপর তিনি ত্রিশহাজার দিরহাম ওয়াকেদীকে এবং অপর দুইজনকে বিশ হাজার দিরহাম করে দিলেন এবং হযরত ওয়াকেদীকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দিলেন। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন - ৮১২ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেক বান্দাগন সাধারণতঃ দানশীল হয়ে থাকেন। তারা নিজের দুঃখ কষ্টকে সদা অপরের দুঃখকষ্ট থেকে হালকা মনে করে থাকেন। এ কাহিনী থেকে এটাও সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত।

কাহিনী নং - ৮০২

হযরত হাসান ও হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা)

একদিন বাদশাহ হাজ্জাজ খোরাসানের প্রখ্যাত ফকীহ হযরত ইয়াহিয়া ইবনে আমীরকে তলব করলো এবং বললো, আমি শুনেছি যে, আপনি হাসন ও হোসাইন

(রাদি আল্লাহু আনহুমা) কে রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আওলাদ বলে থাকেন। অথচ আওলাদতো বাপের দিক থেকে হয়ে থাকে। কিন্তু হাসন ও হোসাইনতো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মেয়ের সন্তান। তাই মায়ের দিক থেকে কি করে রসূলের আওলাদ হয়ে গেল? আপনার কাছে কোন দলীল থাকলে পেশ করুন। হযরত ইয়াহিয়া বললেন, আমার কাছে কুরআনের দলীল মওজুদ আছে। হাজ্জাজ বললো - ঠিক আছে, পেশ করুন, তবে نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ জাতীয় আয়াত দলীল হিসেবে আমার কাছে গ্রহন যোগ্য নয়। এ ছাড়া অন্য কোন আয়াত থাকলে পেশ করুন। হযরত ইয়াহিয়া বললেন, অন্য আয়াতই পেশ করবো। এ কথা শুনে হাজ্জাজতো আশ্চর্য হয়ে গেল, কারন এ ধরনের আয়াত কখনো ওর চোখে পড়েনি। তাই সে এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে বললো, ঠিক আছে পেশ করুন, তবে সঠিক আয়াত পেশ করতে না পারলে শিরঃচ্ছেদ করা হবে। হযরত ইয়াহিয়া বললেন, ইনশা আল্লাহ সুস্পষ্ট আয়াত পেশ করবো। দেখুন, আল্লাহ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهَارُونَ
وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَاِلْيَاسَ.

(পারা - ৭ রুকু - ১৬) লক্ষ্য করুন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ, সোলাইমান, আয়ুব, ইউনুস, মূসা, হারুন, ইয়াহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াস (আলাহিমুস সালাম)কে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের আওলাদ বলেছেন, অথচ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কোন বাপ ছিল না, শুধু মা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নূহ আলাইহিস সালামের আওলাদের অন্তর্ভূক্ত বলেছেন। অনুরূপ হযরত হাসান হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা)-ও মায়ের দিক থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আওলাদের অন্তর্ভূক্ত।

হাজ্জাজ এ আয়াত শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং আসমানের দিকে মুখ করে বলতে লাগলো, মনে হয় এ আয়াত আমি কখনো পড়িনি। পরিশেষে হযরত ইয়াহিয়া বিন আমীরকে অনেক উপঢৌকন দিয়ে স্বসম্মানে বিদায় করলেন। (তাফসীরে কবীর - ২৮২ পৃঃ ১জিঃ)

সবক ঃ হযরত ইমাম হাসন - হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর শানমান অনেক উচ্চ এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আওলাদ হিসেবে গন্য।

তাঁদের সম্মান করা মানে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে সম্মান করা এবং তাঁদের সাথে বেআদবী করা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বেআদবী করার নামান্তর।

কাহিনী নং - ৮০৩

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু)

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত বাকের (রাদি আল্লাহু আনুহু) বলেন, আমার পিতা হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন বিন ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে আরয করলো, হুযূর, আবু বকর সম্পর্কে কিছু বলুন। ইমাম যায়নুল আবেদীন বললেন, কোন্ আবুবকর, হযরত ছিদ্দিক? প্রশ্নকারী আশ্চর্য হয়ে বললো, আবু বকরকে আপনিও কি ছিদ্দিক বলেন? তিনি বললেন -

قَدْ سَمَّاهُ صِدِّيْقًا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّه صِدِّيْقًا فَلَا صَدَّقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلَهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِذْهَبْ فَاَحِبَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا.

ওনার নাম স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং মুহাজির ও আনচারগণ ছিদ্দিক রেখেছেন। যে ওনাকে ছিদ্দিক মানে না, আল্লাহ তাআলা ওকে দুনিয়া আখেরাতে মিথ্যুক প্রমানিত করুক। যাও, আবু বকর ও ওমর (রাদি আল্লাহু আনহুমা) উভয়ের প্রতি অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি কর।

(আস-সাওয়ায়েকুল মুহরেকা - ৩১ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধাবোধ একান্ত জরুরী। আহলে বায়ত আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

কাহিনী নং - ৮০৪

৩৬০টি সৎ স্বভাব

একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার শুভ কামনা করেন, তখন ৩৬০সৎ স্বভাবের থেকে যে কোন একটি সৎ স্বভাব ওর মধ্যে সৃষ্টি করে দেন। যার বদৌলতে সেই বান্দা জান্নাতে প্রবেশ

করে। হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! সেই ৩৬০ সৎ স্বভাবের কোন একটি আমার মধ্যে আছে কি? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, তোমাকে ধন্যবাদ, ৩৬০ সৎ স্বভাবের সব কয়টি তোমার মধ্যে মওজুদ আছে। (আস্ সওয়ায়েকুল মুহরেকা - ২২ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শান অনেক উদ্বে। তিনি নিঃসন্দেহে জান্নাতী। এক সাথে ৩৬০টি সৎ স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে, তাঁর সম্পর্কে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

কাহিনী নং - ৮০৫

সোনালী মহল

একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান - মেরাজ রজনীতে জান্নাত প্রদক্ষিন কালে একটি খুবই সুন্দর সোনালী মহল আমার চোখে পড়ে। আমি ফিরিশতাদের জিজ্ঞেস করলাম, এ মহল কার? ফিরিশতাগন বললেন, এ সোনালী মহল এক এরাবিয়ানের। আমি বললাম আমিওতো এরাবিয়ান। তারাঁ বললেন, উনি কুরাইশী এরাবিয়ান। আমি বললাম, আমিওতো কুরাইশী এরাবিয়ান। তারা বললেন, এ সোনালী মহল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এক উম্মতের। আমি জিজ্ঞেস করলাম কে সে? শেষ পর্যন্ত ফিরিশতাগন খোলাখুলি ভাবে বললেন, এ মহল হযরত ওমর বিন খাত্তাবের। (আস-সাওয়ায়েকুল মুহরেকা - ৫৯ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মর্তবাও অনেক উচু। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য সোনালী মহল তৈরী করে রেখেছেন।

কাহিনী নং - ৮০৬

সত্তর হাজার

এক দিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিন হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সুপারিশে সত্তর হাজার লোক, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়েছিল, জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আস-সওয়ায়েকুল মুহরেকা - ৬৫ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) অনেক উচ্চ শান মানের অধিকারী। তাঁর প্রতি বিদ্বেষ নয়, মহব্বত নাযাতের সহায়ক।

কাহিনী নং ৮০৭
চার মাহবুব

একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ তাআলা আমাকে চার ব্যক্তির সাথে মহব্বত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এ জন্য আমি ওদেরকে ভালবাসি। উপস্থিত সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! ওসব ভাগ্যবান ব্যক্তিগন কারা? ফরমালেন, এক জন আলী এবং অপর তিনজন হলো আবু যর, মিকদাদ এবং সালমান (রাদি আল্লাহু আনহুম) (আস-সওয়ায়েলুল মুহরেকা ৭৩ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি মহব্বত ঈমানের অংগ, তাঁর প্রতি মহব্বত খোদায়ী নির্দেশ।

কাহিনী নং - ৮০৮
ভাল

হযরত ইমাম আযম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) একবার একটি বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে ফেরার পথে তৎকালিন বিচারক ইবনে আবি লায়লাকে দেখলেন, যিনি খচ্চরে আরোহন করে আদালতের দিকে যাচিছলেন। একটি বিচার কার্যে হযরত ইমাম আযমের সাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল। তাই ইবনে আবি লায়লা তাঁকে খচ্চরে উঠায়ে নিলেন। কিছু দূর যাবার পর তাঁরা দেখলেন যে, কয়েকজন মহিলা রাস্তার ধারে বসে মনের সুখে গান করছিল। কিন্তু ইমাম আযম ও ইবনে আবি লায়লাকে দেখে চুপ হয়ে গেল। ইমাম আযম ওদেরকে বললেন, 'ভাল'। তাঁর এ কথায় ইবনে আবি লায়লা খুবই নাখোশ হলেন। আদালতে ইমাম আযম যখন সাক্ষ্য দিলেন, ইবনে আবি লায়লা সেটা অগ্রাহ্য করলেন এবং বললেন, আপনি গায়িকাদেরকে ভাল বলেছেন। তাই আপনার সাক্ষ্য কিছুতেই গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। ইমাম আযম বললেন, মহামান্য বিচারক, আপনি একটু স্মরন করুন, আমি গায়িকাদেরকে কখন ভাল বলেছি? গান করার সময়, নাকি নিশ্চুপ থাকার সময়? নিশ্চয় আমি নিশ্চুপ থাকার সময় বলেছি। আমাদেরকে দেখে গান বন্ধ করে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়াটাকেই আমি ভাল বলেছি। ইবনে আবি লায়লা ইমাম আযমের এ ব্যাখ্যা শুনে তাঁর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহন করলেন। (গরায়েবুল বয়ান - ২৪ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত ইমাম আযম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর প্রতিটি কথা হেকমত পূর্ণ।

কেউ কেউ তাঁর বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে ভুল বুঝা বুঝির শিকার হয়ে থাকে। আমাদের ইমামের কোন বক্তব্যই ভিত্তিহীন নয়।

কাহিনী নং - ৮০৯
প্রত্যেক কুফরী থেকে তওবা

যুগের বিবর্তনে একবার যাহাক নামে এক খারেজী কূফার গভর্ণর হয়েছিল। সে ছিল বড় জালিম, আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কেও সে একবার ফাঁসাতে চেয়েছিল। সে গভর্ণরের দায়িত্ব নেয়ার পর পরই ইমাম আযমকে গ্রেপ্তার করে ওর দরবারে নিয়ে যায় এবং বলে- হে শেয়খ, কুফরী থেকে তওবা করুন। ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, আমি প্রত্যেক কুফরী থেকে তওবাকারী। যাহাক মনে করলো যে ইমাম আবু হানিফা খারেজী বিরোধী সমস্ত আকাইদ থেকে তওবা করেছেন। তাই সে ওনাকে তক্ষনি ছেড়ে দিল। কিন্তু কোন এক কুচক্রী যাহাককে বুঝালো যে, ইমাম আবু হানিফা খারেজী বিরোধী আকাইদ থেকে তওবা করেন নি বরং খারেজী আকাইদকে কুফরী বলেছে। যাহাক ইমাম আযমকে পুনরায় তলব করলো এবং জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি আমাদের আকাইদ থেকে তওবা করেছেন এবং কুফরী দ্বারা কি আমাদের আকাইদকে বুঝায়েছিলেন? ইমাম আযম বললেন, আপনি কি নিশ্চিত যে আমি কুফরী বলতে আপনাদের আকাইদকে বুঝায়ে ছিলাম? যাহাক বললো, নিশ্চিত করে কিভাবে বলি, অনুমান করে বলছি। ইমাম আযম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বললেন - إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (কতেক অনুমান গুনাহ) খারেজীদের আকীদা মতে ছোট বড় যে কোন ধরনের গুনাহ করলে কাফির হয়ে যায়। ইমাম সাহেব সুযোগ বুঝে ওকে বললেন, আপনি কুফরী থেকে তওবা করুন। কারন আপনি বদগুমান করে কুফরী করেছেন। যাহাক চমকে উঠলো এবং বললো, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি তওবা করছি। তবে আপনিও পুনরায় তওবা করুন। ইমাম আযম আগের মত বললেন, আমি প্রত্যেক কুফরী থেকে তওবাকারী। অতঃপর মুক্ত হয়ে ঘরে চলে গেলেন। (গরায়েবুল বয়ান - ২৬ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর উপস্থিত জ্ঞানের সামনে কোন দুশমন কখনো কামিয়াব হতে পারেনি। তাঁর দুশমনেরা সবসময় নাজেহালই হয়েছে।

কাহিনী নং - ৮১০
মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই

যাহাকের মৃত্যুর পর ইবনে হুবিরা ওর স্থলাভিসিক্ত হয়। এ ব্যক্তিকে প্রথম প্রথম ইমাম আযম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর বন্ধু ও অনুসারী মনে হতো। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ইমাম আযমকে ডেকে পাঠাতো এবং ওনার থেকে পরামর্শ ও ফত্ওয়া নিত। আসলে এটা ছিল ওর চালবাজি।

একদিন ইবনে হুবিরা এক নিরাপরাধ ব্যক্তিকে কতলের নির্দেশ দিয়ে জাল্লাদের হাতে তুলে দিচ্ছিল। এমন সময় ইমাম সাহেব সেখানে পৌঁছে যান। বেচারা ইমাম আযমকে দেখে অপত্যাশিতভাবে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ইবনে হুবিরাকে লক্ষ্য করে বললো, হুযূর, আমি কেমন লোক, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন। ইবনে হুবিরা ইমাম সাহেবের দিকে তাকালো। ইমাম আযম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) লোকটাকে মোটেই চিনতেন না। তবে তিনি বুঝতে পারলেন যে বেচারা অনর্থক ইবনে হুবিরার রোষানলে পড়েছে। মিথ্যা না বলে বেচারাকে কি করে রক্ষা করা যায়, এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করে ইবনে হুবিরাকে কোন উত্তর না দিয়ে লোকটিকে বললেন, তুমি কি সেই ব্যক্তি, যে আযান দেয়ার সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যটাকে বিশেষভাবে টান? সে বললো, জি হ্যাঁ, আমি সেই ব্যক্তি। ইমাম সাহেব বললেন, দেখি, একটু আযান দাও। সে আযান দিল। আযান শেষ করার পর ইমাম সাহেব হুবিরাকে বললেন, লোকটি ভাল। ওর মধ্যে খারাপ কিছু দেখি নি। ইমাম আযম লোকটি দ্বারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যটা তথা কলেমা পড়ায়ে ওর প্রশংসার একটি পথ বের করে নিলেন। উল্লেখ্য যে তওহীদ ও রেসালতের বিশ্বাসী লোকদের বেলায় 'ভাল লোক' বললে শরীয়ত মতে মিথ্যা গন্য হয় না। শেষ পর্যন্ত ইবনে হুবিরা ওকে হত্যা থেকে রেহাই দিল। (গরায়েবুল বয়ান, ২৮ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের ইমাম সাহেব অনেক জটিল বিষয়ে অতি সহজে সমাধান দিতে পারতেন। তাঁর অসাধারন বুদ্ধিমত্তায় বড় বড় মুসিবত থেকে অনেককে রক্ষা করেছেন।

সপ্তম খন্ডের কাজ চলছে